NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ক্রমোন্নত প্রযুক্তিই একদিন সভ্যতা ধ্বংসের কারণ হবে

বেহাল রাস্তার কারণেই মৃত্যু মালডাঙার মামনি রায়ের ৬

কলকাতা ৫ মার্চ ২০২৪ ২১ ফাল্গুন ১৪৩০ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ২৬৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 5.3.2024, Vol.17, Issue No. 263, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

বাংলায় এক দফায় ভোট চাইছে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে এক দফায় লোকসভা ভোট করানোর দাবি তুলল শাসক তৃণমূল। সোমবার তৃণমূলের তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল কলকাতায় রাজ্য সফররত নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে দেখা করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন লোকসভার সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। তৃণমূল-সহ রাজ্যের মোট আটটি রাজনৈতিক দলের বৈঠক করে তাদের বক্তব্য শোনে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। নির্ভয়ে মানুষ যাতে ভোট দিতে পারে, তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানায় বিজেপি। কংগ্রেসের তরফে গত পঞ্চায়েত ভোটে 'হিংসার' প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ভোটে যথোপযুক্ত নিরাপত্তার দাবি জানানো হয়। সিপিএমের তরফে কমিশনকে আর্জি জানানো হয়, রাজ্যের অভিযুক্ত প্রশাসনিক এবং পুলিশ আধিকারিকদের যেন ভোটের কাজে নিযুক্ত না করা হয়।

কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করে বেরিয়ে আসার পর রাজ্যে কেন এক দফায় লোকসভা ভোট হবে না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ। তাঁর কথায়, 'আমরা বলেছি, কেন পশ্চিমবঙ্গে এক দিনে ভোট হবে না? যদি বিজেপিশাসিত রাজ্যে এক দিনে ভোট হয়, তবে এ রাজ্যে নয় কেন?' তৃণমূলের অভিযোগ, ছয়-সাত দফায় নির্বাচন করানো হবে, কেবল নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহের মতো বিজেপি নেতাদের প্রচারে সুবিধা করে দেওয়ার জন্য। প্রসঙ্গত, গত লোকসভা নির্বাচনে সাত দফায় ভোট হয়েছিল। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন হয়েছিল নয় দফায়। রাজ্যেও অতগুলি দফাতেই ভোট হয়। এক দফায় ভোট করানোর দাবির পাশাপাশি রাজ্যে একাধিক ভোটার কার্ড 'নিষ্ক্রিয়' হওয়া নিয়েও কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কথা জানিয়েছে তৃণমূল।

কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়েও নিজেদের ক্ষোভের কথা তুলে ধরেছে তৃণমূল। কল্যাণ বলেন, 'সিআইএসএফকে মানুষ ভয় পাচ্ছে। কারণ বিজেপি নেতারা যা বলছেন, তাই করছে সিআইএসএফ।' বিজেপি যাতে সিআইএসএফকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, কমিশনকে তা দেখার অনুরোধ জানিয়েছে তৃণমূল।

রাজ্য বিজেপির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কমিশনের সঙ্গে বৈঠকের পর বাইরে বেরিয়ে বলেন, 'মানুষের মন থেকে ভয় দূর করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে।' ভোট পরবর্তী 'হিংসা'র এবং সন্দেশখালির ঘটনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া পাহারায় ভোট করানোর দাবি জানায় বিজেপি। এর পাশাপাশি পর্যবেক্ষকদের তত্ত্বাবধানেও রাজ্যে ভোট করানোর দাবি তুলেছে পদ্মশিবির। বিজেপির বক্তব্য, শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছে কমিশন।

তমলুকে দাঁড়িয়ে নাম না করে শুভেন্দুকে চ্যালেঞ্জ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ২ দিনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় প্রশাসনিক সভা করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যার মধ্যে সোমবার তিনি তমলুকের নিমতৌড়িতে সরকারি সভা করলেন। এদিন নিমতৌড়ির সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে নাম না করে শুভেন্দুর বিরুদ্ধেই তোপ দাগলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগ তুললেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর চ্যালেঞ্জ, 'সাধুগিরি বের করবই।'

নাম না করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'দিল্লির জোরে ক্ষমতা দেখিয়ে এজেন্সি দিয়ে তৃণমূলকে বদনাম করেছে। মনে রাখবেন গদ্দারবাবুরা, গদ্দারদের কমরেডরা, সব থেকে বেশি খেয়েছে, যখন পার্টিতে ছিল, সব থেকে বেশি নিয়েছে, আর যখন ধরা পড়বে বুঝল, তখন লঙ্কাকাণ্ড ঘটাল।' তিনি অভিযোগ করেন, 'গরিব ছেলেমেয়েদের চাকরি খেয়ে, এখন সাধু সেজে বসে রয়েছে। সাধুর বেশে বসে রয়েছে।'

লোকসভা নির্বাচনের মুখে দুর্নীতি ইস্যুকেই হাতিয়ার করেছে বিরোধীরা। আর সোমবার সেই ইস্যুতে মুখ খুলে নাম না করে পালটা শুভেন্দুকে দুষলেন মমতা। নিয়োগ দুর্নীতিতে শুভেন্দু অধিকারীর যোগসাজশের অভিযোগ করলেন। বলেন, 'কাউকে লুট করে, গায়ের জোরে কোটি কোটি টাকা করেছে। চোরের মায়ের বড় গলা। পকেটমার বাসে উঠলে সেই প্রথম চিৎকার করে। যখন চিৎকার করে অন্যরা উঠে দাঁড়ায় তখন পকেটমার পালিয়ে যায়। সবচেয়ে বড় পকেটমারি স্কুল এডুকেশনে কে করেছে? কার বিনিময়ে চাকরি হয়েছিল? কীসের বিনিময়ে চাকরি হয়েছিল? খবর আমিও রাখি। কিন্তু চাকরি আমি কারও যেতে দেব না। ওরা চাকরি খায়। আমরা চাকরি দিই। তবে মাথাকে ছোঁব না ভাববেন না।'

ইডি, সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে রাজনৈতিক স্বার্থে কাজে লাগিয়ে শাসকদলের কুৎসা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ। নাম না করে অধিকারী পরিবারের মেজো সন্তানকে 'গদ্দারবাবু' বলেও খোঁচা দিয়েছেন মমতা। তাঁর দাবি, 'দিল্লির জোরে ক্ষমতা দেখিয়ে এজেন্সি দিয়ে তৃণমূলকে বদনাম করেছে। ইলেকশন আসবে যাবে আমরাই থাকব। গদ্দারবাবু। গদ্দারদের কমরেড। আমি নাম বলি না। বলতে লজ্জা লাগে। পার্টির থেকে সবথেকে বেশি পেয়েছে, খেয়েছে। নিজে পাছে ধরা পড়ে তাই কোর্টে গিয়েছে। গরিব ছেলেমেয়ের চাকরি খেয়ে সাধু সেজে বসে আছে।' মমতার হুঁশিয়ারি, 'এই সাধুগিরি বের করবই।' মুখ্যমন্ত্রীর আরও সংযোজন, 'সত্যিকার সাধুকে সম্মান করি। সাধুর পোশাক পরে অসাধু কাজ করলে সম্মান করি না।' এছাড়া এদিন কেন্দ্রীয় বঞ্চনার ইস্যুতেও সুর চড়ান মমতা।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলায় এসে দাবি করেছিলেন, ৪৭ হাজার কোটি টাকা বাংলাকে দিয়েছে কেন্দ্র। সেই প্রসঙ্গে বিঁধতে গিয়েই বিস্ফোরক দাবি করে ফেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'তিনি নাকি ৪৭ হাজার কোটি টাকা বাংলাকে দিয়েছেন, আর আমরা নাকি খেয়ে নিয়েছি, ঘরবাড়ি দিইনি। অঙ্কটা বলি, যদি কারোর কোনও সন্দেহ থাকে, চ্যালেঞ্জ করবেন। আমি সরকারের কথা বলছি, পার্টির কথা নয়। ২০১৪-১৫ থেকে ২০২১-২২ সালে মনে রাখবেন কিছু কিছু স্কিম আছে, এখান থেকে যে ট্যাক্স তুলে নিয়ে যায়, তার কিছু রাজ্যের অধিকার মতো দেয়। ১৪-১৫ থেকে ২১-২২ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৮৩৪ কোটি টাকা।'

'বিজেপিতে এসো, নাহলে ইডি-সিবিআই পাঠাব'

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাড়িতে ইডি অভিযান চালালেও দলের তরফে কেউ প্রতিবাদ করেননি। এমনকী, দলনেত্রীও বিষয়টি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেননি। অভিমান উগরে দিয়ে দল ছেড়েছেন তাপস রায়। যখন কলকাতায় দল ছাড়ছেন তাপস ঠিক সেই সময় তমলুকের নিমতৌড়ির মঞ্চে দাঁড়িয়ে দলীয় নেতা-নেত্রীদের বাড়িতে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে' ইডি হানা নিয়ে সরব হলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সভামঞ্চ থেকে বিজেপি নেতৃত্বকে মমতার তোপ, 'ভোটের আগে বাড়িতে-বাড়িতে ইডি-সিবিআই পাঠাচ্ছে। ভয় দেখাচ্ছে। ঘাড় ধরে বিজেপিতে নিয়ে যাচ্ছে। বলছে, বিজেপিতে যোগ দাও, নাহলে ইডি-সিবিআই পাঠাব।' অন্যান্য সভামঞ্চ থেকেও সাধারণত এই তোপ দাগেন। কিন্তু আজকের রাজনৈতিক পরিস্থিতির নিরিখে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ তাঁর এহেন মন্তব্য।

বিচার পাবেই, আশ্বাস মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুভেন্দু অধিকারীর একদা দেহরক্ষী শুভব্রত চক্রবর্তীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা সোমবার নতুন করে তুলে আনলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভেন্দুর জেলায় দাঁড়িয়েই। শুভব্রতের ভাইকে নিমতৌড়ির সরকারি সভার মঞ্চে তুলে নেন মুখ্যমন্ত্রী। এবং আশ্বাস দিলেন 'বিচার' পাইয়ে দেওয়ারও। ২০১৮ সালের অক্টোবরে নিজের সার্ভিস রিভলভার থেকে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন তৎকালীন পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দুর নিরাপত্তারক্ষী শুভব্রত। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। পরের দিন কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। এর ২ বছর ৮ মাস পর ২০২১ সালের জুলাই মাসে স্বামীর মৃত্যুর তদন্ত চেয়ে কাঁথি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন শুভব্রতের স্ত্রী সুপর্ণা কাঞ্জিলাল চক্রবর্তী। দায়ের হওয়া অভিযোগে শুভেন্দু অধিকারী-সহ বেশ কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। সেই মামলার দায়িত্ব নেয় সিআইডি। শুভেন্দুর কাঁথির বাড়ি শান্তিকুঞ্জেও গিয়েছিল সিআইডির দল। পরে অবশ্য আদালত থেকে রক্ষাকবচ পান শুভেন্দু। কলকাতা হাইকোর্ট প্রশ্ন তুলেছিল, মৃত্যুর এত দিন বাদে কেন অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশকে 'ভর্ৎসনা' করেছিল আদালত। সোমবার সেই প্রসঙ্গ নতুন করে তোলেন মমতা।

১ তারিখেই দলের সব পদ ছেড়েছি, নেত্রীকেও জানিয়ে দিয়েছি: তাপস

বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিলেন পিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১ তারিখেই দলের সব পদ ছেড়ে দিয়েছেন। জানিয়েছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীকেও। বিধানসভায় পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে বেরিয়ে এমনটাই জানালেন বরাহনগরের প্রাক্তন বিধায়ক তাপস রায়। সোমবার তিনি বিধানসভায় স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে গিয়ে ইস্তফাপত্র জমা দেন। স্পিকার জানিয়েছেন, মঙ্গলবার তাপসের বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানাবেন। সূত্রের খবর, এরপরই ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর ফোন করেন তাপসকে। তাপস রায়কে পিকের পরামর্শ, বিশ্রাম নেওয়ার। সূত্রের দাবি, পিকে তাপস রায়কে বলেন, এখন কিছুদিন বিশ্রাম নিন। অন্য কোনও দলে এখনই যোগ দেবেন না।

প্রসঙ্গত, প্রশান্ত কিশোর বা পিকের সংস্থার সঙ্গে এখনও চুক্তি রয়েছে তৃণমূলের। সেক্ষেত্রে নির্বাচনের আগে তারা তাদের সক্রিয়তা দেখাচ্ছে। এরইমধ্যে খবর, সোমবার প্রশান্ত কিশোর ফোন করেন তাপস রায়কে। তিনি অনুরোধ করেন, এখনই যেন তাপস রায় কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ না দেন। তিনি যেন কিছুদিন বিশ্রাম করেন।

এদিন সকাল থেকেই তাপস রায়ের বৌবাজারের বাড়িতে

সংবাদমাধ্যমের ভিড় ছিল। সূত্রের খবর, সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকেই বারবার প্রশান্ত কিশোরের ফোন আসে তাপস রায়ের কাছে। সে সময় তিনি তা রিসিভ না করলেও রিং ব্যাক করেন বেশ কিছুক্ষণ পর। তখনই পিকের সঙ্গে কথা হয় তাঁর। তবে এই ফোনে বিশেষ কিছু পরিবর্তন হবে বলে মনে করছে না রাজনৈতিক মহল। বরং সূত্রের খবর, আগামী দু'দিনের মধ্যে নতুন কোনও সিদ্ধান্তের কথা জানাতে পারেন তাপস রায়।

এদিকে, বিধানসভা থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তাপস। তিনি বলেন, 'আমি বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছি। স্পিকারের সামনে সই করে ইস্তফা দেওয়ার নিয়ম। সে ভাবেই করেছি। ১ তারিখেই আমি দলের সব পদ ছেড়ে দিয়েছি। দলনেত্রী এবং সুব্রত বক্সীকে সে কথা জানিয়েছি।' দলের অন্যান্য পদ থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন বলে জানান তাপস। তাঁর কথায়, 'দলের সমস্ত সরকারি পদ আমি ১ তারিখে ছেড়ে দিয়েছি। উপমুখ্যসচেতক, সাগর দত্ত হাসপাতাল এবং কলেজের সভাপতি পদও ছেড়ে দিয়েছি।' উল্লেখ্য, সোমবার বাড়ি থেকে বিধানসভায় তাপস নিজের ব্যক্তিগত গাড়ি করে গিয়েছেন। উপমুখ্যসচেতকের গাড়ি ব্যবহার করেননি।

তাপসের ইস্তফা নিয়ে বিধানসভার স্পিকার বলেন, 'ব্যক্তিগতভাবে তাপসের পদত্যাগে আমার খারাপ লাগছে। দীর্ঘ দিন ধরে আমি এবং তাপস একসঙ্গে কাজ করেছি। আজ এসে পদত্যাগ করেছেন। তাঁর পদত্যাগপত্র যাচাই করতে নির্দেশ দিয়েছি। মঙ্গলবার ১২টায় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করব। তাপসকেও আসতে বলেছি। তবে উনি পদত্যাগ না করলেই পারতেন।'

তাপস বলেন, 'রাজনীতি রাজনীতির পথেই হবে। আমি এখন মুক্ত।' তাপস তৃণমূলে 'বিদ্রোহ' ঘোষণা করতেই জল্পনা শুরু হয়েছে, তিনি হয়তো বিজেপিতে যোগ দেবেন। তাপস নিজে সে সব প্রসঙ্গে মুখ খোলেননি। বলেছেন, 'কোন দলে যোগ দেব, তা জানি না। অন্য দলে যোগদানের বিষয়ে এখন কোনও কথা আমি বলব না।'

'বাধ্যবাধকতার' কারণে দল ছেড়েছেন তাপস, পাল্টা তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার আগে-পরে তাপস রায় যে মন্তব্য করেছেন, তা উড়িয়ে দিল তৃণমূল। শাসকদলের তরফে বলা হয়েছে, 'বাধ্যবাধকতা'র কারণেই তাপস দলের পদ এবং বিধায়ক পদ ছেড়েছেন। সেই 'বাধ্যবাধকতা' হল ইডি। দলের একটি অংশ থেকে এটাই বলা হচ্ছে যে, তাপসের বাড়িতে হানা দিয়ে ইডি নির্ঘাত কিছু তথ্যপ্রমাণ পেয়েছিল। সেই কারণেই তাঁকে বিজেপিতে যেতে হচ্ছে। যে বক্তব্যের সঙ্গে তৃণমূলের অন্দরে তাপসের 'ঘোষিত শত্রু' সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামীরাও ভিন্নমত নন। তৃণমূল বলেছে, হয় তিনি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী, নয়তো বাংলার মানুষকে বোকা ভাবছেন। এক নেতার কথায়, 'আগামী দিনে দিদির ছবি নিয়ে বিজেপির জমিদারির বিরুদ্ধে লড়াই হবে। যে দিদি কোভিড, আম্ফানের মতো কঠিন সময়ে মানুষের পাশে থেকেছেন।' শাসকদল আরও বলেছে, উনি যে দাবি করেছেন, ইডি হানার পর পাশে দল দাঁড়ায়নি, তাঁর সঙ্গে কোনও কথাও বলেননি, সে দাবি অসত্য। তৃণমূলের বক্তব্য, ইডি তাপসের ফোন বাজেয়াপ্ত করে। দু'দিন পর তাঁর নম্বর সক্রিয় হয়। সেই সময়েই দলীয় নেতৃত্ব তাঁর সঙ্গে একাধিক বার কথা বলেছিলেন। শাসকদলের আরও বক্তব্য, তাপস দলের মুখপাত্র ছিলেন। কিন্তু সোমবার তিনি যা যা দাবি করেছেন, তা 'হাস্যকর'।

সন্দেশখালির পরিস্থিতি নিয়ে কমিশনের কড়া প্রশ্নের মুখে পুলিশ ও প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালির পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যের পুলিশ ও প্রশাসন নির্বাচন কমিশনের কড়া প্রশ্নের মুখে পুড়েছে। লোকসভা ভোটের আগে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ কলকাতায় এসেছে। সোমবার সকাল থেকে ওই বেঞ্চ সব জেলার পুলিশ সুপার, জেলা শাসক এবং কমিশনারেটগুলির কমিশনারদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন।

সূত্রের খবর, বৈঠকের দ্বিতীয়ার্ধে সন্দেশখালির পরিস্থিতি জানতে চান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। কেন এই পরিস্থিতি হল তা নিয়ে বসিরহাট পুলিশ জেলার সুপার মেহেদি হাসানকে প্রশ্ন করেন। পুলিশ সুপার বলেন, তিনি ওই জেলায় নতুন দায়িত্বে এসেছেন। এখন সন্দেশখালির পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে আগে কী হয়েছে তার পুরোটা তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব নয়। জানা গিয়েছে, এর পর অন্য প্রসঙ্গে চলে যান কমিশনের কর্তারা। কিন্তু হঠাৎ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেন, বসিরহাট পুলিশ জেলার দায়িত্বে যিনি ছিলেন, সেই পুলিশ সুপার কি এই বৈঠকে রয়েছেন? রাজীব কুমার এই প্রশ্ন করার কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়ান পুলিশ কর্তা জবি টমাস। তিনি বলেন, আমি বসিরহাটের দায়িত্বে ছিলাম।

এতেই রেগে যান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। তিনি বলেন, আপনি তাহলে এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন কেন? আপনার তো নিজে থেকেই বলা উচিত ছিল? কমিশনারের কর্তারা তাঁকে প্রশ্ন করেন, শেখ শাহজাহানের ব্যাপারে যা যা জানেন বলুন। জবাবে জবি টমাস জানান, শাহজাহান শাসক দলের নেতা ছিলেন। কিন্তু শাহজাহানের বিরুদ্ধে ভূরি ভূরি অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়নি, সেই প্রশ্ন তোলে কমিশন। সেই সঙ্গে সব পুলিশ কর্তা ও জেলা শাসকদের উদ্দেশে জানিয়ে দেয়, জেলায় জেলায় সন্দেশখালির শেখ শাহজাহানের মতো কেউ থাকলে, অর্থাৎ কারও বিরুদ্ধে খুন, শ্লীলতাহানি, জমি দখল ইত্যাদি গুরুতর অপরাধের অভিযোগ বা মামলা থাকলে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। এদিনের বৈঠকে গোড়া থেকে কমিশনের কর্তারা বলেন, এমন নয় তাঁরা কিছু জানেন না। রাজ্যের কোথায় কী পরিস্থিতি তা নিয়ে বিশদে খোঁজ খবর নিয়ে তবেই এসেছেন তাঁরা। তাই কোথাও কোনও সমস্যা থাকলে যেন কেউ গোপন না করেন। কিন্তু দেখা যায়, বৈঠকে দফায় দফায় পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তাদের কমিশনের কাছে তথ্য চেপে যাওয়ার অভিযোগে ধমক খেতে হয়।

নির্বাচন কমিশনের ভর্ৎসনার মুখে নগরপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিয়রে লোকসভা নির্বাচন। তার আগে রাজ্যে এসেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। সোমবার রাজ্যের পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের সময় কমিশনের ধমক খেতে দেখা গেল কলকাতা পুলিশের কমিশনার বিনীত গোয়েলকে। কমিশন বলল, 'আপনারা এটা মনে করবেন না যে আমরা না জেনে বসে আছি। সেই ভেবে কথা বলবেন ও উত্তর দেবেন।' নির্বাচন কমিশনের কলকাতা পুলিশের ওপর বিরক্তি প্রকাশ করে ভর্ৎসনার পিছনে কারণও রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে সূত্রে। সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে, এদিনের বৈঠকে জাতীয় নির্বাচন কমিশন কলকাতার নগরপালের কাছে প্রশ্ন করেছিল, সিভিক ভলান্টিয়ার ও গ্রিন পুলিশ কী তা নিয়েই। সেই প্রশ্ন শুনে কলকাতার সিপি বিনীত গোয়েল বলেন, 'একই টাইপের'। আর এ কথা শুনেই বেজায় বিরক্ত হয় কমিশন। সিপির উদ্দেশে কমিশন বলে, 'জেনে কথা বলুন। পার্থক্য বুঝুন। তারপরে বলুন।' এরপরই এদিন কমিশনের ফুল বেঞ্চের বৈঠকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কোনও ভাবেই সিভিক ভলান্টিয়ারদের ব্যবহার করা যাবে না। অতীতে বাংলায় ভোট ঘিরে যে অশান্তির অভিযোগ উঠে এসেছে, সে প্রসঙ্গও এদিন স্মরণ করিয়ে দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

সুদীপের বাড়িতে ফিশ ফ্রাই ও চা সহযোগে আড্ডা কুণালের

শো-কজের চিঠি পড়েননি, শুনেছেন গান

নিজস্ব প্রতিবেদন: কুণাল আর ব্রাত্য বসু সোমবার সকালে তখন তাপস রায়ের বাড়িতে তাঁর ক্ষোভ প্রশমন করতে গিয়েছিলেন। সেই সময়েই কুণাল ঘোষের হোয়াট্সঅ্যাপে শো-কজের চিঠি পাঠিয়েছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। কিন্তু নানাবিধ ব্যস্ততায় বিকাল ৪টে পর্যন্ত সেই চিঠি পড়ে উঠতে পারেননি, জানালেন কুণাল। পাশাপাশি এ-ও জানিয়েছেন, সোমবার উত্তর কলকাতার তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ফোন করেছিলেন। চায়ের নিমন্ত্রণ করেছেন। তিনি চা খেতে সুদীপের বাড়িতে যাবেন। কুণাল সোমবার সুদীপের বাড়িতে বসে ফিশফ্রাই চা সহযোগে জমালেন আড্ডা! ছিল নাড়ুও। সুদীপের বক্তব্য, 'দলের দু'জন সহকর্মী একসঙ্গে চা খাবে তাতে অন্যায় কোথায়?' আর দু'দিন ধরে এই যে এত কিছু চলল? বললেন, 'আমার কোনও মান অভিমান নেই।' তাপস রায় বিদ্রোহ করে দল ছাড়ার সন্ধ্যাতেই সুর নরম কুণালের। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কুণালকে বলতে শোনা গেল, 'আমার মুখে এখনও চা লেগে রয়েছে। কী বলেছি, কোন পরিপ্রেক্ষিতে বলেছি এখন তা নিয়ে বলার কী আছে? মুখোমুখি কথা হল আমাদের।'কুণাল জানান, দলটা এক, পরিবারটাও একই। সাংগঠনিক জট নিয়েও এদিন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা হয়েছে বলে জানান কুণাল। একইসঙ্গে কুণালের দাবি, 'আমি তো মনে করিয়ে দিলাম এই আসনে নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী হওয়ার কথা ছিল।' প্রসঙ্গত, উত্তর কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রে দুদিন আগেই কুণাল বলেছিলেন, শশী পাঁজার মত নেত্রীর প্রার্থী হওয়া উচিত।এদিকে, এদিন সুদীপের বাড়িতে যাওয়ার আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শো-কজ চিঠির বিষয়ে কুণাল জানিয়েছেন, তিনি গান শুনছিলেন। সেই গান গেয়েও শোনান কুণাল। মহম্মদ রফির গাওয়া 'সঙ্গম' ছবির গানের কথা উল্লেখ করেন তৃণমূল নেতা;'ইয়ে মেরা প্রেমপত্র পড় কর, কে তুম নারাজ না হো না!' কুণালকে প্রশ্ন করা হয়, তা হলে কি তিনি রাজ্য সভাপতির পাঠানো চিঠিকে প্রেমপত্র বলে উপহাস করছেন? জবাবে কুণাল বলেন, 'আমি উপহাস করছি না। আমার চিঠিটা পড়া হয়নি। আমি গান শুনছিলাম।' বলে আবার গাইতে শুরু করেন কুণাল। তিনি এ-ও জানিয়ে দেন, সকাল থেকে অনেক মেসেজই এসেছে তাঁর হোয়াট্সঅ্যাপে। কিন্তু তাঁর পড়া হয়নি। এর মধ্যে পুরনো বান্ধবীর মেসেজও রয়েছে। তিনি বলেন, 'বান্ধবী অনেক দিন পর টিভিতে দেখেছেন। হোয়াটসঅ্যাপ করেছেন।'

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের ইস্তফার সিদ্ধান্তে হতাশ চাকরিপ্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। রাতারাতি হয়ে ওঠেন 'ভগবান'। এহেন বিচারপতির আচমকা ইস্তফার সিদ্ধান্তে হতাশ চাকরিপ্রার্থীরা। তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় হাজার হাজার বেকার যুবক-যুবতী।

রবিবাসরীয় দুপুরে আচমকাই বোমা ফাটান বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। লোকসভা নির্বাচনের আগে বড়সড় চমক দিয়ে অবসরের সিদ্ধান্ত জানান। সোমবারই এজলাসে শেষদিন তাঁর। মঙ্গলবার পদত্যাগপত্র জমা দেবেন রাষ্ট্রপতির কাছে। গান্ধিমূর্তির পাদদেশে বসে একথা শুনে ভেঙে পড়েছেন চাকরিপ্রার্থীরা। এক চাকরিপ্রার্থীর আক্ষেপের সুরে জানান, সুপার নিউমেরিক পোস্টে নিয়োগের পরিকল্পনা কার মস্তিষ্কপ্রসূত, তা খোঁজার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। তার সুরাহা হওয়ার আগেই বিচারপতির ইস্তফার সিদ্ধান্ত মানতে পারছেন না বলেই জানান ওই চাকরিপ্রার্থী। আবার কেউ কেউ বলছেন, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় না থাকলে চাকরিই পেতেন না। কিন্তু যাঁরা এখনও চাকরি পাননি, যাঁদের আন্দোলন এখনও চলছে, তাঁদের ভবিষ্যত কী তা নিয়ে ধন্দে আন্দোলনকারীদের একাংশ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৪/০৭/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৭৫৪ নং এফিডেভিট বলে বলে আমি Arup Sadhukhan ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sailen Sadhukhan S/o. Satish Chandra Sadhukhan ও Shailen Sadhukhan @ Sailen Basu S/o. Satish Chandra Basu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২২/০২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১২৮০ নং এফিডেভিট বলে বলে আমি Samir Kumar Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sankar Prasad Das, Shankarprasad Das, Sankar Proshad Das & S Prd Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৫/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২২৬ নং এফিডেভিট বলে Suprio Chakravorty S/o. Binoy Bhushan Chakravorty ও Suprio Chakraborty S/o. B. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২২৭ নং এফিডেভিট বলে Narayan Biswas S/o. Manoranjan Biswas ও Narayan Ch. Biswas S/o. M. R. Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩১৭১ নং এফিডেভিট বলে আমি Sukumar Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Gopal Chandra Ghosh ও G. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১১/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৯৪৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Subrati Ali ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk. Barkat Ali ও Sk. A. B. Ali, Sekh Abdul Barkat সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৭/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৮৬৪ নং এফিডেভিট বলে Swapan Kumar Hazra S/o. Akkur Chandra Hazra ও Swapan Hazra S/o. Lt. A. C. Hazra, Ankurachandr Hazra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৯৭৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Prasanta Sett ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Prafulla Kumar Sett ও P. Sett সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

গত ২৩/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৭৬১ নং এফিডেভিট বলে Anibrata Das S/o. Late Susim Kr. Das ও Anirban Das S/o. S. Das, Susum Kumar Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৬২১ নং এফিডেভিট বলে আমি Shyamal Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Panchkari Ghosh ও P. G. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি সঞ্জয় মন্ডল ৯-২-২৪ নোটারি পাবলিক কৃষ্ণনগর কোর্টের এফিডেভিটে আমার পিতা নান্টু চন্দ্র মন্ডল ও মন্টু চন্দ্র মন্ডল উভয়ে একম ব্যক্তি হইল। পুত্র সঞ্জয় মন্ডল।

নাম-পদবী

গত ০৬/০২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৭৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Prosenjit Sarkar S/o. Late Debdas Sarkar সাং দশঘড়া, ধনিয়াখালি, হুগলী নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Prosenjit Sarkar Islam নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩১৬৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Amal Kanti Seal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Narayan Das Seal ও Lt. N. D. Seal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি Chandan Sekh 9-2-24 নোটারি পাবলিক কৃষ্ণনগর কোর্টের এফিডেভিটে Chadan Sk ও Chadan Sekh এবং আমার পিতা Tamez Sk ও Tamex উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

ফ্ল্যাট বিক্রয়

শতবর্ষ হাউজিং কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে ১টি ফ্ল্যাট নং F-3/3 খালি আছে। উপযুক্ত আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। লিজা ব্যানার্জ্জী, (মালিক) ওনার- শতবর্ষ হাউজিং কো-অপ সোসাইটি লিমিটেড প্লট নং C-7, সেক্টর-2A বিধাননগর, দুর্গাপুর- ১২ মোবাইল নং- ৮৯০২৬৭৬৬০৪ (মালিক)

হারানো দলিল

এতদ্বারা সকল জনসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল বজরং লাল আগরওয়ালা তাঁহার অ্যারিজিনাল পিট দলিল যাহার নং ০৮১৩৯ অফ্ ২০১৬, ০৮১৩৭ অফ্ ২০১৬, ০৮১৪০ অফ্ ২০১৬, যাহা চন্ডীতলা, হুগলীতে অবস্থিত সম্পত্তির সহিত সম্পর্কিত তাহা হারিয়ে ফেলেছেন। যাহার কারনে আমার মক্কেল চন্ডীতলা থানাতে একটি জেনারেল ডায়েরি করিয়াছেন যাহার জি.ডি নং ৯০ তারিখে ০২-০৩-২০২৪। আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি খানি বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহন করিতে চলেছেন।

এমতাবস্তায় উক্ত দলিল গুলি সম্পর্কে যদি কোন ব্যক্তি বা কোন ব্যক্তিবর্গের কোনরূপ দাবি দাওয়া থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্ন লিখিত ব্যক্তির সহিত যোগাযোগ করিবার অনুরোধ জানানো হইতেছে। অন্যথায় উক্ত সময় পর কাহারো কোন প্রকার দাবি গ্রাহ্য করা হইবে না।

ইতি
(রজত নাথ পাইন এন্ড কোং)
১০, কিরন শঙ্কর রায় রোড
কলকাতা-৭০০০০১

বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) স্বরুপ মল্লিক, পিতা- প্রয়াত নদের চাঁদ মল্লিক, ২) বিনোদ কুমার সাউ, পিতা- প্রয়াত রাম চন্দ্র সাউ, ৩) শ্রী সুভেন্দু ভট্টাচার্য্য, পিতা- শ্রী শচীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য ৪) মন্টু গাঁতি, পিতা- প্রয়াত তপন গাঁতি, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, যে আমরা চন্দননগর আদালতে শিক্ষানবিশী হিসাবে ৫ বৎসরের অধিককাল যাবৎ ল' ক্লার্কস এর কাজ করিয়া আসিতেছি। আমরা ল' ক্লার্ক লাইসেন্স ও এনরোলমেন্ট চাহিয়া মাননীয় চেয়ারম্যান, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ল' ক্লার্কস্ ষ্টেট কাউন্সিল, শিয়ালদহ আদালত ভবন, ৭ম তল কোলকাতা-১৪ এর নিকট আবেদন করিয়াছি। ঐ ব্যাপারে যদি কাহারো কোনও আপত্তি থাকে তাহলে আগামী ১৫ দিনের দিনের মধ্যে ঐ ঠিকানায় আপত্তি জানাইবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী গৌতম মন্ডল, পিতা- রঞ্জিত মন্ডল, সাং- কুলগাছিয়া, মহিপালপুর, থানা- বলাগড়, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২১৪৬ (পঃ বঃ), এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, আমি চুঁচুড়া আদালতে শিক্ষানবিশী হিসাবে ৫ বৎসরের অধিককাল যাবৎ ল' ক্লার্কস এর কাজ করিয়া আসিতেছি। আমি ল' ক্লার্ক লাইসেন্স ও এনরোলমেন্ট চাহিয়া মাননীয় চেয়ারম্যান, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ল' ক্লার্কস্ ষ্টেট কাউন্সিল, শিয়ালদহ আদালত ভবন, ৭ম তল কোলকাতা-১৪ এর নিকট আবেদন করিয়াছি। ঐ ব্যাপারে যদি কাহারো কোনও আপত্তি থাকে তাহলে আগামী ১৫ দিনের দিনের মধ্যে ঐ ঠিকানায় আপত্তি জানাইবেন।

PUBLIC NOTICE

My Client intends to purchase all that the Flat No. J on the 23rd floor, Tower – 4 (Cedar) measuring built area of 1417 Sq.ft. more or less and a servant quarter measuring 48 sq.ft. built up area more or less together with one covered car parking space No. 23J (Cedar) in the Basement level in the complex called 'SOUTH CITY' situate at Premises No. 375, Prince Anwar Shah Road, P.S.: Jadavpur, Kolkata – 700068 (collectively referred to as the 'said unit') from its present owners Abhijit Patra and Suchismita Hazara, free from all encumbrances, attachments, liens, mortgages etc. Any person(s) having any claim, demand, lien, mortgage or any other right whatsoever on the aforesaid Property can contact me with valid documents within 10 days failing which no claim & demand shall be entertained in future in respect of the said unit.

H.P.Mittal, Advocate,
268A, B B Ganguly Street,
Kolkata - 700 012

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of the District Delegate, Midnapur
Prob. Case No. 31 of 2023
সুরজিৎ ঘোষ ....আবেদনকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে স্বপন ঘোষ গত ইং ২৫.০১.২০২৩ তারিখে খড়্গপুর লোকাল থানা অন্তর্গত দীনেশনগরে মারা যাওয়ায় গত ইং ৩০.০৬.২০২১ তারিখে সম্পাদিত এবং ২৮.০৭.২০২১ তারিখে খড়্গপুর রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ।।। - ১৮/২১ উইলের প্রবেট পাইবার জন্য অবেদনকারী অত্র প্রবেটে মোকদ্দমা করিয়াছেন।

উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো আপত্তি থাকে, তবে তিনি অত্র নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন আমলে আসিবে।

তফসিল
'KA' SCHEDULE
Devised and bequeathed to Biswajit Ghosh

Dist. - Paschim Medinipur, P.S. Kharagpur (L), ADSR Office Kharagpur, Ward No. 33 of Kharagpur Municiplaity, Mouza - Teutichati, J.L.No.-144, R.S. Khatian No. 3, Rayata Sthitiban Swatwa, LOP No. 11, R.S. Plot No. 10 (P), area 2.52 dec. Bastu with a one-storied pucca building of 1100 sq. ft. (50*22) from Northern side consisting of 2 rooms, dining hall, kitchen, stair room, attached bathroom and latrine bounded by:
On the North: Municipality Road,
On the South: Naran Mistry,
On the East: Passage,
On the West: Ramprasad Pal

'KHA' SCHEDULE
Devised and bequeathed to Surajit Ghosh

Dist. - Paschim Medinipur, P.S. - Kharagpur (L), ADSR Office Kharagpur, Ward No. 33 of Kharagpur Municiplaity, Mouza Teutichati, J.L.No. - 144, R.S. Khatian No. 3, Rayata Sthitiban Swatwa, LOP No. 11, R.S. Plot No. 10 (P), area - 4.08 dec. Bastu with a two-storied pucca building.
Bounded by:
On the North: Municipality Road
On the East: Govt. Road
On the South: Naran Mistry
On the West: Passage

অনুমত্যানুসারে
তাপস রঞ্জন চক্রবর্ত্তী
২৩.০২.২০২৪ সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, মেদিনীপুর

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৫ই মার্চ। ২১শে ফাল্গুন। মঙ্গলবার। দশমী তিথি। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টোত্তরী শনি র মহাদশা কাল। বিংশোত্তরী কেতুর মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শ্বশুরবাড়ির কোন সদস্য দ্বারা মনে কষ্ট বৃদ্ধি প্রতিবেশী এতদিন আপনার পাশে ছিলেন তার দ্বারা বিভাজিত বৃদ্ধি প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন কথা না রাখার জন্য কোন বিতর্ক তৈরি হতে পারে আর্থিক ক্ষেত্রে অশুভ ব্যবসায়ীরা অর্থপ্রাপ্তি করতে পারবেন না।

বৃষ রাশি : অতীব শুভ দিন ছোট ভ্রমণ এবং ব্যবসার দাঁড়া অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব পরিবার-পরিজনদের সাথে যে পরিকল্পনা করেছিলেন আজ তা বাস্তবে রূপ দেবে বাড়িতে কোন নতুন জিনিস কেনা হওয়ার পর আনন্দ প্রাপ্তি ব্যবসায়ীদের জন্য সুখবর আজকের দিন।

মিথুন রাশি : এক বন্ধুর দ্বারা উপকার পাবেন। যে প্রতিবেশী আপনার বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আজ তার সহযোগিতায় কোন নতুন কর্ম হবে। পরিবারে বৃদ্ধ মানুষের সঞ্চিত অর্থের ভাগ কিছুটা আপনাকে লগ্নি করা হতে পারে। অতীব শুভ যারা সেলস পারসন তাদের জন্য। অতীব সমূহ যারা বিদ্যাচর্চা আছেন বিশেষত আইনে বিদ্যায় যারা আছেন।

কর্কট রাশি : আজ যে পুরনো কথা ভেবে আপনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ঢুকেছিলেন আজ তার সম্মান প্রাপ্তি দিন পরিবারে আনন্দের বাতাবরণে কোন তীর্থ ভ্রমণ দেবী পূজার স্থান অথবা পরিবারের ছোট ভ্রমণে অতীব আনন্দ বৃদ্ধি নতুন জিনিস কেনাকাটা করার আনন্দ প্রাপ্তি হবে এক সন্তানের কৃতিত্বে মন ভরে উঠবে কোন বিদেশী বান্ধব বা বন্ধুর দ্বারা নতুন সুযোগ প্রাপ্তি।

সিংহ রাশি : আজ একটু সতর্ক থাকতে হবে সর্তকতা অবলম্বন প্রয়োজন বাড়ির আপনজনেদের জন্য নতুন কোন কর্মের জন্য একটু অপেক্ষা করুন আগামী দিন ভালো হবে যে ক্লাব সংগঠন কে নিয়ে এত চিন্তা করছেন তাদের দ্বারা আজ সম্মান প্রাপ্তি নেই।

কন্যা রাশি : ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা শুভ পরিবারে শান্তির বাতাবরণ তবে তৃতীয় ব্যক্তির কথা শুনে পরিবারে অধৈর্য হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত না নিলে আরও শুভ যারা শিল্পকলা চর্চা করেন তাদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ বান্ধব দ্বারা আনন্দ প্রাপ্তি শ্বশুরবাড়ির এক সদস্য দাঁড়া শুভ যোগাযোগ হবে আর্থিক ক্ষেত্রে।

তুলা রাশি : আজকের দিন টা অতীব ভালো। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে ছোট ভ্রমণ তীর্থস্থান যাওয়া, দেবদেবীর প্রসাদ গ্রহণ, এর মধ্য দিয়ে দিনটা কাটবে। ব্যবসায়ীদের জন্য সুখবর। বিশেষত যারা তরল পদার্থ কেমিক্যাল অথবা খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের জন্য অতীব শুভ ।

বৃশ্চিক রাশি : আজকের দিনটা শুভ এর মধ্য দিয়ে কাটবে। নতুন যে বন্ধুকে সাথে নিয়ে চলছেন ,তাকে বিশ্বাস করে ফেলুন ভালো হবে। এক রাজনৈতিক নেতার উপদেশ আপনাকে কিছুটা এগিয়ে দেবে। পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি তবে জল বা তরল পদার্থের ব্যবসা যারা করেন তারা একটু সতর্ক হয়ে কাগজপত্রে সই করুন। ব্যাংক পোস্ট অফিস এর থেকে লাভ প্রাপ্তি।

ধনু রাশি : এগিয়ে চলুন মাভৈঃ মাভৈঃ এগিয়ে চলুন খুব ভালো। তবে তৃতীয় ব্যক্তির কারনে পরিবারে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত আজ হয়ে যেতে পারে। সেখান থেকে একটু সতর্ক থাকলে আজকের দিনটা শুভ। যারা কুকুর বিড়ালকে খাওয়ার দেন পাখি রাখেন ,তাদের জন্য আজকের দিনটা অত্যন্ত শুভ।

মকর রাশি : আজ আনন্দ প্রাপ্তি। হবে বান্ধবীরা সজন দ্বারা শ্বশুর বাড়ির কোন আত্মীয় দাঁড়া সুব্রত বৃদ্ধি তবে সতর্ক থাকবেন যারা লোহা দিয়ে ব্যবসা করেন তবে আজকের দিন টা অতীব হওয়ার কারণে নতুন কোনো ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পাদন হতে পারে।

কুম্ভ রাশি : এগিয়ে চলুন আজ কর্ম প্রার্থীরা কোন নতুন কর্মের ইঙ্গিত পেতে পারেন বাড়ির রান্না করা খাবার খান শরীর বুঝে ভ্রমণ করুন আজ কোন প্রবীণ নাগরিক এর জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ বাড়িতে অতিথি সজন আসলে তাদের সাথে মধুর ব্যবহারে আপনার সুনাম বৃদ্ধি নিশ্চিত।

মীন রাশি : আজকের দিনে পুরাতন বান্ধব দাঁড়া উপকার সাধিত হবে একসময় যার বিপদে আপনি দাঁড়িয়ে ছিলেন আজ সেই মানুষটি আপনার অসুবিধার সময় কিছু না কিছু উপকার করবেন ব্যবসায়ীরা আজ অর্থ পাবেন বিদ্যা যোগ শুভ প্রেমিক যুগল সম্পর্ক হবে।

(আজ আর্য সমাজের র প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী আবির্ভাব তিথি)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

চলতি মাস থেকেই বাড়ছে সিভিক ভলান্টিয়ারদের বেতন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বাজেটের ঘোষণা মত সিভিক ভলান্টিয়ারদের বেতন এ মাস থেকেই এক হাজার টাকা করে বাড়ছে। রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়ারদের পাশাপাশি ভিলেজ পুলিশ বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকরাও এই বেতন বৃদ্ধির সুযোগ পাবেন। চলতি মাস থেকেই বর্ধিত বেতন কার্যকর হবে বলে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে। এজন্য রাজ্য বাজেটে ১৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বাজেটে বেতন বৃদ্ধির পাশাপাশি রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছিল, পুলিশের ২০ শতাংশ চাকরি সংরক্ষিত থাকবে সিভিক ভলান্টিয়ারদের জন্য। যা এত দিন ১০ শতাংশ ছিল। এছাড়া বছরের শুরুতেই নবান্নের তরফে সিভিক ভলান্টিয়ারদের বোনাস বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। তার পরিমাণ ২০০০ থেকে বেড়ে হলো ৫৩০০। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবে ২২-২৩ সালের আর্থিক বছর থেকে। কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়ার্স এই সুবিধা পাবে। জেলার সিভিক ভলান্টিয়াররা যে ৩৩০০ টাকা বাড়তি পাবেন সেই টাকা দেওয়া হবে অ্যাডহক বোনাসের পরিপ্রেক্ষিতে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশের অধীনস্থ সিভিক ভলান্টিয়াররা এতদিন এই অ্যাডহক বোনাস হিসাবে বছরে ২০০০ টাকা পেতেন। অন্যদিকে কলকাতা পুলিশের অধীনস্থ সিভিক ভলান্টিয়াররা একই ক্ষেত্রে বার্ষিক ৫৩০০ টাকা বোনাস পেতেন। অ্যাডহক বোনাসের ক্ষেত্রে এতদিন কলকাতা পুলিশ অধীনস্থ সিভিক ভলান্টিয়ার এবং রাজ্য পুলিশ অধিনস্থ সিভিক ভলান্টিয়ারদের মধ্যে যে পার্থক্য ছিল তা এবার দূর করে দেওয়া হল। এবার রাজ্য পুলিশ অধীনস্থ সিভিক ভলান্টিয়াররাও অ্যাডহক বোনাস হিসাবে বাৎসরিক ৫৩০০ টাকা পাবেন। এমন পার্থক্য দূর হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের দুই লক্ষাধিক সিভিক ভলান্টিয়ার উপকৃত হবেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

শান্তনুর বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ আনলেন মমতাবালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভা ভোটের আগেই বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর। তাঁর অভিযোগ, দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত শান্তনু ঠাকুর। মতুয়া সমাজের নাম নিয়ে টাকা তুলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। একইসঙ্গে মমতার অভিযোগ, ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৯৪ হাজার ৫০০ টাকা তুলেছেন শান্তনু ঠাকুর। সোমবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠকে এমনই অভিযোগ তুলে ধরতে দেখা গেল মমতাবালা ঠাকুরকে।সোমবারের এই সাংবাদিক বৈঠক থেকে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, 'দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত শান্তনু ঠাকুর। তার স্ত্রী ঠাকুর বাড়ির কাছে মাতৃ সেনা নামে প্রচুর টাকা দিয়ে জমি কিনেছে। ঠাকুর বাড়িতে বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে। তাদের আত্মীয় স্বজনের নামে জমি সম্পত্তি কেনা হয়েছে। কল্যাণী এইমস- এ বিভিন্ন লোককে চাকরি দেওয়ার নামে কোটি কোটি টাকা তোলা হয়েছে। আমি প্রধানমন্ত্রীকে আবেদন জানাব, এ বিষয়ে তদন্ত করা হোক।'

এর পাশাপাশি মমতাবালার সংযোজন, 'রাজ্য পুলিশ ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে। তাদের প্রতি আমার ভরসা আছে। রাজ্যে সর্বত্র ইডি-সিবিআই তদন্ত করছে, কিন্তু তারই মন্ত্রীর ক্ষেত্রে এরকম দুর্নীতি কেন, সে ক্ষেত্রে কেন ইডি সিবিআই তদন্ত হবে না।'

এরই রেশ ধরে মমতাবালা এদিন এও জানান, 'এর প্রতিবাদ আমরা বহুবার আগেও করেছি। ২০১৪-র পর থেকে আমার স্বামীর ওপর বারবার অত্যাচার করা হয়েছে। এর প্রতিবাদ আমি করে যাচ্ছি। অল ইন্ডিয়া মতুয়া সমাজের সংগঠনেও দুর্নীতি হয়েছে এবং এই দুর্নীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত শান্তনু ঠাকুর।'

পেট্রোল বোঝাই ট্যাঙ্কারে আগুন, অল্পের জন্য দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: সোমবার হাওড়ার আন্দুলে পেট্রোল বোঝায় চলন্ত ট্যাংকারে আগুন লাগল। তৎপরতার সঙ্গে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ট্যাঙ্কারটি বড়সড় দুর্ঘটনা হাত থেকে রক্ষা পায়। সোমবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ আন্দুল এলাকার মৌরিগ্রামের ইন্ডিয়ান অয়েল তেলের ডিপো থেকে পেট্রোল ভর্তি করে গাড়িটি ডানকুনি দিকে রওনা দিচ্ছিল। আন্দুল রোডের উপর পাকুরতলার কাছে হঠাৎ গাড়ির সাইলেন্সার পাইপের কাছে কালো ধোঁয়া লক্ষ করা যায়। এলাকার মানুষজন চিৎকার করে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেয়। তারপরই আগুন ধরে যায়। খুব দ্রুততার সঙ্গে গাড়ির চালক ও হেল্পার অগ্নি নির্বাপক গ্যাস প্রয়োগ করে আগুন নেভাতে শুরু করেন। স্থানীয় মানুষ এবং দোকানদার সকলেই আগুন নেভাবার কাজে হাত লাগান। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আগুননিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ঘনবসতি ও বাজার এলাকার মধ্যে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতেই পারতো বলেই আশঙ্কা প্রকাশ করেন। যদিও ঠিক কী কারণে আগুন এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে সাইলেন্সার পাইপ থেকে আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটে।

একশো দিনের কাজের বিকল্পে ৫০ দিনের কাজের প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিবেদন: একশো দিনের কাজের বিকল্প হিসাবে ওই প্রকল্পের শ্রমিকদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য ৫০ দিনের কাজের প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য সরকারের চালু করা ওই কর্মশ্রী প্রকল্পে আগামী আর্থিক বছরে অন্তত ৭৫ লক্ষ জবকার্ডধারিকে ৫০ দিনের কাজ দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এ জন্য রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তর ইতিমধ্যে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছে। আনুমানিক ব্যয় ধার্য করা হয়েছে সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা। চলতি আর্থিক বছরে কর্মশ্রী প্রকল্পের আওতায় ১০ লক্ষ জবকার্ডধারি কাজ দেওয়া হচ্ছে বলে অর্থ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। কর্মশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁরা যাতে বছরে ৫০ দিন কাজ পান, তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা। লোকসভা নির্বাচনের আগে একশো দিনের শ্রমিকদের যথাসম্ভব কাজে ব্যবহার করতে রাজ্যের সমস্ত দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার পূর্ব মেদিনীপুরের জনসভা থেকে কর্মশ্রী প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত ঘোষণা করেন। এই প্রকল্পের বঞ্চিত শ্রমিকদের আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানিয়েছেন, 'যাঁরা গরিব মানুষ, তাঁরা ১০০ দিনের কাজের জন্য যে টাকা পেতেন, সেই টাকাই পাবেন (অর্থাৎ ১০০ দিনের সমান কাজের মজুরি মিলবে ৫০ দিন কাজ করেই)। কিন্তু প্রকল্পের নাম হবে শুধু কর্মশ্রী। ওই প্রকল্পের জন্য ৫০ দিনের জন্য কাজ করতে হবে। যাঁরা জবকার্ড হোল্ডার, তাঁরাই কাজটা পাবেন। এই কাজটা আমরাই আপনাদের করে দেব। এপ্রিল-মে থেকে এই কাজটা শুরু হবে। ইতিমধ্যে আমরা সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

গত কয়েক বছর ১০০ দিনের কাজ বন্ধ থাকায় কর্মদিবস কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে। তবুও বিভিন্ন দপ্তরের দেওয়া কাজের মাধ্যমে কিছু শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে রাজ্যে। এবারে তাই পঞ্চাশ দিনের কাজের মাধ্যমে বেশি সংখ্যক শ্রমিকের হাতে টাকা তুলে দিতে বদ্ধপরিকর সরকার। বর্তমানে পঞ্চায়েত ছাড়া আরও পাঁচটি দপ্তরের বিভিন্ন কাজে এই শ্রমিকদের নিযুক্ত করাহবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। জবকার্ড হোল্ডারদেরই যাতে বেশি করে কাজ দেওয়া হয়, সেই বার্তা ঠিকাদার সংস্থাগুলিকে দেওয়া হয়েছে। এদিকে, আগামী বছর যে সংখ্যক জবকার্ড হোল্ডারকে কাজ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে পঞ্চায়েত দপ্তর, তার জন্য সরকারের প্রায় সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা খরচ হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

লকেটের নেতৃত্বে কমিশনারেটের অফিস ঘেরাও অভিযানে ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: বিজেপির যুব মোর্চার পক্ষ থেকে মায়েদের সম্মান রক্ষার্থে ও আইনশৃঙ্খলার বেহাল দশার দাবিতে, তার প্রতিবাদে সিপি অফিস চলো কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়। কর্মসূচি রুখতে সিপি অফিসে যাওয়ার রাস্তায় তিন স্তরে ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল, যাতে কোনও ভাবেই বিজেপির কর্মী সমর্থকরা সিপি অফিসের সামনে না পৌঁছতে পারে। মোতায়েন করা হয় ডিসি পদমর্যাদার পুলিশ অফিসার সহ বিশাল পুলিশবাহিনী।

ঘড়ির মোড়ে এসে পুলিশের সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের শুরু হয় ধস্তাধস্তি, রীতিমতো ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করেন বিজেপির কর্মীরা। অবশেষে সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় পুলিশকে রিকোয়েস্ট করেন ব্যারিকেড খুলে দেওয়ার জন্য। তিনি জানান, তাঁদের সাত জনের প্রতিনিধি সিপিকে ডেপুটেশন দেবেন, সেই কথামতো পুলিশ ব্যারিকেড খোলার প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়ের কথা অমান্য করে বিজেপি যুব মোর্চার কর্মীরা শুরু করেন আবারও ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা, অফিসে বিজেপির যুব মোর্চার কর্মীরা ব্যারিকেডের দড়ি কেটে পার হয়ে আসেন কমিশনার অফিসের দিকে, তারপর সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় তাঁর কয়েকজন প্রতিনিধিকে নিয়ে কমিশনারকে ডেপুটেশন দিতে ভিতরে যান।

বহু দাবিতে বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে বিজেপির বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: বর্ধিত বিদ্যুৎ বিল প্রত্যাহার, প্রতিমাসে রিডিং সংগ্রহ, ভুয়ো বিল পাঠানোর অভিযোগে বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে বিজেপির বিক্ষোভ।

সোমবার পাঁচ দফা দাবিতে অণ্ডাল বিদ্যুৎ কার্যালয়ে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। অণ্ডাল বাজারে বিদ্যুৎ কার্যালয়ের সামনে এদিন এগারোটা থেকে বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু হয়। বিক্ষোভ শেষে দলের পক্ষ থেকে দপ্তরের আধিকারিকের হাতে দেওয়া হয় স্মারকলিপি। এদিন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি দলের ৪ নম্বর মণ্ডল সভাপতি রাখাল চন্দ্র দাস, রানিগঞ্জ বিধানসভার দলীয় কনভেনার জয়ন্ত মিশ্র সহ অন্যরা। দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে বর্ধিত বিদ্যুৎ বিল প্রত্যাহার, প্রতিমাসে রিডিং সংগ্রহ, ভুয়ো বিল পাঠানো বন্ধ, বছরে অন্তত একবার মিটার পরীক্ষা ও গ্রাহকদের আবেদনের পর দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা।

জয়ন্তবাবু জানান, দাবিগুলি পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন করা হবে। অণ্ডাল বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিক শুবং ভট্টাচার্য জানান, এদিন কয়েক দফা দাবিতে বিজেপির তরফে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। এই স্মারকলিপি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে।

বৃষ্টির জল ও ধসে বিপদের আশঙ্কা জামগড়াবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: ফের রাস্তা ধীরে ধীরে আরও ধসছে বলে দাবি। বৃষ্টির জলে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে লাউদোহা- জামগড়া রাস্তা। ক্ষোভে ফুঁসছেন গ্রামের মানুষ।

বিকল্প রাস্তা তৈরি না করে এলাকা ধসানো হয়েছে অভিযোগ নিয়ে চলতি বছর ১৩ ফেব্রুয়ারি রাস্তার দাবিতে কোলিয়ারির কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের জামগড়া গ্রামের বাসিন্দারা। গ্রামের প্রায় শ' পাঁচেক মানুষ সেই দিন বিক্ষোভে সামিল হন। বিক্ষোভের জেরে উৎপাদন এবং পরিবহণ বন্ধ হয়ে যায় বলে দাবি।

গ্রামের বাসিন্দা প্রবীর ঘোষ, ভাগ্যধর পাল, প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়রা অভিযোগ করেন, ঝাঁজরা কোলিয়ারির ইসিএল কর্তৃপক্ষ সুপরিকল্পিত ভাবে গ্রামের প্রায় পাঁচ হাজার মানুষকে গৃহবন্দি করার চেষ্টা করছে। গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন, লাউদোহা মোড় থেকে জামগড়া হয়ে বাসিয়া পর্যন্ত ৪ কিলোমিটারের কিছু অধিক পথ তৈরি হচ্ছিল রাজ্য সরকারের আরআইডিএফের উদ্যোগে। যার আনুমানিক ব্যয় বরাদ্দ হয়েছিল ২ কোটি ৪৫ লক্ষ ৫৭ হাজার ৮৮৮ টাকা। কিছুদিন ধরে শুরু হয়েছিল রাস্তার কাজও বলে গ্রামবাসীরা জানান। কিন্তু হঠাৎ করে ঝাঁজরা কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ গিয়ে সেই কাজ বন্ধ করে দিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছিল। অবশেষে শাসকদলের নেতৃত্ব ও কোলিয়ারির আধিকারিকের কথায় সেই সময়ের মতো বিক্ষোভ তুলে নেন গ্রামবাসীরা।

কিন্তু রবিবার রাত থেকে খনি এলাকা লাউদোহার বিস্তীর্ণ এলাকায় শুরু হয়েছে বৃষ্টি। আর এই বৃষ্টিতেই আরও একবার চরম সমস্যার সম্মুখীন জামগড়া গ্রামের প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ। গ্রামবাসীদের দাবি, লাউদোহার এমআইসি থেকে জামগড়া যাওয়ার প্রধান রাস্তাটি আগের তুলনায় আরও ধসেছে। রাস্তা গর্ত, কাদা ও জলে ভরে যাওয়ায় চরম বিপদের ঝুঁকি নিয়েই এলাকার ছাত্রছাত্রীরা যাতায়াত করছে। যে কোনও সময় বড়সড় বিপদ ঘটলে তার দায় ইসিএলকেই নিতে হবে বলে দাবি জানান গ্রামবাসীদের একাংশ। গ্রামবাসীরা জানান, অতি সত্ত্বর লাউদোহা থেকে জামগড়া যাওয়ার একমাত্র প্রধান রাস্তাটি তৈরি না হলে কোলিয়ারি বন্ধ বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। যদিও এই বিষয়ে কোলিয়ারির আধিকারিকদের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৫ মার্চ ২০২৪ ২১ ফাল্গুন ১৪৩০ মঙ্গলবার

শেখ শাহাজাহান কার হেপাজতে থাকবে? চূড়ান্ত নির্দেশ দিল না কলকাতা হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সম্প্রতি গ্রেপ্তার হওয়া তৃণমূলের একসময়ের দাপুটে নেতা শাহজাহান কার হেপাজতে থাকবে? সোমবার হাইকোর্টে মামলার শুনানি শেষেও তা স্পষ্ট হল না। পুলিশ নাকি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা কার হেপাজতে থাকবে শাহজাহান তার চূড়ান্ত নির্দেশ মেলেনি। সন্দেশখালি মামলায় শেখ শাহজাহানকে আদৌ সিবিআই এর হাতে তুলে দেওয়া হবে কি না তার রায়দান স্থগিত থাকল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চে।

সোমবার শুনানির শুরুতেই কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ইডির ওপর হামলার ঘটনার তদন্তে সিট গঠনে স্থগিতাদেশের কথা আরও একবার জানান। তবে স্পষ্ট করে দেন শেখ শাহজাহানকে গ্রেপ্তারিতে কোনও সময়েই বাধা ছিল না। এদিন রাজ্যের আইনজীবীর উদ্দেশে বিচারপতি প্রশ্ন ছুড়ে দেন। বলেন, 'তদন্তে যদি স্থগিতাদেশ থাকে তাহলে কীভাবে শেখ শাহজাহানকে পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হল? কেন জেল হেপাজতে নেওয়া হল না?' এর পরই শাহজাহানকে নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আর্জি জানায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

সিবিআইয়ের আইনজীবী হাই কোর্টে বলেন, 'শাহজাহান-সহ বাকি যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁদের পুলিশি হেপাজতে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্তদের পুলিশ হেপাজতে রাখার নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। এই মামলা যদি সিবিআইকে হস্তান্তর করা না হয় তাহলে কীভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করবে সিবিআই?' ইডিও সিবিআই তদন্তের পক্ষেই সওয়াল করে। ইডি-র তরফ থেকে তখন বলা হয়, '৫৬ দিন পালিয়ে ছিলেন (শেখ শাহজাহান)। কেউ গ্রেপ্তার করেনি। তাহলে কীভাবে রাজ্য তদন্ত করবে। সিবিআই এর হাতে তুলে দেওয়া হোক।'

তাদের যুক্তি, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক রেশন দুর্নীতি মামলায় যুক্ত। শাহজাহানও যথেষ্ট প্রভাবশালী। তাই এই মামলা অবশ্যই সিবিআইকে হস্তান্তর করা প্রয়োজন। পুলিশের বিরুদ্ধে আদালতে একাধিক অভিযোগ করে ইডি। তদন্ত করতে যাওয়া ইডি আধিকারিকরা জখম হলেন। অথচ তাঁদের বিরুদ্ধেই কেন শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের হল, তা নিয়ে প্রশ্ন করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এছাড়া পুলিশের বিরুদ্ধে তদন্তে অসহযোগিতারও অভিযোগ তুলেছে ইডি। আইনজীবী বলেন, 'গোটা তদন্ত প্রক্রিয়াকে বিপথে চালিত করার চেষ্টা করছে রাজ্য পুলিশ। তাদের সঙ্গে যৌথ তদন্ত আমরা চাই না। তথ্য বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। অভিযুক্তের সঙ্গে আছে রাজ্য পুলিশ।'

যদিও সেই অভিযোগ নস্যাৎ করেছেন রাজ্যের আইনজীবী। ইডির তদন্তে রাজ্য পুলিশ হস্তক্ষেপ করছে না, সেক্ষেত্রে কেন মামলা সিবিআইকে হস্তান্তর করা হবে, পালটা সে প্রশ্নও তোলে পুলিশ। বলে রাখা ভালো, গত ৫ জানুয়ারি ইডির উপর হামলার ঘটনার তদন্তভার নেয় সিআইডি। স্থানীয় থানার উপর কেন আস্থা রাখতে পারল না পুলিশ, সে প্রশ্ন তোলে ইডি। এই মামলায় সব পক্ষের সওয়াল জবাব শেষ। তবে রায়দান এখনও স্থগিত।

ভুয়ো ভোটার ইস্যুতে কড়া বার্তা নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সামনেই লোকসভা নির্বাচন। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা সারতে রাজ্যে এসেছে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। ভুয়ো ভোটার ইস্যুতে এবার সরব হল সেই বেঞ্চ।

প্রশ্ন তোলা হয়, ভোটার তালিকা থেকে কেন মৃত ব্যক্তিদের বাদ দেওয়া হচ্ছে না? বেঞ্চের প্রশ্নের মুখে এদিন পড়তে হয় একাধিক জেলার জেলাশাসককেও। এরই পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ জানায়, অভিযোগ এসেছে একাধিক অফিসার সঠিক পদক্ষেপ করছেন না। হিংসা পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে। হিংসার কোনও জায়গা থাকবে না।

এরই পাশাপাশি এদিনের এই বৈঠকে চিফ ইলেকশন কমিশনার নির্দেশ দেন, 'সবাইকে মাঠে নেমে কাজ করতে হবে।' প্রসঙ্গত, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক চলাকালীন ভুয়ো ভোটার নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছে। একযোগে অভিযোগ জানিয়েছে বিজেপি, সিপিআইএম, কংগ্রেস।

সোমবার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে ধাপে ধাপে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠক করে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। তারপর সকাল ১১.৩০ টা থেকে সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত বিভিন্ন জেলার ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার, এসপি, সিপি, ডিভিশনাল কমিশনারদের নিয়ে ম্যারাথন বৈঠক করে কমিশনের ফুল বেঞ্চ।

নির্বিঘ্নে ভোট দেওয়ার আশ্বাস দিলেন জওয়ানরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দরজায় কড়া নাড়ছে চব্বিশের লোকসভা নির্বাচন। যদিও লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা করেনি নির্বাচন কমিশন। তথাপি অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে তৎপর কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন ঘোষনার আগেই কলকাতা-সহ এসে পৌঁছেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। সোমবার সকালে ভাটপাড়া পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাঁকিনাড়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকা ও নয়াবাজার নিউ কর্ড রোডে ভাটপাড়া থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে রুটমার্চ করে আধা সামরিক বাহিনী।

গতবার তাঁরা ঠিকঠাক ভোট দিতে পেরেছেন কিনা। এবারে কোনও সমস্যা আছে কিনা। তা জেনে নেন টহলরত কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। তবে নির্বিঘ্নে ভোট দেওয়া যাবে বলে সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করছেন কেন্দ্রীয় বাহিনী। ভোটে অশান্তি এড়াতে আগেভাগেই এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে পৌঁছনোয় খুশি ভাটপাড়া সাধারণ মানুষজনও।

সচেতনতা বাড়াতে ব্যারাকপুরে ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকায় স্কুল পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আইন অমান্যকারী থেকে জন সাধারণ, সচেতনতার পাঠ পড়াতে এবার ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকায় স্কুল পড়ুয়ারা।। ব্যারাকপুর শহরের চিড়িয়া মোড় দিয়ে নিত্যদিন অসংখ্য মানুষজন যাতায়াত করেন। সাধারন মানুষকে সচেতন করতে সোমবার অভিনব উদ্যোগ নিল বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ব্যারাকপুর সাব ট্রাফিক গার্ড। এদিন স্কুল পড়ুয়াদের ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকায় দেখা যায়। প্রবীণ মানুষজনকে হাত ধরে রাস্তা পারাপার করিয়ে দিলেন স্কুল পড়ুয়ারা। পথচারীদের জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাস্তা পারাপারের পরামর্শ দিল স্কুল পড়ুয়ারা। বাইক আরোহীদের হেলমেট পরতে এবং গাড়ি চালকদের সিট বেল্ট লাগানোর প্রচার করলেন ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকায় থাকা স্কুল পড়ুয়ারা। এতে যেমন পড়ুয়ারা নিজেরা ট্রাফিক আইন সম্পর্কে জানল, তেমনই খুদেদের দিয়ে পুলিশ জনতাকেও সচেতন করল।

এদিনের সচেতনতা বিষয়ক অভিযান নিয়ে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি ট্রাফিক সৌমানন্দ সরকার বলেন, 'এদিন স্কুল পড়ুয়ারা ট্রাফিক পুলিশের কাজ সামলায়।

হেলমেট পরা থেকে শুরু করে সিটবেল্ট লাগানো, সিগন্যাল মেনে চলা বিষয়ে সাধারণ মানুষকে এদিন পরামর্শ দিল স্কুল পড়ুয়ারা।' জানালেন, সারা বছর এই ধরনের সচেতনতা মূলক কর্মসূচি তাঁরা চালিয়ে যাবেন। তাঁর দাবি, ট্রাফিক আইন নিয়ে সচেতনতা বাড়লেই দুর্ঘটনাও অনেক কমবে। তাই তাঁদের এই অভিনব উদ্যোগ ।

প্রাক্তন আইএএস অফিসারের মাকে আর্থিক প্রতারণা, ধৃত অন্যতম পাণ্ডা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হেল্প ডেস্কে ফোন করে আর্থিক প্রতারণার মুখে পড়েছিলেন প্রাক্তন আইএএস অফিসারের মা। সেই ঘটনায় ধরা পড়ল চক্রের অন্যতম পাণ্ডা। অভিযুক্তকে গঙ্গারামপুর থেকে গ্রেপ্তার করল বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, সল্টলেক সেক্টর ২ এর বাসিন্দা প্রাক্তন আইএএস অফিসার দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায় বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ করেন যে, তাঁর মা একটি ২.৫ লক্ষ টাকার চেক দেন, যেটা বাউন্স হয়ে যায়। এরপরই তিনি অনলাইনে একটি ওয়েবসাইট মাধ্যমে ব্যাঙ্কের হেল্প ডেস্ক এর নম্বরে ফোন করেন।

সেখানে তাঁর মায়ের সঙ্গে ব্যাঙ্কের কর্মী পরিচয় দিয়ে কথা বলে অ্যাকাউন্টের ক্রেডেন্সিয়াল এবং ওটিপি নিয়ে নেয়। এরপরই অ্যাকাউন্ট থেকে ৪৯ হাজার ৯৯৯ টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ জানতে পারে যেই অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছেছে সেটি গঙ্গারামপুরের বাসিন্দা অধীররিয়াস কেশ নামে এক ব্যক্তির। রবিবার সেই সূত্র ধরে হানা দিয়ে অভিযুক্ত অধিরিয়াস কেশকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সোমবার অভিযুক্তকে বিধাননগর আদালতে তোলা হয়। পুলিশ তাঁকে নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানায়। এই ঘটনার মাস্টারমাইন্ডের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

একজন পুরুষ ও মহিলা শিশুকে ফেলে গিয়েছিল স্কুলের ধারে

লেকটাউনে শিশুর দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিবার দুপুরে লেক টাউনে একটি স্কুলের পাশে ফুটপাত থেকে উদ্ধার হয় বছর চারেকের ওই শিশুকন্যার দেহ। তারই তদন্তে জানা গেল, তাকে বাইরে থেকে এনে ফেলে দিয়ে যাওয়া হয়েছে। এলাকার সিসি টিভি ফুটেজ দেখে পুলিশ জানতে পেরেছে এক পুরুষ এবং এক মহিলা বাস থেকে নেমে স্কুলের ধারে একটি গাছের গোড়ায় শিশুটিকে ফেলে চলে গিয়েছেন। ওই পুরুষ ও মহিলার খোঁজ চলছে। তদন্তকারীদের ধারণা, দু'জনকে চিহ্নিত করতে পারলে তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক কী, কিংবা ওই শিশুটি তাঁদেরই সন্তান কি না, সে ব্যাপারে তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

রবিবার শিশুটির দেহ ময়নাতদন্ত হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, শিশুটির শরীরের বিভিন্ন অংশে ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। কীভাবে ওই ক্ষতচিহ্ন হয়েছে তা জানতে ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্টের অপেক্ষা করছেন তদন্তকারীরা।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পরে ভিআইপি রোড থেকে শুরু করে ওই স্কুল সংলগ্ন এলাকার একাধিক সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়। সূত্রের দাবি, তাতেই দেখা যায়, মহিলার কোলে কাপড়ে জড়ানো অবস্থায় ছিল শিশুটি। ওই দু'জন কোন রাস্তা ধরে এসেছিলেন, কোন দিকে তাঁরা গিয়েছেন, সে সবও দেখা হচ্ছে।

স্বামী স্মরণানন্দ মহারাজের অসুস্থায় আরোগ্য কামনা মুখ্যমন্ত্রী মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অসুস্থ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট স্বামী স্মরণানন্দ মহারাজ। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা বলেই খবর। কয়েকদিন ধরেই রামকৃষ্ণ মিশনেরই এক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। মহারাজের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বামী আত্মস্থানন্দের জীবনাবসানের পরে ২০১৭ সালের ১৭ জুলাই প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব নেন। বছরদুয়েক আগে অসুস্থ হয়ে একবার হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। সেই সময় কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে বেশ কয়েকদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। তবে তার পর ফের স্বাভাবিক

জীবনে ফেরেন। শুরু করেন কাজকর্ম। গত কয়েকদিন আগে ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন স্মরণানন্দ মহারাজ। রামকৃষ্ণ মিশনেরই এক হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। রবিবার নবতিপর মহারাজের শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয়। মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়। স্বামী স্মরণানন্দের শারীরিক অবস্থার অবনতিতে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মহারাজের অসুস্থতার কথা উল্লেখ করে এক্স হ্যান্ডলে মমতা জানান, সকলে যেন স্বামীজির সুস্থতা কামনা করে প্রার্থনা করেন। তিনিও ভক্তদের মতোই প্রার্থনা করবেন। নিয়মিত মহারাজের শারীরিক অবস্থার খোঁজ রাখছেন বলেও জানান তিনি।

আগামী বুধবার কলকাতায় নতুন তিনটি মেট্রো রুটের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেজে উঠেছে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর নতুন এসপ্ল্যানেড স্টেশন। ছবি: অদিতি সাহা

দু'বছরে কোনও জবাব মেলেনি রাজ্যের তরফ থেকে, আদালতে জানাল সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসএসসি মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল হয়েছে কিনা তা নিয়ে সোমবার প্রশ্ন তুললেন কলকাতা হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চের বিচারপতি দেবাংশু বসাককে। তিনি প্রশ্ন করেন সিবিআই-কে। উত্তরে সিবিআই আঙুল তুলেছে রাজ্যের দিকেই।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা জানায়, চার্জশিট হয়েছে। কিন্তু সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে চার্জ ফ্রেম করতে গেলে রাজ্য সরকারের অনুমতি লাগে। ২০২২ সালে রাজ্যের কাছে সেই চার্জ ফ্রেম করার অনুমতি চাওয়া হলেও এখনও পর্যন্ত তারা কোনও উত্তর পাননি বলেই দাবি করা হয় এদিন।

সিবিআই-এর কাছ থেকে এই তথ্য জানার পরই বিচারপতি দেবাংশু বসাক বলেন, ২০২২ সালে রাজ্যের কাছে অনুমতি চেয়ে আবেদন জানিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। রাজ্যের তরফে এখনও সেই অনুমতি দেওয়া হয়নি। বিচারপতি রাজ্যের উদ্দেশ্যে সরাসরি প্রশ্নে জানতে চান, 'সময় লাগে সেটা বুঝলাম, কিন্তু কত সময় ? দুই বছর ?' বিচারপতির আরও প্রশ্ন, 'যদি আদালতের নির্দেশের আগে মেধাতালিকাই প্রকাশিত না হয়ে থাকে, তাহলে কীসের ভিত্তিতে

নিয়োগ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন ?'

এরপরই রাজ্যের উদ্দেশে বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, উত্তর না দিয়ে এভাবে বসে থাকা যাবে না। হয় অনুমতি দিতে হবে, না হয় জানিয়ে দিতে হবে অনুমতি দেওয়া যাবে না। বিচারপতি রাজ্যের থেকে জানতে চান, কত সময় লাগে এটি করতে। উত্তরে রাজ্য জানায়, এ ব্যাপারে কিছুটা সময় প্রয়োজন। কারণ সমস্ত নথি যাচাই করে দেখে তারপর সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কিছুটা সময় লাগার কথা রাজ্য আদালতে বোঝাতে চাইলেও, দু'বছর কীভাবে লেগে গেল, সেটা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি।

সোনা গলিয়ে কাপড়ে এদিক-ওদিকে লুকিয়ে পাচারের চেষ্টা! ধৃত মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিমানবন্দরের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে সোনা পাচার নতুন ঘটনা নয়। পাচার রুখতে নজরদারি যত বাড়ানো হয় পাচারকারীরাও নয়া ফন্দি ফিকির বের করেন।

এবার সকলের চোখে ধুলো দিয়ে সোনা পাচারের জন্য, সোনাকে তরল করে পাচারের চেষ্টা হল। তবে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লেন মহিলা। কলকাতা বিমানবন্দরে রবিবার তরল সোনা-সহ হাতেনাতে ধরা পড়েছেন এক মহিলা।

শুল্ক দপ্তরের আধিকারিকেরা জানান, রাসায়নিক মিশ্রণ ব্যবহার করে সোনাকে তরল করে কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে পাচারের চেষ্টা চলছিল। এ ভাবে সোনা পাচারের অভিযোগে এক মহিলাকে আটক করা হয়। শুল্ক দপ্তর জানায়, আবুধাবি থেকে কলকাতাগামী এতিহাদ এয়ারলাইন্সের বিমান ইওয়াই ২৫৮ রাত আড়াইটা নাগাদ অবতরণ করে। সেখান থেকে নামেন এক ভারতীয় মহিলা যাত্রী। ওই মহিলার থেকেই উদ্ধার হয় তরল সোনা। তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে শুল্ক দফতরের এয়ার ইন্টেলিজেন্স শাখার আধিকারিকরা জানতে পারেন রাসায়নিক মিশ্রণ ব্যবহার করে সোনাকে তরলে পরিণত করে কাপড়ে লাগিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। কাপড় থেকে সেই তরল সোনা একত্রিত করতে সময় লাগছে। তাই ঠিক কতটা পরিমাণ সোনা উদ্ধার হয়েছে, তা এখনও জানানো হয়নি।

এই ঘটনা থেকে এটাও স্পষ্ট যে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদল হয়ে যাচ্ছে পাচারের কৌশল। পাচারকারীরা পুলিশ, কাস্টমস নিরাপত্তা বাহিনীকে বোকা বানাতে অভিনব পদ্ধতি ব্যবহার করছে। তবে সোনা পাচারের এই নতুন কৌশলে হতবাক শুল্ক দফতরের আধিকারিকেরা।

সম্পাদকীয়

সন্তানকে নীতিশিক্ষায় দীক্ষিত করতে হবে, নিজেদেরই দীক্ষিত জীবনযাপন দিয়ে

প্রবীণদের অনুকূলে রাষ্ট্রের আইন বা প্রকল্প মোটেই যথেষ্ট নয়। যেমন; বৃদ্ধ মা-বাবার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রের কোনও ‘পেরেন্ট কেয়ার লিভ’ নেই। প্রবীণদের চিকিৎসার ব্যয় বর্তমানে অস্বাভাবিক চড়া, যা বহু সন্তানের সামর্থ্যের বাইরে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বয়স্কদের চিকিৎসার ভার বহন করা রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব। এ ব্যাপারে হাই কোর্টের অভিমত; প্রবীণ এবং অসুস্থ নাগরিকের যত্ন নিতে না-পারার দেশ আসলে অসভ্য; একেবারেই যথার্থ। তবে শুধু আইন করে এই সমস্যার সমাধান হবে না। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার স্নেহ এমনই যে, সন্তানের দ্বারা নির্যাতিত হয়েও তাঁরা ছেলেমেয়েকে বাঁচিয়ে চলেন। সেই সুযোগ অনেক সন্তান গ্রহণও করে। তেমনই, শারীরিক ও মানসিক ভাবে তাঁরা অশক্ত হওয়ায় আইনের দীর্ঘ লড়াই অনেকের পক্ষে অসম্ভব। তা ছাড়া, আইনের আশ্রয় এক বার নিলে সম্পর্কের ফাটল ক্রমশ চওড়া হতে থাকবে। সন্তানদের অসহযোগিতামূলক আচরণ তাঁদের জীবনকে আরও দুর্বিষহ করে তুলবে, আইনের দ্বারা যার সুরাহা অসম্ভব। প্রাণীদের সন্তানের প্রতি স্নেহমমতা প্রকৃতিরই অভিপ্রায়। নইলে জগৎ-সংসারে প্রাণ বাঁচে না। বিপরীতক্রমে তা হওয়ার কথা হয়তো নয়, কিন্তু মানুষ তো অন্যান্য প্রাণীর মতো নয়। তার বোধশক্তি থাকার কথা, সংসারে প্রত্যেক সদস্যের মানুষের মতো বেঁচে থাকার কথা। অথচ, বৃদ্ধদের কথা সে ভাবে ভাবা হয় না। সেই জন্য হয়তো নীতিকথায় বা মহাপুরুষদের বচনে থাকে ‘পিতা-মাতা গুরুজনদের শ্রদ্ধাভক্তি করবে’। ‘সন্তানকে স্নেহ করবে’; এটা বলার প্রয়োজন তাঁরা বোধ করেননি, হয়তো প্রাকৃতিক নিয়ম বলে। সমাজে-সংসারে প্রবীণদের গুরুত্ব বা মান্যতা দেওয়ার নামই হল শ্রদ্ধাভক্তি। অবশ্য এতে প্রবীণদেরও শ্রদ্ধাভক্তি অর্জনে সহযোগিতা থাকা দরকার। ‘নিজে না খেয়ে সন্তানকে খাইয়ে বড় করেছি, ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় তাদের মানুষ করেছি’; এ সব কোনও বাহাদুরির কথা নয়। সব প্রাণীই তা-ই করে প্রকৃতির নিয়মের বশবর্তী হয়ে। তাই আমাদের সন্তানকে মানুষ করার সময় শুধু সিলেবাসের শিক্ষায় আবদ্ধ থাকলে চলবে না। তাদের নীতিশিক্ষায় দীক্ষিত করতে হবে, নিজেদেরই দীক্ষিত জীবনযাপন দিয়ে।

আনন্দকথা

এ-যে ঈশ্বরতত্ত্ব। ইনি যা বলছেন, মনে বেশ লাগছে।
ঠাকুরের সহিত তাঁহার এই প্রথমও শেষ তর্ক।
শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি মাটির প্রতিমপূজা বলছিলে। যদি মটিরই হয়, সে-পূজাতে প্রয়োজন আছে। নানারকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন করেছেন। যার জগৎতিনিই এ-সব করেছেন — অধিকারী ভেদে। যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন।
“এক মার পাঁচ ছেলে। বাড়িতে মাছ এসেছে। মা মাছের নানারকম ব্যঞ্জন করেছেন — যার যা পেটে সয়! কারও জন্য মাছের পোলোয়া, কারও জন্য মাছের অম্বল, মাছের চড়চড়ি, মাছ ভাজা — এই সব করেছেন।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

১৯১১ *প্রথম বায়ুসেনা প্রধান সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯১৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বিজু পট্টনায়েকের জন্মদিন।*
১৯৫৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ শিবরাজ সিং চৌহানের জন্মদিন।*

ক্রমোন্নত প্রযুক্তিই একদিন সভ্যতা ধ্বংসের কারণ হবে

গৌতম সরকার

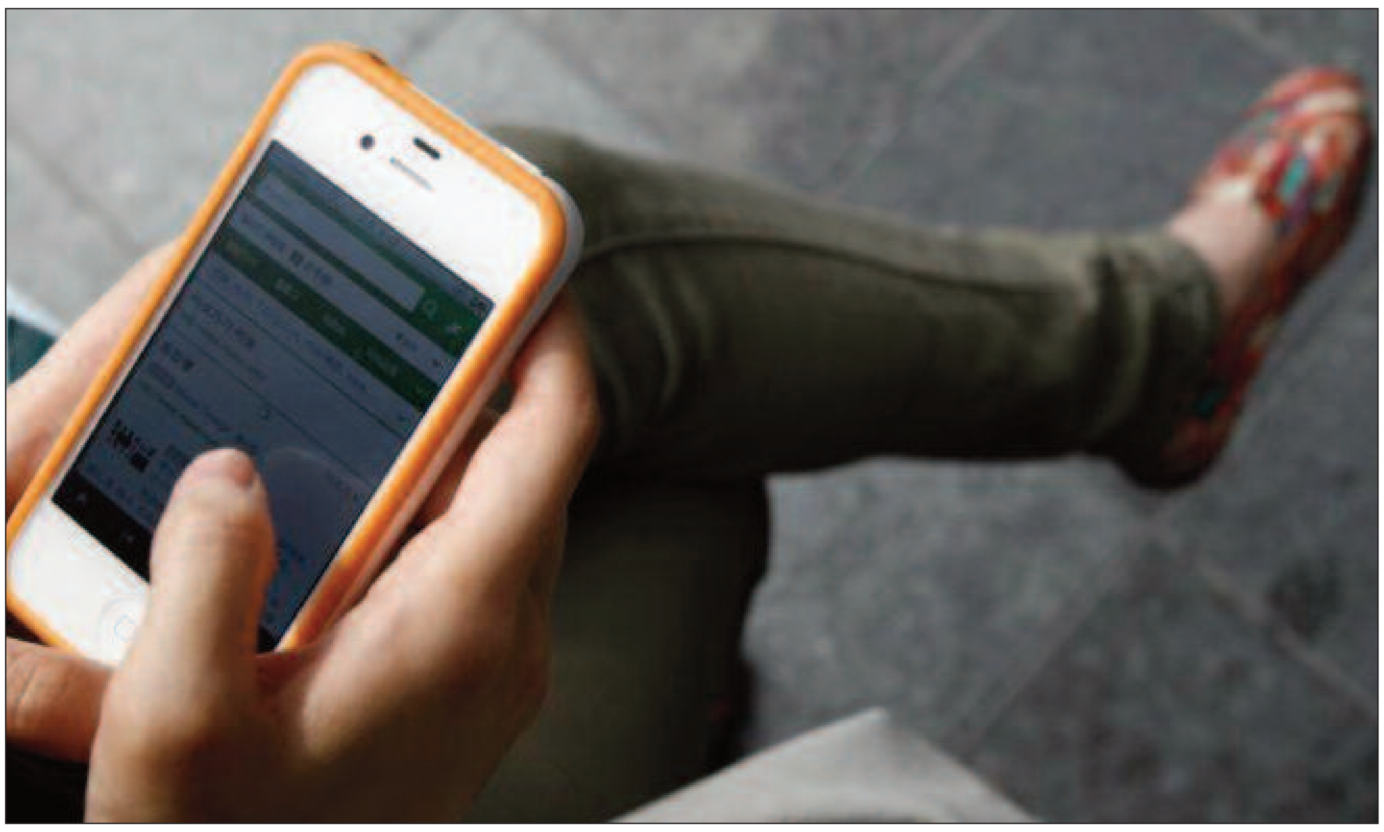

২০১০ সালে দক্ষিণ কলকাতার একটা কলেজে যখন পড়াতে এলাম তখন ২০০ মিটার দূরের চৌরাস্তা থেকে ভীমগর্জন শোনা যেত। আমার বিষয়টিতে তুলনামূলক ভাবে কম ছাত্রী ভর্তির কারণে বেশিরভাগ ক্লাসই তেতলার মূল বারান্দা সংযোগ একটা সরু বারান্দা পেরিয়ে কয়েকটি ছোট ঘরে দেওয়া হযত। পাঁচ-সাত বছর আগেও যখন সেই সরু করিডোর পেরিয়ে ক্লাস ঘরের দিকে যেতাম তখন ছাত্রীদের চিলচিৎকার আর হুল্লোড়ে কানে দুহাত চাপা দিতে হত। ইদানিং বিষয়টি পুরোপুরি বদলে গেছে। এখন একই পথ ধরে ক্লাসরুমে যেতে যেতে শ্মশানের নিস্তব্ধতা টের পাই। তাঁর মানে এই নয় যে, কয়েক বছরের ব্যবধ্যানে শ্রেণীকক্ষগুলো পড়ুয়াশূন্য হয়ে গেছে। ক্লাসে ঢুকে প্রথমেই চোখে পড়বে, প্রতিটা ছাত্রী মাথা নিচু করে নিজ নিজ মোবাইলে মগ্ন, কেউ কারোর সাথে কথা তো বলছেই না, এমনকি তাকিয়ে পর্যন্ত দেখছে না।

প্রযুক্তির ক্রম উন্নয়ন মানবসভ্যতার ধ্বংসকে কি ত্বরান্বিত করছে? এই সংক্রান্ত বহু বিতর্ক, আলোচনা, গবেষণা আজকের দুনিয়ায় বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। প্রযুক্তির ক্রমোন্নয়ন পৃথিবী ধ্বংসের কারণ হতে পারে এই আশঙ্কা বিশিষ্ট পদার্থবিদ স্টিফেন হকিংয়ের কণ্ঠেও উঠে এসেছে। বিভিন্ন আলোচনায় তিনি বারংবার জানিয়েছেন, বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন রোবটগুলো নিষিদ্ধ না করলে একদিন এরাই মানব সভ্যতার ধ্বংসের কারণ হবে। তবে শুধু যন্ত্রনির্মিত রোবটগুলোকে দোষী সাব্যস্ত করে কি হবে! আজকের প্রযুক্তি সর্বস্ব মানুষগুলোও কি আস্তে আস্তে রোবট হয়ে উঠছে না? বহুবছর আগে একটা কবিতা পড়েছিলাম, কবির নাম মনে পড়ছে না। কবিরাও তো দার্শনিক হন। সেই কবি তাঁর জীবনদর্শন থেকে লিখেছিলেন। কবিতার বক্তব্য ছিল খুব সরল, একটি ঘরে চার কোণে চারজন বৃদ্ধ বসে আছেন। একজন খবরের কাগজ দেখছেন, অন্যজন পেসেন্স খেলছেন, একজন দরজার বাইরে আনমনে চেয়ে রয়েছেন, আর একজন গল্পের বই পড়ছেন; কবির আক্ষেপ, একটা ঘরে চার-চারজন বৃদ্ধ মানুষ, কিন্তু কেউ কারোর সাথে কথা বলছেন না। ওই কবি স্বচেতনায় বহুদিন আগেই শেষের শুরুর ডাক শুনতে পেয়েছিলেন।

ইদানিং দুই হাঁটুতে অস্টিও-আথ্রাইটিস ধরা পড়েছে। ডাক্তারের নির্দেশে সন্ধ্যেবেলার হাঁটা পুরোপুরি বন্ধ। তাই লুকিয়ে লুকিয়ে কলেজ ছুটির পর এদিক ওদিক হেঁটে বাড়ি ফিরি। সেদিন মেনকা সিনেমা পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে লেকের ভিতর ঢুকলাম, ইচ্ছে লেকের মধ্যে দিয়ে গোলপার্কে উঠবো। তখন দুপুর, লোকজন নেই বললেই চলে। ইতস্তত দুয়েকজন বসে, কিছু মানুষ শর্টকাট করতে মাঝের রাস্তাটা ধরে হাঁটছে। এক জায়গায় এসে থমকে গেলাম, গাছের ছায়ার একটা লম্বা বেঞ্চে চারজন ছেলে এ ওর হাঁটুতে মাথা রেখে শুয়ে আছে। দূর থেকে দেখে ভেবেছিলাম ঘুমোচ্ছে, কাছে গিয়ে দেখি চারজনই দিব্যি জেগে, শুয়ে শুয়ে মোবাইল ফোনে ভিডিও দেখছে। কেউ কোনও সাড়াশব্দ করছে না। তাহলে প্রযুক্তি বহু ভালো ভালো জিনিসের সঙ্গে মানুষে মানুষে স্বাভাবিক আলাপচারিতার কাটাকুটি খেলাতেও আমাদের সামিল করে দিয়েছে। সব থেকে ভয়ানক হল, আমরা এগুলো

বুঝছি, উপলব্ধি করছি, এর ভয়ংকর পরিণতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, তবু সজান্তে সেই অন্ধ আবর্তে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছি।

১৯৭২ সালে ‘দ্য লিমিটস টু গ্রোথ’ শীর্ষক একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে এমআইটি’র বৈজ্ঞানিকেরা জানিয়েছিলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের বর্দ্ধিত গতিই ভবিষ্যতে মানুষের জন্য একাধিক দুর্গতি ডেকে আনবে। তাঁদের মতে, ২০৪০ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর আর্থিক উন্নয়ন দ্রুত হারে হবে। তার পরবর্তী সময়ে এই গতি ধাক্কা খাবে, ঘাটতি দেখা দেবে খাদ্যশস্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদে। ২০২০ সালে এমআইটি’র তরুণ গবেষক গ্যারি হ্যারিংটন বিশ্বের রিয়েল টাইম ডেটার সাথে ‘দ্য লিমিটস টু গ্রোথ’ তত্ত্বের সংশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, কম্প্রিহেনসিভ টেকনোলজির সাহায্যে হয়ত খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দূষণ কমানো যাবে, কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং ব্যক্তিগত কল্যাণের ভাবনা ধাক্কা খাবে। গ্যারির মতে এই ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মানব সভ্যতাকে বাঁচাতে গেলে একমাত্র বিকল্প হল ‘স্টেবিলাইজড ওয়ার্ল্ড সিনারিও’ বা ‘দুনিয়ার সুস্থির পরিস্থিতি’। তাতে জনসংখ্যা ও দূষণ কমবে, অন্যদিকে আর্থিক উন্নতি বাড়বে।

তবে প্রাকৃতিক সম্পদ ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাবে। অন্যদিকে বিজ্ঞানী নিক বস্ট্রমের গবেষণালব্ধ ফল একই কথা বলছে। তাঁর মতে মানুষের কীর্তি বা সৃষ্টিগুলো হল একটা দৈত্যকার পাত্র থেকে কতকগুলো বল তুলে আনার মত। এই বলগুলোই হল বিভিন্ন চিন্তাভাবনা, আবিষ্কার, প্রযুক্তির উন্নয়ন।

এগুলো বিভিন্ন রঙের হয়, সাদা, ধূসর, কালো। সাদা বলগুলো সভ্যতার উন্নয়নের দিশা দেয়, ধুসরগুলো ভালোমন্দ মিশিয়ে, আর কালো বলগুলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অন্ধকার দিক। দীর্ঘদিনের চর্চায় সাদা বলগুলো প্রায় শেষ হয়ে গেছে, পড়ে আছে কয়েকটা ধূসর আর অনেক অনেক কালোর দল। বস্ট্রমের আশঙ্কা আগামী দিনের প্রযুক্তির হাত ধরে উঠে আসা কালো বলগুলো সভ্যতার ধ্বংসের কারণ হবে না কে বলতে পারে!

আবার আমার কলেজে ফিরে আসি। পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীরা অল্পবিস্তর টোকাটুকি করে, সে কলেজের পরীক্ষা হোক কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের। আমাদের শিক্ষকদের সেগুলো বন্ধ বা কমানোর জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নিতে হয়। দীর্ঘ অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি, বকুনি, পরীক্ষা ক্যানসেলেশনের ভয়, উত্তরপত্র আটকে রাখা, এমনকি নেগেটিভ মার্কিংয়ের ভয় দেখিয়েও কিছু হয়না, বেশিরভাগজনই অবিচল থাকে। তবে যদি মোবাইল কেড়ে নেওয়া হয় তাহলে তারা প্রবল ঝড়ে ঘাড় মটকে যাওয়া গাছের মত ভেঙে পড়ে। কান্নাকাটি, অনুরোধ উপরোধ পেরিয়ে মোবাইলের জন্য স্রেফ আপনার পায়ে পড়ে যাবে, তখন আপনার কিচ্ছু করার থাকবে না। এই যে মোবাইল, ইন্টারনেট, প্রযুক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ভয়, এ আধুনিক সমাজের এক নয়া অসুখ!

এই অসুখের প্রতিকার কী? প্রযুক্তির দাক্ষিণ্যে যন্ত্রসৃষ্ট ধ্বংসের কারণগুলো যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই সঠিক পরিকল্পনা ও সচেতনার দ্বৈতস্পর্শে কমানো যাবে, মানুষে মানুষে মুখোমুখি বসার অবকাশ, প্রেম-ভালোবাসা, বোধ-উপলব্ধি, বন্ধুত্ব-আত্মীয়তা, ভাবনা-কল্পনা, মূল্যবোধ-মনস্তত্ত্ব প্রতিমুহূর্তে এই প্রযুক্তিময় দুনিয়াকে মৃত্যুর পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেই সন্ধিক্ষণে শুধুমাত্র যন্ত্রের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ও সরকারি ভূমিকা এই জগৎ সংসারকে রক্ষা করতে পারবে তো?

লেখক: অর্থনীতি বিভাগ, যোগমায়া দেবী কলেজ

কবি ও কথাসাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিতের ৮৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সিদ্ধার্থ সিংহের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণা

আমাদের দিব্যেন্দুদা

পাশে বসা লোকটা*প্রায় ঝুঁকে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে অবিন্যস্ত গলায় বললেন, সিদ্ধার্থ, কেমন আছ?

কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেল। ওবেরয় বলরুম। একটু পরেই শুরু হবে আনন্দ পুরস্কারের অনুষ্ঠান। কবি লেখকদের ঠাসাঠাসি ভিড়। এ পাশে নীরেনদা। ও পাশে শঙ্খ ঘোষ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সেলিনা হোসেন। সামনে অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথ বসু, ঊর্মিমালা বসু। কে নেই? শ’য়ে শ’য়ে ক্যামেরা। মিডিয়া।

তখনও অনুষ্ঠান শুরু হয়নি। হঠাৎ দেখি দু’জন লোক একজনকে ধরে ধরে কোনও রকমে নিয়ে আসছেন। আমি বসেছিলাম দরজার মুখোমুখি। মনে হল, লোকটা বুঝি এখানে এসে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাই তাঁকে বসতে দেওয়ার জন্য আমি সঙ্গে সঙ্গে ধারের চেয়ারটা ছেড়ে পাশের চেয়ারটায় গিয়ে বসলাম।

ইনিই তো তিনি! কিন্তু ইনি কে! ভাল করে তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই আমি চমকে উঠলাম, দিব্যেন্দুদা! হ্যাঁ, দিব্যেন্দুদা। মানে দিব্যেন্দু পালিত।

যিনি মাত্র ষোলো বছর বয়সে আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়তে ‘ছন্দপতন’ লিখে পাঠক মহলে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। যাঁর দ্বিতীয় গল্প ‘নিয়ম’ প্রকাশিত হয়েছিল দেশ পত্রিকায়। যিনি ছিলেন গান পাগল, নাটকঅন্ত প্রাণ।

যিনি মাত্র একুশ বছর বয়সে ‘সিন্ধু বারোয়াঁ’ উপন্যাস দিয়ে শুরু করে একের পর এক লিখেছেন— রাজার বাড়ি অনেক দূর, কিছু স্মৃতি কিছু অপমান, মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ, রজতজয়ন্তী, উড়োচিঠি, সেকেন্ড হনিমুন, সহযোদ্ধা, মৌনমুখর, সোনালী জীবন, ঘরবাড়ি-র মতো এক-একটা উপন্যাস, গল্প, কবিতার বই।

তাঁর ‘মুকাভিনয়’ উপন্যাস নিয়ে বিজয় তেন্ডুলকর নাটক করে পৃথিবী কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। শ্যামানন্দ জালান তৈরি করেছিলেন — ঈশ্বর মাইম কোম্পানি, যেটা ডারবান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল।

যাঁর কাহিনি নিয়ে তাক লাগানো এক-একটা সিনেমা বানিয়েছেন তপন সিংহ, বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের মতো স্বনামধন্য চিত্রপরিচালকেরা।

যিনি জন্মগ্রহন করেন বিহারের ভাগলপুরে ১৯৩৯ সালের ৫ মার্চ। যাঁর বাবার নাম বগলাচরণ পালিত।

মায়ের নাম নীহারবালা দেবী। যাঁর পড়াশোনার সূত্রপাত ওখানকারই দুর্গাচরণ উচ্চবিদ্যালয়ে। পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে স্নাতকোত্তর।

যিনি চাকরি করেছেন ক্লারিয়ন, ম্যাকন অ্যাডভার্টাইজিং সার্ভিসেস, স্টেটসম্যান, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, আনন্দবাজার-সহ বেশ কয়েকটি ইংরেজি এবং বাংলা*সংবাদপত্রে। কখনও বিজ্ঞাপনে, তো কখনও বিপণনে।

যিনি শুধু কবি, গল্পকার বা ঔপন্যাসিকই ছিলেন না, ছিলেন প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক এবং দক্ষ সম্পাদকও।

এই লেখালিখির জন্যই যিনি পেয়েছেন — বঙ্কিম, সাহিত্য আকাদেমি, ভুয়ালকা, বনফুল, তারাশঙ্কর, উল্টোরথ, আনন্দ-সহ অজস্র পুরস্কার ও সম্মাননা।

যিনি এত বড় একজন সাহিত্যিক হয়েও তরুণ কবি-লেখকদের লেখা শুধু মন দিয়ে পড়তেনই না, উৎসৎও দিতেন। আনন্দবাজার থেকে অবসরের পর যিনি বেশ কিছু দিন দৈনিক ‘সকালবেলা’ পত্রিকার সাহিত্যের পাতা দেখাশোনা করতেন। আমার লেখা যে তিনি শুধু ছাপতেনই, তা নয়, আমার বকলমে সই করে সম্মানদক্ষিণাটা পর্যন্ত নিয়ে আসতেন আমার জন্য। যখন গড়িয়াহাটায় ওঁর মেঘমল্লারের ফ্ল্যাটে যেতাম, উনি মনে করে আমাকে খামটা দিয়ে দিতেন।

তখন ক্যাসেটের যুগ। রিভিউয়ের জন্য প্রচুর ক্যাসেট জমা পড়ত ওঁর কাছে। ভাল কিছু পেলেই আমাকে দিয়ে দিতেন। কত নাটক যে দু’জনে মিলে দেখেছি!

এরবার ওঁরই কাহিনি নিয়ে রমাপ্রসাদ বণিক ‘ত্রাতা’ নামে একটি নাটক করেছিলেন। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য বারবার জোর করেছিলেন। কিন্তু আমার তৎকালীন প্রেমিকাকে আগেই যেহেতু কথা দেওয়া ছিল আমরা কোনও রেস্তোরাঁয় খেতে যাব, তাই সে দিন আমি যেতে পারিনি।

একবার কথায় কথায় দিব্যেন্দুদাকে দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাট আর রাসবিহারী মোড়ের মাঝামাঝি দেশপ্রিয় পার্কের উলটো দিকের বিখ্যাত ‘সুতৃপ্তি’র চায়ের দোকানের কথা বলতেই, সে দিন তিনি মুখে কিছু বলেননি ঠিকই, কিন্তু তার কয়েক দিন পরেই দিব্যেন্দুদা অফিস ছুটির পরে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন পার্ক স্ট্রিটে। এশিয়াটিক সোসাইটির ফুটপাথ ধরে খানিকটা এগোলেই পার্ক হোটেল। তার পাশেই অক্সফোর্ড বুক শপ। তারই দোতলায়।

ওখানে গিয়ে দেখেছিলাম এক আশ্চর্য— ‘চা বার’। নামটা কেন ‘চা বার’ হয়েছে, সেটা বুঝেছিলাম চায়ের মেনু কার্ড দেখেই। একশোরও বেশি ধরনের চা পাওয়া যায় সেখানে! যাঁরা দুধ-চা ভালবাসেন, তাঁদের জন্যে রয়েছে বেশ কয়েক রকম স্বাদের চা। আর এটাও বুঝেছিলাম যে, যাঁরা সত্যি সত্যিই চা পানের ক্ষেত্রে শৌখিন, তাঁদের জন্য আদর্শ জায়গা হল ওই চা-বার।

অসমের প্রথম শ্রেণির পাঁচ-ছ’টি টি-এস্টেটের চা পাওয়া যায় সেখানে। প্রতিটি চায়ের স্বাদ আলাদা। বুদলাবেটা, হাপজান, খোবং... দার্জিলিং চায়ের বাহার আরও বেশি--- ফার্স্ট ফ্লাশ, সেকন্ড ফ্লাশ, মকাইবাড়ি, দার্জিলিং গোল্ড, দার্জিলিং গ্রিন হ্যান্ড রোল্ড, দার্জিলিং কুইন’স চয়েশ এবং আরও কত কী...

চায়ের রকমারি দেখে আমার তো ধাঁধা লেগে যাওয়ার জোগাড়, তখনও দিব্যেন্দুদা শুধু আমাকে টেরিয়ে টেরিয়ে দেখে যাচ্ছিলেন। আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন চা বারের কর্মীরাই।

সে দিন দিব্যেন্দুদা আমাকে তিন দফায় তিন রকমের চা খাইয়েছিলেন। এবং তার বিল মেটাতে গিয়ে দিব্যেন্দুদার পার্স যে অনেকটাই হালকা হয়ে গিয়েছিল, তা আমি বেশ টের পেয়েছিলাম। পরে বুঝেছিলাম এই চা খাওয়ানোর কারণ। আসলে, সুতৃপ্তির থেকেও ভাল চা যে পাওয়া যায় এই শহরেই এবং সেই আস্তানাটা যে তিনি চেনেন, সেটা প্রমাণ করার জন্যই উনি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন ওখানে। এই হচ্ছেন দিব্যেন্দু পালিত।

সে দিন গ্র্যান্ড হোটেলে উনি যখন জানতে চাইলেন, সিদ্ধার্থ, কেমন আছ? আমি তখন একবারও বলতে পারিনি, কী করে ভাল থাকব? আপনারা ভাল না থাকলে যে, আমিও ভাল থাকতে পারি না।

আমরা চার জন এক ঘরে বসতাম, রমাপদ চৌধুরী, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দিব্যেন্দু পালিত আর আমি। একে একে তিন জনই চলে গেছেন। প্রথমে রমাপদবাবু। তার পরে নীরেনদা এবং তারও পরে দিব্যেন্দু পালিত। মাত্র ২ বছরের মধ্যে তিন-তিনটে ইন্দ্রপতন।

২০১৯ সালের ৩ জানুয়ারি যখন দিব্যেন্দুদা আমাদের ছেড়ে চলে যান তখন প্রথমেই আমার মনে হয়েছিল, তা হলে কি এ বার আমার পালা!

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আসানসোল লোকসভার শত্রুঘ্ন সিনহার সমর্থনে কর্মিসভা

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে আক্রমণ শাসকদলের মুখপাত্র জয়প্রকাশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আগামী ১০ মার্চ কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে জনগর্জন সভার সমর্থনে ও আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার সমর্থনে শুক্রবার বড় মাপের কর্মিসভা হল আসানসোলের রবীন্দ্র ভবনে। এই সভায় প্রত্যেক বক্তা কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা তুলে ধরেন। ওঁদে রাজ্য সরকার দ্বারা ১০০ দিনের কাজের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গ। সঙ্গে লোকসভায় তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহাকে উপনির্বাচনের জয়ের ব্যবধানের থেকেও বেশি ব্যবধানে জয়লাভ করানোর আবেদন করা হয় এবং তার জন্য দলীয় কর্মীদের কী কী করণীয় তাও আলোচনা হয়। ব্রিগেডের সভা যাতে ঐতিহাসিক সভা হয় তার জন্য সমস্ত কর্মী ও সমর্থকদের ব্রিগেডমুখী হওয়ায় আবেদন করা হয়।

সভা শেষে দলের মুখপত্র

জয়প্রকাশ মজুমদার তাপস রায় প্রসঙ্গে বলেন, 'দীর্ঘদিন একসঙ্গে রাজনীতি করেছি রাজনৈতিক জীবন শেষবেলায় এসে তাপস রায় কেন এমন সিদ্ধান্ত নিলেন, তা আমার জানা নেই।' তবে ভবিষ্যতে তাঁর রাজনীতি জীবন নিয়ে শুভেচ্ছা জানান তিনি। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় প্রসঙ্গে বলেন, 'মানুষ এবার বুঝতে পারছে তিনি নির্দিষ্ট একটি দলের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে গিয়েছেন কারণ ভবিষ্যতে তিনি রাজনীতিতে ঢুকবেন। তবে তিনি যে দল এই যোগদান করুন সেই দলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। একজন বিচারপতি সংবিধানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিনের পর দিন রাজ্যের শাসকদলকে রাজনৈতিক ভাবে ভর্ৎসনা করে গিয়েছেন। বাংলার মানুষ এর জবাব দেবে।'

এই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী মলয় ঘটক ও প্রদীপ মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য নেতা দলের মুখপত্র জয়প্রকাশ মজুমদার, সাংসদ সুনীল মণ্ডল, জামুড়িয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়, জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বনাথ বাউরি, আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা, পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূলের সভাপতি তথা বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্মী।

নদীর বুকে নির্মাণের অভিযোগ তৃণমূল শ্রমিক নেতার বিরুদ্ধে কাজ বন্ধের নির্দেশ সেচ দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ফের গন্ধেশ্বরী নদীর বুকে নির্মাণকে ঘিরে তোলপাড় শুরু হল বাঁকুড়ায়। সম্প্রতি নদী খাতের মধ্যে বেশ কয়েকটি সীমানা পাঁচিল তৈরির কাজ চলছে। এই পাঁচিল তৈরির কাজে নাম জড়িয়েছে শাসকদলের এক শ্রমিক নেতারও। ইতিমধ্যেই এই বিষয়টিকে নিয়ে আন্দোলনে নেমেছে একাধিক পরিবেশপ্রেমী সংগঠন। ওই নির্মাণ নদীর স্বাভাবিক গতিপথ রুদ্ধ করতে পারে এই দাবি করে আপাতত কাজ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে সেচ দফতর। অভিযুক্ত তৃণমূল শ্রমিক নেতার দাবি, নদীর জায়গা নয়, নির্মাণ করা হয়েছে ব্যক্তিগত জায়গায়।

বাঁকুড়া শহরের একপাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে গন্ধেশ্বরী নদী। অভিযোগ, দশকের পর দশক ধরে এই নদীর ওপর অত্যাচার চালিয়ে এসেছে বাঁকুড়া শহরের মানুষ। লাগাতার সেই অত্যাচার ও সরকারি বঞ্চনায় গন্ধেশ্বরী নদী এখন কার্যত মজা নালায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু বর্ষা এলেই সেই নদী বইতে শুরু করে দুকূল ছাপিয়ে। গত কয়েক বছর ধরে বর্ষায় একের পর এক গন্ধেশ্বরী নদীর ভয়াল বন্যার রূপ দেখেছে বাঁকুড়া। কিন্তু তারপরও অবস্থার বদল হয়নি বলে দাবি।

সম্প্রতি সেই নদীর বুকেই একাধিক নির্মাণ কাজ শুরু হয় বলে অভিযোগ। আর সেই নির্মাণগুলিকে ঘিরেই শুরু হয় বিতর্ক। অভিযোগ শাসকদলের শ্রমিক সংগঠনের নেতা ভোলা যুবরাজ মিশ্র সহ মোট ১২ জন যুক্ত রয়েছেন এই নির্মাণগুলির সঙ্গে। শহরের পরিবেশপ্রেমীদের দাবি, এই নির্মাণগুলি আসলে নদীর গতিপথকেই রুদ্ধ করবে। সম্প্রতি সেই একই দাবি করে আপাতত নির্মাণ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে সেচ ও জলপথ দপ্তর।

যদিও অভিযুক্ত তৃণমূল শ্রমিক নেতার দাবি, ওই জায়গার মালিকানা তাঁদের। নদীর পাড়ের সেই অংশ জলস্রোতে ক্ষয়ে যাওয়াতে নদীগর্ভ বলে মনে হলেও আসলে তা নয়। নিজের জায়গাতেই তাঁরা নির্মাণকাজ করেছেন। বাঁকুড়া পুরসভার দাবি, অভিযুক্ত যে দলই করুন না কেন আইন সকলের জন্য সমান। পুরসভার তরফে অভিযোগ পাওয়ার পরই সেচ দপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে।

সংশোধনী

মেসার্স বিবিটি এলিভেটেড রোড প্রাঃ লি সম্পর্কিত ফর্ম জি অধীনে ০৪.০৩.২০২৪ তারিখে প্রকাশিত - ক্রম নং ১০ অধীনে আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ পড়তে হবে "১৯/০৩/২০২৪"; পরিবর্তে "০৪/০৩/২০২৪। সংশোধিত ফর্ম-জি পুনরায় এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

INDIAN INSTITUTE OF EDUCATION
Naul, Shyampur, Howrah
Wanted
Applications are invited for the post of Asst. Prof. in Health & Physical Education for B.Ed course, within 10 days:- iie3620@gmail.com
Eligibility as per NCTE Norms.
Secretary

বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জুবিলি দিবসে মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ৭৫টি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সোমবার সকালে কাঁকসার আমলাজোড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জুবিলি দিবস উদযাপন করা হয়। এদিন অনুষ্ঠানের সূচনায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তথা দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক প্রদীপ মজুমদার। এদিন জাতীয় পতাকা ও বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করার পাশাপাশি নানান সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংবর্ধনা জানানোর পাশাপশি এদিন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নেতাজির আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী। অনুষ্ঠান চলবে আগামী ৬ তারিখ পর্যন্ত।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আমলাজোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য, সহ- সভাপতি জয়জিৎ মণ্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নবকুমার সামন্ত, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক কলিমুল হক সহ বিশিষ্টজনরা।

হাসপাতালের কোয়ার্টার থেকে চিকিৎসকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কোয়ার্টার থেকে এক চিকিৎসকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে সোমবার সকাল থেকে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রবিবার গভীর রাতে কোয়ার্টারের ভেতর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধারের পর মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত কল্যাণাশিস ঘোষ (৪৫), হুগলির কোন্নগরের বাসিন্দা।

জানা গিয়েছে, গত ছ'বছর আগে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মেডিসিনের চিকিৎসক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি এমআর বাঙুর হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। করোনার সময় বিশেষ দায়িত্ব ছিল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ এই চিকিৎসকের। পারিবারিক কারণে মানসিক অবসাদের জেরে চিকিৎসক আত্মঘাতী হয়েছেন বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। খবর পাঠানো হয়েছে চিকিৎসকের পরিবারের কাছেও। সোমবার দুপুরে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হয় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে। এদিন মৃত চিকিৎসককে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ভিড় জমিয়েছিলেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের একাংশ।

উত্তরপাড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের ব্রিগেড চলোর ডাকে পথসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: আগামী ১০ মার্চ রবিবার তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে ব্রিগেড চলো জনগর্জন সভা। এই উপলক্ষে হুগলির উত্তরপাড়া পুরসভার কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডে উত্তরপাড়া টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এক পথসভা হয়। এই পথসভায় কয়েকটি ওয়ার্ডের তৃণমূলের সদস্য ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখেন পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব, টাউন তৃণমূল সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মণ্ডল, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও তৃণমূল কাউন্সিলর ডলি ঘোষ যাদব সহ নেতৃবৃন্দ। তাঁরা কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে ১০০ দিনের টাকা, আবাস যোজনার টাকা না দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করেন।

এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া টাউন তৃণমূল সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ বলেন, 'আমরা উত্তরপাড়ায় বেশ কিছু পথসভা করছি। আগামী ১০ মার্চ ব্রিগেডে ভিড় উপচে পড়বে সাধারণ মানুষ এর জবাব দেবে। ওরা দুই অঙ্কে পৌঁছতে পারবে না লোকসভার ভোটে।' পুর চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন, 'উত্তরপাড়ায় একের পর এক কত সভা হচ্ছে। ১০ তারিখ প্রচুর মানুষের ভিড় হবে, কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ এর জবাব দেবে।'

এক হাতে চায়ের ভাঁড়, বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাণ গেল এক যাত্রীর। আহত আরও ছয়। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির আলিনগরে। মৃতের নাম নিলুফা বেগম ইয়াসমিন (৩৫)। তিনি চুঁচুড়ার মনসাতলার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। প্রত্যশদর্শীদের দাবি, চালকের এক হাতে স্টিয়ারিং, আর এক হাতে চায়ের ভাঁড় থাকায় তিনি বাসটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। পুলিশ জানিয়েছে, চুঁচুড়া তারকেশ্বর ১৭ নম্বর রুটের বাসটি যাত্রী নিয়ে তারকেশ্বর থেকে চুঁচুড়া ফিরছিল। আলিনগরে একটি ত্রিপল কারখানার কাছে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে একটি গাছে ধাক্কা মারে। ডানদিকে কাটিয়ে রাস্তায় উঠতেই বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ডাম্পারের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। গাছে ধাক্কা এবং নিয়ন্ত্রণ হারানোয় বাসের যাত্রীরা অনেকেই আসন ছেড়ে পড়ে যান। বাসের ঝাঁকুনিতে এক যাত্রীর মাথা বেরিয়ে যায়। ডাম্পারের পিছনে লেগে মাথা থেঁতলে যায়। পোলবা থানার পুলিশ স্থানীয় বাসিন্দাদের সাহায্যে আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। বাসটিকে আটক করেছে পুলিশ। চালক পলাতক। বাসের এক যাত্রী বলেন, 'বাসটির চালক আলিনগর থেকে চা কিনে চা খেতে খেতে বাস চালাচ্ছিলেন। তাতেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন।'

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
নমোকার ইনফ্রা এস্টেট ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস **৩০/৩১ কালাকার স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা, পব-৭০০০০৭ ভারত সম্পর্কিত**
....দরখাস্তকারী কোম্পানি

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে** অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"জাতীয় রাজধানি দিল্লিতে"** কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে। যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
৩০/৩১ কালাকার স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা, পব-৭০০০০৭ ভারত

নমোকার ইনফ্রা এস্টেট ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
তারিখ : ০৫.০৩.২০২৪ তেজপাল (ডিরেক্টর)
স্থান : কলকাতা ডিন-০৮১৪৪১৯১

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
শক্তি ধাম ভিনট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস **২, ক্ষেত্র দাস লেন, ৩য় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১২ ভারত সম্পর্কিত**
....দরখাস্তকারী কোম্পানি

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে** অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"জাতীয় রাজধানি দিল্লিতে"** কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে। যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
২, ক্ষেত্র দাস লেন, ৩য় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১২ ভারত

শক্তি ধাম ভিনট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
তারিখ : ০৫.০৩.২০২৪ বিবেক (ডিরেক্টর)
স্থান : কলকাতা ডিন-০৯১৭৮৬৬৬

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
টপ ক্লাস ট্রেডকম প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস **২, ক্ষেত্র দাস লেন, ৩য় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১২ ভারত সম্পর্কিত**
....দরখাস্তকারী কোম্পানি

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে** অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"জাতীয় রাজধানি দিল্লিতে"** কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে। যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
২, ক্ষেত্র দাস লেন, ৩য় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১২ ভারত

টপ ক্লাস ট্রেডকম প্রাইভেট লিমিটেড 'এর পক্ষে
স্বা/-
তারিখ : ০৫.০৩.২০২৪ বিবেক (ডিরেক্টর)
স্থান : কলকাতা ডিন-০৯১৭৮৬৬৬

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
জেমিনি কমার্স প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস **চাইবাসা রোড, ওয়ার্ড নং ৬, ডালমি ডাউন (অনুকূল ঠাকুর আশ্রমের বিপরীতে) ডালমি এন, ওড়িহা, পুরুলিয়া, পুরুলিয়া টাউন, পব - ৭২৩১০২, ভারত সম্পর্কিত**
....দরখাস্তকারী কোম্পানি

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **১ মার্চ ২০২৪ তারিখে** অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"জাতীয় রাজধানি দিল্লিতে"** কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে। যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
চাইবাসা রোড, ওয়ার্ড নং ৬, ডালমি ডাউন (অনুকূল ঠাকুর আশ্রমের বিপরীতে) ডালমি এন, ওড়িহা, পুরুলিয়া, পুরুলিয়া টাউন, পব - ৭২৩১০২, ভারত

জেমিনি কমার্স প্রাইভেট লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
তারিখ : ০৫.০৩.২০২৪ বিবেক (ডিরেক্টর)
স্থান : কলকাতা ডিন-০৯১৭৮৬৬৬

ফর্ম জি
বিবিটি এলিভেটেড রোড প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য নির্মাণ সম্পাদনের কাজে নিযুক্ত
১, নিউ বাটা রোড, মহেশতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৪০
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	বিবিটি এলিভেটেড রোড প্রাইভেট লিমিটেড U45400WB2014PTC200347
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	১, নিউ বাটা রোড, মহেশতলা, কলকাতা, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০১৪০
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	প্রযোজ্য নয়
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	শূন্য (কর্পোরেট ডেটরের অকার্যকর বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী)
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	ব্যালেন্স শিট পি অ্যান্ড এল, আর্থিক বর্ষ ২০২১-২২ এবং ২০২০-২১ শিডিউল সহ অন্যান্য তথ্যাদি পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে bbtelevatedroad@gmail.com ক্রেডিটরের তালিকা পাওয়া যাবে https://ibbi.gov.in/en/claims/corporate-personals
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয়পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : bbtelevatedroad@gmail.com
১০	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	১৯.০৩.২০২৪
১১	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৯.০৩.২০২৪
১২	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	০৩.০৪.২০২৪
১৩	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৩.০৪.২০২৪
১৪	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	১৮.০৪.২০২৪
১৫	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৮.০৫.২০২৪
১৬	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	bbtelevatedroad@gmail.com

শচীন গোপাল জাঠর
প্রস্তাব পেশাদার - বিবিটি এলিভেটেড রোড প্রাইভেট লিমিটেড
রেজি. নং IBBI/IPA-002/IP-N00640/2018-2019/11968
তারিখ : ০৪.০৩.২০২৪ এএফএ সার্টিফিকেট নং AA2/11968/02/191024/202936 বৈধ ১৯.১০.২০২৪ পর্যন্ত
স্থান : কলকাতা বি-১/৮, সমাদৃতা ইকোটিপি, ফেজ - ৩ ইকেটি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১০৭

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র
Bank of Maharashtra
জোনাল অফিস : কলকাতা, ৩ এন.এস. রোড, ম্যাকলিয়ড হাউস, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০০১
ইমেল : legal_cal@mahabank.co.in, dzmkolkata@mahabank.co.in
ফোন : ০৩৩ ৪০৩৭৪৯০৮

[রুল - ৮(১)] দখল নোটিশ

যেহেতু
ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, কলকাতা জোন, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার (১২) উপধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে ০৫.০৯.২০২৩ তারিখে **ঋণগ্রহীতা মেসার্স বীনাপানি ট্রেডার্স** স্বত্বাধিকারী **শ্রী সৌরভ গাইন এবং জামিনদাতা শ্রীমতি সবিতা গাইন** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ৪,৪০,০০,৭৮০ **টাকা (চার কোটি চল্লিশ লক্ষ সাতশ আশি টাকা) দাবি নোটিশের তারিখ থেকে প্রযোজ্য হারে সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ** ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। রেজিস্টার্ড এডি পোস্টে নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, নিকট উপরি উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত :-
১. রেজিস্ট্রিকৃত বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ পেট্রোল পাম্প জমি পরিমাণ ৭৫ শতক(ডেসিমেল) মৌজা : কবিলপুর, জেএল নং ৩৩৬, থানা : ডেবরা, জেলা : মেদিনীপুর পশ্চিম নিম্নোক্ত দাগ নং অধীনে :

দাগ নং	পরিমাণ
১০৬	১০ শতক
৯৭	১২ ডেসিমেল
৯৪	২০ শতক
১১৭	২১ ডেসিমেল
১০৭	৪ শতক
১১৬	৮ শতক

২. রেজিস্ট্রিকৃত বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৫ শতক, এবং তদস্থিত নির্মাণ (হোটেল ভবন) অবস্থিত মৌজা : কাবিলপুর, জেএল নং ৩৩৬, থানা : ডেবরা, জেলা : মেদিনীপুর পশ্চিম, পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন নিম্নোক্ত দাগ নং অনুযায়ী : -

দাগ নং	পরিমাণ
১১৬	৩ শতক
১১৩	২ শতক

তারিখ : ০৫.০৩.২০২৪, স্থান : কলকাতা ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার,

---

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
কটশিলা বাজার ব্রাঞ্চ
কটশিলা জাংশনের বিপরীতে, পো. জিউদারু
থানা - কটশিলা, জেলা - পুরুলিয়া, পব - ৭২৩২১৩

দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীনে)

যেহেতু :
এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) এবং ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (ই-এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক)** নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
"ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে ঋণগ্রহীতাগণ জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।"

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নাম গ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম (সম্পত্তির মালিক)	দায়বদ্ধ/বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত (সম্পত্তির সকল অংশ)	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টা)
১	**ক) কটশিলা বাজার শাখা খ) সঞ্জীব কুমার গ) ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা : প্রয়াত সঞ্জীব কুমার** পিতা প্রয়াত বিদ্যাধর কুমার সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী এবং প্রয়াত সঞ্জীম কুমারের আইনি উত্তরাধিকারীগণ- **শ্রীমতি টুম্পা কুমার** স্বামী প্রয়াত সঞ্জীব কুমার **শ্রী নীতিশ কুমার এবং শ্রী ঋতিক কুমার** উভয় পুত্র পিতা প্রায়াত সঞ্জীব কুমার এবং অন্যান্য আইনি উত্তরাধিকারীগণ যদি কিছু থাকে। **জামিনদাতাগণ : শ্রী নিরঞ্জন রজক** পিতা হরিপদ রজক **২. প্রয়াত বিদ্যাধর কুমার**	জমি এবং ভবন প্রয়াত সঞ্জীব কুমার পিতা প্রয়াত বিদ্যাধর কুমার এর নামে, অবস্থিত কোটশিলা, মৌজা : বামনিয়া, জেএল নং ২২৩, বামনিয়া বেলাডি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : কোটশিলা, জেলা : পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২৩২১৩, আরএস খতিয়ান নং ৩৩৬ এবং ৩৩৭, আরএস প্লট নং ১১৫১ জমির পরিমাণ ৩.২৫ ডেসিমেল এবং আরএস প্লট নং ১১৫২, জমির পরিমাণ ২.৭৫ ডেসিমেল, মোট জমির এরিয়া ৬.০০ ডেসিমেল। ভবন এরিয়া জিএফ ১২৮৮ বর্গফুট, এফএফ-১২৮৮ বর্গফুট, এসএফ ৪০০ বর্গফুট।	ক) ১৫.১২.২০২৩ খ) ২৯.০২.২০২৪ গ) ১,৪৬,০১,৪৪৫.০০ **টাকা** (এক কোটি ছেচল্লিশ লাখ এক হাজার চারশ পঁয়তাল্লিশ টাকা)

সম্পত্তির বিস্তারিত	খতিয়ান নং	জেএল নং	প্লট নং	শ্রেণি	ফ্ল্যাটের এরিয়া
বিক্রয় দলিল নং ১-২৪৬৫ তারিখ ২৪.১১.২০১০ এবং বিক্রয় দলিল নং ১-২৪৫৬ তারিখ ১৪.১১.২০১৪	৩৩৬ এবং ৩৩৭	২২৩	আরএস প্লট নং ১১৫১ জমির পরিমাণ ৩.২৫ ডেসিমেল এবং আরএস প্লট নং ১১৫২ জমির পরিমাণ ২.৭৫ ডেসিমেল মোট জমির পরিমাণ ৬.০০ ডেসিমেল	বাস্তু	জিএফ-১২৮৮ বর্গফুট এফএফ - ১২৮৮ বর্গফুট এসএফ - ৪০০ বর্গফুট (২০.১২.২০২১ তারিখে সাম্প্রতিকতম ভ্যালুয়েশন তথ্য অনুযায়ী)

চৌহদ্দি : উত্তরে - সম্পত্তির মালিক দক্ষিণে - ৬০ ফুট চওড়া পুরুলিয়া রাঁচি রোড, পূর্বে - সত্যবন কুমারের সম্পত্তি পশ্চিমে - জহর লাল কুমারের সম্পত্তি।

তারিখ : ২৯.০২.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কটশিলা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

Central Bank of India
(A Government of India undertaking)
পুরুলিয়া শাখা
পি.বি. নং ৪২, সরলা বালা দেবী ম্যানসন, গঙ্গানন্দ মুখার্জি স্ট্রিট
পুরুলিয়া, জেলা - পুরুলিয়া, রাজ্য - প.ব., পিন - ৭২৩ ১০১

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীনে

নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পুরুলিয়া শাখা** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ সালের সারফেসি আইন) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের সংস্থান অধীন ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে ঋণগ্রহীতাগণের উদ্দেশ্যে নোটিশে(গুলিতে) উল্লিখিত পরিমাণ সংশ্লিষ্ট নোটিশগুলি পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ(গুলি) ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-এর উদ্দেশ্যে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত ২০০২ সালের আইনের ১৩(৪) ধারার সংস্থান অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্তদের নামে থাকা সম্পত্তি নিম্নোক্ত তারিখ মতে স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)কে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিতক করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পুরুলিয়া শাখার নিম্নোক্ত উল্লিখিত মতে বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ (জামিনদত্ত সম্পত্তি) উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	এ/সির নাম ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং শাখার নাম	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ আদায় দাবি	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	মেসার্স আম্মান টেক্সটাইল স্বত্বা : আখতার মনসুরী জে কে কলেজ রোড, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২৩১০১। জামিনদাতা : আকবর মনসুরী জে কে কলেজ রোড, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২৩১০১। পুরুলিয়া শাখা	ক) ২৮.১২.২০২৩ খ) ০১.০৩.২০২৪ গ) ১৫,৩৮,৫৫২ টাকা (পনের লাখ আটত্রিশ হাজার পাঁচশ বাহান্ন টাকা) পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত	**সম্পত্তি আরবর মনসুরী, আখতার মনসুরীর নামে।** এরিয়া ১৬.৫২৮ ডেসিমেল, স্থান : জে কে কলেজ রোড, সম্পত্তির বিস্তারিত : ১) দলিল নং ৯১, তারিখ ০৭.০১.২০০৮, ২) দলিল নং ৪৪২৭ তারিখ ০৮.১২.২০০৮, ৩) দলিল নং ৪৪২৬ তারিখ ০৮.১২.২০০৮, ৪) দলিল নং ৫৫১২ তারিখ ০৮.১২.২০০৮, এবং ৫) দলিল নং ৪৭৭৯ তারিখ ৩১.১২.২০০৮, প্লট নং ১৫৩৪৭ এবং ১৫৩৪৮। **সম্পত্তির চৌহদ্দি (প্লট নং ১৫৩৪৭) :** উত্তরে : মোনা লস্কর এর ভবন, দক্ষিণে : মহ জামাল এর জমি, পূর্বে : মহ জামালের এবং নিজামের জমি, পশ্চিমে : জে কে কলেজ রোড। **সম্পত্তির চৌহদ্দি (প্লট নং ১৫৩৪৮) :** উত্তরে : শ্রী ইসলাম এর জমি, দক্ষিণে : শশধর গাঙ্গুলি রোড, পূর্বে : জহুরালমের জমি, পশ্চিমে : মহ জামালের জমি।
২	মেসার্স উৎকল অ্যাকোয়া ইন্ডাস্ট্রিজ স্বত্বাধিকারী : কিশান কুমার স্বামী জে কে কলেজ রোড, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২৩১০১। পুরুলিয়া শাখা	ক) ০৩.০১.২০২৪ খ) ০৪.০৩.২০২৪ গ) ১৩,৩২,০৬০.০০ টাকা (তেরো লাখ বত্রিশ হাজার ষাট টাকা) পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত	**সম্পত্তি কিশান কুমার স্বামী, মেসার্স উৎকল অ্যাকুয়া ইন্ডাস্ট্রিজ,** রাঘবপুর, পো রাঘবপুর, প্লট নং ২০৪/পি,জেএল নং ২৬০/৬৬, পুরুলিয়া , পিন : ৭২৩১০১, পশ্চিমবঙ্গ। এরিয়া : ৫৬ ডেসিমেল, স্থান : রাঘবপুর উৎকল অ্যাকুয়া ইন্ডাস্ট্রিজ কম্পাউন্ড, সম্পত্তির বিস্তারিত : বিক্রয় দলিল নং ১-২৯৮৫ তারিখ ১৩.০৯.২০১১, প্লট নং ২০৪ পি, আরএস খতিয়ান নং ৫১৮, জেএল নং ২৬০/৬৬, এরিয়া ৫৬ ডেসিমেল, মৌজা : রাঘবপুর, থানা : পুরুলিয়া। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : আরএস প্লট নং ২০৪, দক্ষিণে : আরএস প্লট নং ২০৪, পূর্বে : ১০ ফুট সড়ক, পশ্চিমে : দেবু বাউড়ির জমি।

তারিখ - ০৫.০৩.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান - পুরুলিয়া সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI
Relationship beyond banking
বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আমস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন- ৭১৩২১২, ই-মেইল- zo.bardhaman@bankofindia.com

বন্ধক রাখা স্বর্ণের গয়না/অলঙ্কার/মুদ্রার পাবলিক নিলামের জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নিম্নোক্ত স্বর্ণ ঋণ গ্রহীতা, তাদের বৈধ উত্তরাধিকারী, স্বর্ণালঙ্কার/অলঙ্কার/মুদ্রার ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তি এবং সাধারণ জনগণের নজরে আনা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বারংবার অনুস্মারক/নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাংকের পাওনা ঋণ পরিশোধ করছেন না। এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে যে যদি তারা **২৫.০৩.২০২৪** এর মধ্যে তাদের সমস্ত বকেয়া স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্টে (আপ-টু-ডেট সুদ এবং সমস্ত খরচ চার্জ/ খরচ সহ) জমা দিতে ব্যর্থ হয় তবে **২৬.০৩.২০২৪ তারিখের সকাল ১০:০০টা** থেকে তাদের অঙ্গীকারবদ্ধ সোনার গয়না/অলঙ্কার/মুদ্রাগুলি শাখা প্রেমিসেসে সর্বজনীন নিলামের জন্য রাখা হবে। এর জন্য, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের কোনো অসুবিধা বা ক্ষতির জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না এবং এই বিষয়ে কোনো ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো অভিযোগ বা প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করা হবে না।
বিডে অংশ নিতে আগ্রহী ব্যক্তিদের বায়না অর্থের জন্য নির্ধারিত সময়/তারিখের আগে শাখা ম্যানেজারের কাছে ৫০০০/- **টাকা (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)** জমা দিতে হবে। চূড়ান্ত বিডিংয়ে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের অবশ্যই ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ব্যাঙ্কে সম্পূর্ণ অর্থ জমা করতে হবে, তা না হলে ব্যাঙ্কে জমা করা তাদের বায়না বাজেয়াপ্ত করা হবে। যদি বিডিং মূল্য কম বা অপর্যাপ্ত বলে পরিলক্ষিত হয় তাহলে ব্যাঙ্ক কোনো কারণ না দেখিয়ে নিলাম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে। অধিকন্তু, যদি প্রয়োজন হয়, ব্যাঙ্ক উপরোক্ত নির্ধারিত নিলামের তারিখ, সময় বা স্থান পরিবর্তন করার বা কোনো কারণ না দেখিয়ে তা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

অ্যাকাউন্ট নং. এবং শাখা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঠিকানা	সোনার গ্রস ওজন
৪২০৩৭৭৬১০০০১৪০৭ এবং শ্যামসুন্দর শাখা	মানস দা	গ্রাম + পোস্ট- শ্যামসুন্দর, পিএস রায়না, পূর্ব বর্ধমান- ৭১৩৪২৪	৪.৪০ গ্রাম
৪৩৯২৭৭৬১০০০০০৩০১ এবং রামপুরহাট শাখা	হাফিজুল সেখ	পিতা- ইউনুসালি সেখ, গ্রাম- বগটুই সংঘটাপাড়া পোঃঅঃ+থানা- রামপুরহাট বীরভূম	১৪.০২ গ্রাম
৪২৬০৭৭৬১০০০০৪৩২ এবং বাঁকুড়া শাখা	সঞ্জীব সিংহ	বিকনা উপরপাড়া কেশিয়াকোলে বাঁকুড়া	২৩.২৫ গ্রাম
৪৩০৬৭৭৬১০০০০১০৩ এবং অন্ডাল শাখা	শ্যামা প্রসাদ কর্মকার	পিতা- গোপাল কর্মকার, ১৬/২, শঙ্করপুর, দুর্গাপুর-৭১৩২০৬	১৩.৪০ গ্রাম
৪২৩৬৭৭৬১০০০৪৬৮৮ এবং সাতগাছিয়া শাখা	দিলীপ দত্ত	গ্রাম- বিজুর, পোঃঅঃ- বিজুর, জেলা- বর্ধমান- ৭১৩৪২২	১০.৮০ গ্রাম
৪২৩৬৭৭৬১০০০৪৮০৮ এবং সাতগাছিয়া শাখা	দিলীপ দত্ত	গ্রাম- বিজুর, পোঃঅঃ- বিজুর, জেলা- বর্ধমান- ৭১৩৪২২	৫.৭০ গ্রাম
৪২৩৬৭৭৬১০০০৫৪৬৭ এবং সাতগাছিয়া শাখা	কাজী সাবিবুর রহমান	গ্রাম- জাবুই, পোঃঅঃ- জাবুই, জেলা- বর্ধমান-৭১৩১৪৬	৫২.৫০ গ্রাম

তারিখ: ০৫.০৩.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: দুর্গাপুর ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বেহাল রাস্তার কারণে মৃত্যু হয়েছিল মালডাঙা গ্রামের মামনি রায়ের

গ্রামবাসীদের দাবিমতো পথশ্রী প্রকল্পে হল রাস্তার শিলান্যাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বামনগোলা ব্লকের গোবিন্দপুর মহেশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বেহাল রাস্তার কারণে কয়েক মাস আগে খাটিয়া করে অসুস্থ রোগীকে নিয়ে যাওয়ার সময় মৃত্যু হয়েছিল তাঁর। আর এই ঘটনার পর গ্রামবাসীদের দাবিমতো পথশ্রী প্রকল্পে প্রায় চার কিলোমিটার রাস্তা তৈরির কাজের শিলান্যাস করা হল। সোমবার এই রাস্তা তৈরির কাজের শিলান্যাস কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়েছিলেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী সহ সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনের কর্তারা।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গোবিন্দপুর মহেশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মালডাঙা গ্রামের প্রায় ৪ কিলোমিটার নতুন রাস্তা তৈরি করা হবে। এ জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বরাদ্দ হয়েছে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা। প্রথম ধাপে এক কিলোমিটার পাকা রাস্তা তৈরির কাজ হবে। এরপর ধাপে ধাপে বাকি রাস্তার কাজ সম্পন্ন করা হবে। এদিন সেই রাস্তার কাজের শিলান্যাস করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর আদিবাসী অধ্যুষিত বামনগোলা ব্লকের মালডাঙা গ্রামে বেহাল রাস্তার কারণে অসুস্থ মামনি রায় নামে এক রোগীকে অ্যাম্বুল্যান্স না পেয়ে খাটিয়া করে ঘাড়ে ঝুলিয়ে নিয়ে যান পরিবারের লোকেরা। এরপরেই নিকটবর্তী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে ওই মহিলা রোগীর মৃত্যু হয়। গ্রামের একমাত্র বেহাল রাস্তার কারণেই মামনি রায়ের এই মৃত্যুকে ঘিরে শুরু হয় রাজনৈতিক তরজা। এমনকী অসন্তোষ তৈরি হয় মালডাঙা গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে। সেই পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখেই সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত প্রশাসনের পক্ষ থেকেই ওই এলাকার চার কিলোমিটার রাস্তা নতুন করে তৈরি উদ্যোগ নেওয়া হয়।

যদিও এ প্রসঙ্গে উত্তর মালদার বিজেপির সহ-সভাপতি বীণা সরকার কীর্তনীয়া জানিয়েছেন, লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল রাজনীতি করতেই এই রাস্তার কাজ শুরু করেছে।

এদিন এই রাস্তার কাজের শিলান্যাস পর বিধায়ক রহিম বক্সী বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর মমতা ব্যানার্জির উদ্যোগে পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে গোটা রাজ্যজুড়ে রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। অথচ কয়েক মাস আগে রাজনীতির স্বার্থে বিজেপির সাংসদ খগেন মুর্মু অনেক বড় বড় ভাষণ দিয়ে গিয়েছিলেন। এরপর তাকে আর দেখা যায়নি। কিন্তু রাজ্য সরকার পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে ওই এলাকার ৪ কিলোমিটার রাস্তা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। তারই শিলান্যাস কর্মসূচি এদিন গ্রহণ করা হয়। মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই মালডাঙা গ্রামের প্রায় ৪ কিলোমিটার রাস্তা তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। এবার থেকে এই গ্রামে জরুরি পরিষেবামূলক গাড়ি প্রবেশ করতে পারবে। গ্রামবাসীরা যে দাবি করেছিলেন তাই এদিন পূরণ হয়েছে।

গোঘাটে আবাস যোজনায় ঘর-না পেয়ে আতঙ্ক রাত কাটছে ভগ্নপ্রায় বাড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ঝড়বৃষ্টিতে নিদ্রাহীন রাত কাটান বেশ কয়েকটি অসহায় বৃদ্ধ দম্পতি থেকে শুরু করে কয়েকটি পরিবার। এই অসহায় দৃশ্য দেখা যাচ্ছে আরামবাগ মহকুমার গোঘাটে। আবাস যোজনায় ঘর না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন গোঘাটের ওই পরিবারগুলি। জানা গেছে, গোঘাটের ওই গ্রামে বেশ কয়েকটি পরিবার ভগ্নপ্রায় মাটির বাড়িতে বসবাস করেন। অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধারা মাটির বেহাল বাড়িতে নিদ্রাহীন ভাবে বসবাস করছেন। কখন ভেঙে পড়বে, এই চিন্তায় অস্থির তারা। তাদের অভিযোগ প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই ভোট এলেই প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু আবাস যোজনায় বাড়ি হয়নি বলে অভিযোগ। গাছের শুকনো পাতা ঝরে পড়া শুরু হলেই আতঙ্কে ভুগতে থাকেন। এবার কালবৈশাখী শুরু হবে। ত্রিপলের ছাউনি দেওয়া ভাঙাচোরা বাড়ি ছেড়ে আশ্রয় নিতে হবে প্রতিবেশীর বাড়িতে। বৃষ্টির জল ফুটো ত্রিপল গলে ভেসে যায় চারদিক। নিদ্রাহীন রাত কাটাতে হচ্ছে তাদের। বাঁশের খুঁটি যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে, ছাউনির নতুন ত্রিপল কেনারও সাধ্য নেই। ভোট এলেই শুধুই প্রতিশ্রুতি মেলে। সরকারি পাকা বাড়ি পাননি গোঘাট গ্রামের বাসিন্দারা। সরকারি আবাস যোজনা, নতুন বাড়ি, পাকা ছাদ এসব শুনলে একসময় মনে আশার সঞ্চার হত। এখন শুধু হতাশাই সম্বল। ওই গ্রামের বৃদ্ধ মানুষ আনন্দ মোহন ব্যানার্জী মনে করেছিলেন

বছর দুয়েক আগে মিলেছিল আশ্বাস। আর ত্রিপলের ছাউনির ঘরে থাকতে হবে না। নিজেদের বাড়ি হবে। তাঁরা ভেবেছিলেন এবার আর কালবৈশাখী ঝড় এলে পাশের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে না। ভরা বর্ষায় ফুটো ত্রিপল দিয়ে জল পড়বে না ঘরে। শীতের উত্তরের হাওয়া থেকেও রক্ষা পাবেন। কিন্তু

দীর্ঘ সময় পেরিয়েছে। কিন্তু আশা পূরণ হয়নি। অপরদিকে সবিতা কুণ্ডু নামে এক মহিলা বলেন, ভোটের সময় বলে ঘর হবে। কই কিছুই হয়নি। এই বিষয়ে গোঘাট এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি বিজয় রায় বলেন, আবাস যোজনার টাকা বন্ধ রয়েছে সেটা আপামোর জনগণ জানে। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছে না। ২০২১ সালে বিজেপি হেরে যাওয়ায় কেবলমাত্র প্রতিহিংসার রাজনীতি করে টাকা দিচ্ছে না। আমরা চাই কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার বকেয়া টাকা পাঠাক, তাহলে এই সব অসহায় মানুষের পাকার বাড়ি হবে। সবমিলিয়ে এই সমস্ত অসহায় মানুষরা রাজনীতির টানা পোড়েনে পড়ে ভগ্নপ্রায় মাটির বাড়িতে বাস করছেন। এখন দেখার এদের পাশে দাঁড়াতে প্রশাসন কি পদক্ষেপ নেয়।

পুকুরের জলে উঠে এল কালী মূর্তি, অলৌকিক ঘটনা শান্তিপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: পুকুরের জল থেকে উঠে এল পাথরের তৈরি কালী প্রতিমা, শোরগোল এলাকায়। প্রতিমার মাথায় দুধ ঢেলে অভিষেক এলাকাবাসীর। পুকুরের জল থেকে ওঠা কালী আরাধনায় মত্ত হলেন এলাকাবাসী। এমনই আশ্চর্য ঘটনাটি ঘটে সোমবার নদিয়ার শান্তিপুর ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বক্তার ঘাট সংলগ্ন একটি পুকুরে। স্থানীয়দের দাবি, রবিবার পুকুর পরিষ্কারের কাজ হয়েছিল, কিন্তু তখন এই মূর্তি কোনও রকম ভাবেই নজরে পড়েনি কারোরই। সোমবার সকাল আটটা নাগাদ পুকুরের ধারে ওই মূর্তিটিকে দেখতে পায় স্থানীয়রা, এরপর এলাকা জুড়ে শুরু হয় শোরগোল। দূর দূরান্ত থেকে দেখতে আসে ভক্তরা। কালী মূর্তিকে বসিয়ে

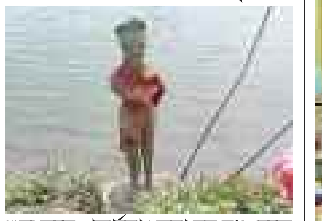

শুরু করে পূজার্চনা। করা হয় দুধ ঢেলে অভিষেক। এছাড়াও প্রণামী দিতেও দেখা যায় স্থানীয়দের। একাংশদের দাবি, এই মূর্তি তারা পুজো করবেন, এবং ভক্তরা সাহায্য করলে মন্দির স্থাপন করে পূজার্চনা চালিয়ে যাবেন। যদিও বিজ্ঞানমতে এই ঘটনা অলৌকিক হলেও বাস্তবে দেখা গেল নদিয়ার শান্তিপুরে।

রবিবার বারাসাতের ব্রেনওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত দু'দিনের জাতীয় কনফারেন্সে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখছেন পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ কাজি মাসুম আখতার। উপস্থিত ছিলেন কয়েকশো আইন পাঠরত ছাত্রছাত্রী-সহ রাজ্যের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যক্ষগণ। আলোচনার বিষয় ছিল আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স-এর নব্য গতিবিধি সম্পর্কে আইনের পড়ুয়াদের সচেতন করা।

দিনের পর দিন লটারি কেটে পুরস্কার না মেলায় আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: দিনের পর দিন লটারি কাটার নেশা। কিন্তু লটারিতে টাকা না পাওয়ায় মানসিক অবসাদে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী নদিয়ার ফুলিয়া বাসস্ট্যান্ড পাড়া এলাকার ৬১ বছর বয়সি তাঁত শ্রমিক রঞ্জন বসাক। মৃত ব্যক্তির ছেলে সঞ্জয় বসাকের দাবি, রবিবার রাতে হঠাৎই তার বাবাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। খানিকটা বাদেই দেখে বাড়ির পাশেই একটি চালার নিচে তার বাবা ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে তৎক্ষণাৎ পুলিশ গিয়ে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় হাসপাতালে, যদিও চিকিৎসাকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। ছেলে সঞ্জয় বসাক জানান, তার বাবা দীর্ঘদিন ধরে লটারি কাটায় অভ্যস্ত ছিল। একবারই শুধু লটারির টাকা পেয়েছিল, আর তারপর থেকে আরও লটারি কাটার নেশা আরও বেড়ে যায়। কিন্তু বারে বার বঞ্চিত হয় বাবা। যদিও টাকা না পেয়ে মানসিক অবসাদের শিকার হয়ে পরে সে। এই আত্মহত্যার পেছনে লটারি কাটার নেশা বলে দাবি করছেন ছেলে সঞ্জয়। সোমবার মৃতদেহটি উদ্ধার করার পাশাপাশি ময়না তদন্তের জন্য রানাঘাট পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়। অন্যদিকে ব্যক্তির আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় হতবাক গোটা পরিবার।

হিরণের সমর্থনে ঘাটালে শুভেন্দুর পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি আসনের মধ্যে ইতিমধ্যেই ২০টি আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে গেরুয়া শিবির। এবার ঘাটালে বিজেপির পদ্ম ফুলের প্রার্থী হয়েছেন খড়গপুরের বিজেপি বিধায়ক তথা অভিনেতা হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায়। সোমবার বিকেলে ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের প্রচারে রোড শো করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। ঘাটালের রানিচক থেকে দীর্ঘ প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা পরিক্রমা করেন হিরন্ময় ও শুভেন্দু। পদযাত্রার পরে ঘাটাল এসডিও অফিসের সামনে সভা করেন শুভেন্দু অধিকারী। সভা মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দীপক অধিকারীকে কটাক্ষ করে বক্তব্য রাখেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রোড শোতে বিজেপির কর্মী সমর্থকদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো।

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র
জোনাল অফিস কলকাতা
ম্যাকলিয়ড হাউস, ৩ এন.এস. রোড, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন : ০৩৩ ৪০৩৭ ৪৯০৫, ইমেল : dzmkolkata@mahabank.co.in

দাবি নোটিশ ১৩(২) ধারা অধীনে

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইটারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, কলকাতা জোনের সংশ্লিষ্ট শাখাগুলিতে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্টগুলিকে এনপিএ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, ব্যাঙ্ক নীচে উল্লেখিত তারিখগুলিতে সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে নোটিশ জারি করেছে। সকলের অবগতির জন্য এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে। নীচের উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাদের কাগজে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, কলকাতা জোনের সংশ্লিষ্ট শাখাগুলিতে অর্থ প্রদানের জন্য বলা হয়েছে ভবিষ্যতের সুদের সাথে তারিখ গুলিতে নীচে উল্লেখিত পরিমাণগুলি চুক্তিভিত্তিক হারে, দাবি নোটিশের তারিখ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত, ঋণ/এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদিত অন্যান্য চুক্তি এবং নথির অধীনে। উল্লিখিত চুক্তি এবং নথির অধীনে ঋণগ্রহীতার বাধ্যবাধকতার প্রতি নিরাপত্তা হিসাবে, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, কলকাতা জোনের শাখাগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পদগুলি দেখানো হয়েছে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/শাখার নাম / ঠিকানা	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) এনপিএ তারিখ গ) অ্যাকাউন্ট নং	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত
১. মেসার্স বর্ধমান ট্রেডিং কোম্পানি স্বত্বা : শ্রী রাকিবুল হোসেন, ১০৯/সি, পীরভারাম ডাঙ্গাপাড়া নতুনগঞ্জ বর্ধমান ৭১৩১০২; ২. শ্রীমতি হালিমা খাতুন ১০৯/সি, পীরভারাম ডাঙ্গাপাড়া নতুনগঞ্জ বর্ধমান ৭১৩১০২। **শাখা : বর্ধমান**	ক) ১৪.০৩.২০২৩ খ) ২৮.০১.২০২৩ গ) ৬০৩৮৭২৯৮৫১০, ৬০৩৫৭৬১৪৪৫২	**১৫,৫৫,৯৩৮ টাকা (পনের লাখ পঞ্চান্ন হাজার নশো আটত্রিশ টাকা) টাকা** অধার্য সুদ সহ ১৪.০৩.২০২৩ থেকে প্রযোজ্য হারে	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ০.০২৩৪ একর অবস্থিত মৌজা : বর্ধমান জেএল নং ৩০, আরএস খতিয়ান নং ২৮৯৭ এবং ৫২২৬, এলআর খতিয়ান নং ১৮৪৫৮ এবং ১৫৪৫৭, আরএস প্লট নং ৫২৩৩, ৫২৩৪, এলআর প্লট নং ৩৯৪৮, মহল্লা পীরবাহারাম রোড, ডাঙ্গাপাড়া ওয়ার্ড নং ১৯ হোল্ডিং নং ১০৯/সি, বর্ধমান পুরসভা অধীন, পো নতুনগঞ্জ, থানা এবং জেলা : বর্ধমান, পিন : ৭১৩১০২।
১. **নির্মল ঘোষ** ১৬ নং ওয়ার্ড, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা, কৃষ্ণপুর সমর সরণি, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১০২ (ঋণগ্রহীতা) ২. **শ্রী অনিল কুমার ঘোষ** ১৬ নং ওয়ার্ড, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা, কৃষ্ণপুর সমর সরণি, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১০২ **(সহ-ঋণগ্রহীতা)** ৩. **শ্রী পল্টু ঘোষ** ১৬ নং ওয়ার্ড, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা, কৃষ্ণপুর সমর সরণি, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১০২ **(জামিনদাতা) শাখা : সল্টলেক**	ক) ২৭.০২.২০২৪ খ) ০১.০২.২০২৪ গ) ৬০০৪৪২৬৮১৯৮	**৩,৬০,৫৮০ টাকা (তিন লাখ ষাট হাজার পাঁচশ আশি টাকা) টাকা** অধার্য সুদ সহ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে প্রযোজ্য হারে	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ১ কাঠা ১২৩ ছটাক ১২ বর্গফুট এবং তদস্থিত নির্মিত ভবন অবস্থিত জেএল নং ১৭, আরএস দাগ নং ১৮০, তৌজি নং ২২৮/২২৯, আরএস নং ১০৫১, খতিয়ান নং ১০৮০, সিএস সাবেক ৫৮৮৭ হাল আরএস দাগ মৌজা কৃষ্ণপুর, সমর সরণি, ১৬ নং ওয়ার্ড, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১০২,এডিএসআরও বিধাননগর সল্টলেক সিটি , অনিল কুমার ঘোষ এর মালিকানাধীন, উল্লেখ্য দলিল নং ৩০৮২/২০০৯ তারিখ ০৬.০৪.২০০৯। **জমি এবং ভবন এর চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে :** ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **পূর্বে :** সরজিৎ ঘোষের ভবন, **পশ্চিমে :** ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **দক্ষিণে :** অজিত কুমার ঘোষের ভবন।
১. **শ্রীমতি শশী রানা** স্বামী প্রয়াত শ্রী প্রসাদ রানা, সিআর দাস রোড, জিং ল্যাডেনলাট্টা, লেবং, শিক্ষা সাং প্রাইমারি স্কুলের নিকট ওয়ার্ড নং ৩২, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০১ **(ঋণগ্রহীতা)** ২. **শ্রী পরবেশ রানা** পিতা প্রয়াত শ্রী প্রসাদ রানা, সিআর দাস রোড, জিং ল্যাডেনলাট্টা, লেবং, শিক্ষা সাং প্রাইমারি স্কুলের নিকট ওয়ার্ড নং ৩২, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০১ **(সহ- ঋণগ্রহীতা)** ৩. **শ্রীমতি সুষমা সারকি** স্বামী গোপাল সুন্দাস, সুকনা বাজার, পো : সুকনা, জেলা : দার্জিলিং, শিলিগুড়ি পশ্চিমবঙ্গ : ৭৩৪009 **(জামিনদাতা) শাখা : শিলিগুড়ি**	ক) ২৭.০২.২০২৪ খ) ১০.০২.২০২৪ গ) ৬০৩৮০৪৩০৯৬৩ ৬০৪১৫৮৪৫৩৫১	**৪০,৫১,৫৫০ টাকা (চল্লিশ লাখ একান্ন হাজার পাঁচশ পঞ্চাশ টাকা) টাকা** অধার্য সুদ সহ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে প্রযোজ্য হারে	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বাস্তু জমি পরিমাণ ০.০৩১৩ একর এবং তদস্থিত বসবাসের ভবন অবস্থিত এলআর প্লট নং ১১৪ এবং ১১৫, এলআর খতিয়ান নং ১১০২, জেএল নং ০২৪, মৌজা : দার্জিলিং, সিট নং ০১, থানা এবং জেলা : দার্জিলিং অবস্থিত ১১৭/২। সিআর দাস রোড, জিং লেডেংলা হাট্টা, দার্জিলিং পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩২ অধীন। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** শ্রীমতি সালিনা রানার সম্পত্তি, **পূর্বে :** ৪ ফুট সড়ক, **পশ্চিমে :** সড়ক, **দক্ষিণে :** ৪ ফুট সড়ক।

তারিখ : ০৫.০৩.২০২৪, স্থান : কলকাতা স্বা/- অ্যাসি. জেনারেল ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১

পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত এবং** 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে **২২.০৩.২০২৪ তারিখে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট বকেয়া পরিমাণ নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মুল্য খ) ইএমডি পরিমাণ এবং তারিখ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা
১.	ক) **মেসার্স বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, ঠিকানা :** ৪৯, ডি এন ঘোষ রোড, বজ বজ, কলকাতা : ৭০০১৩৭, **শ্রী তাপস রায় (স্বত্বাধিকারী) শ্রীমতি রিঙ্কু রায় (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা) এবং শ্রী তন্ময় রায় (জামিনদাতা) খ) বজ বজ শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ কমবেশি ৩৯১৯ বর্গফুট ৫ কাঠা ৭ ছটাক ৪ বর্গফুট জমি এবং ফ্যাক্টরি অবস্থিত পরগনা বালিয়া, মৌজা : বেঞ্জানহেরিয়া, তৌজি নং ৩৫৩, জেএল নং ১৪, খতিয়ান নং ১৫৩০, আরএস দাগ নং ৩৬, দাগ নং ৬৬৮ এবং ৬৬৯, বজ বজ পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৯ অধীন, পো এবং থানা : বজ বজ, কলকাতা : ৭০০১৩৭ জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, শ্রীমতি রিঙ্কু রায়ের নামে সমুদয় সম্পত্তি। জমির চৌহদ্দি : উত্তরে : অংশত জমি আরএস দাগ নং ৬৬৮ এবং ৬৬৯, দক্ষিণে : ২০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : অংশত জমি আরএস দাগ নং ৬৬৮, পশ্চিমে : অংশত জমি আরএস দাগ নং ৬৬৯। (দলিল নং ১-২৭৩০-২০০৬ সালের)।	৪৯,৫৯,০৫৩.০০ টাকা (উনপঞ্চাশ লাখ উনষাট হাজার তিপান্ন টাকা) পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ২৮,০০,০০০.০০ টাকা খ) ২,৮০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB30020852528 ঙ) নেই

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২২ মার্চ ২০২৪ (২২.০৩.২০২৪) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapifin@mstcecommerce.com**।

সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।

ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/অংশীদার(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতাগণের-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ০৫.০৩.২০২৪
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮-৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: রূপশা ভৌমিক চক্রবর্তী, ই-মেইল আইডি: sbi.15196@sbi.co.in, মোবাইল নং- ০৯৬৭৪৭৬৬২৩৮

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ (৬) এবং রুল ৯(১) এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকিকৃত আছে, যার **বাস্তবিক দখল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** সিকিউরড ক্রেডিটর -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২১.০৩.২০২৪** তারিখে। ইচ্ছুক দরদাতা/দের তার ইএমডির পরিমাণ মেসার্স এমএসটিসি-এর সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** -এ তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে এনইএফটি/ আরটিজিএস ট্রান্সফারের মাধ্যমে অকশনের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২১.০৩.২০২৪

সময়: ১২০ মিনিট দুপুর ১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

প্রি-বিড ইএমডি পেমেন্ট করার শেষ তারিখ- "আগ্রহী দরদাতা ই-অকশন বন্ধ হওয়ার আগে এমএসটিসি-এর কাছে প্রাক-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। এমএসটিসি -এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থপ্রদানের প্রাপ্তির এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে এই ধরনের তথ্য আপডেট করার পরেই বিডারকে প্রাক-বিড ইএমডির ক্রেডিট দেওয়া হবে । ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই দরদাতাদের, তাদের নিজেদের স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে প্রি-বিড ইএমডির পরিমাণ ভালোভাবে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।"

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতার নাম, ঠিকানা, সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা	ক. সংরক্ষিত মুল্য খ. বায়না অর্থ জমা (ইএমডি)	বকেয়া পাওনা	ক. দ্বায়বদ্ধতা খ. দখলের অবস্থা
১.	ঋণগ্রহীতা: জিআরএস প্রজেক্টস অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাঃ লিঃ শ্রী সৌমিক ঘোষ (জিআরএস প্রজেক্টস অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাঃ লিঃ -এর ডিরেক্টর/ জামিনদার) শ্রীমতী রাজরূপা ঘোষ (জিআরএস প্রজেক্টস অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাঃ লিঃ -এর জামিনদার) সৃষ্টি অ্যাপার্টমেন্টে ফ্ল্যাট নং এ-২ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, সেকেন্ড ফ্লোরের উত্তর-পূর্ব দিকে, প্রায় ৮৭৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এলাকা পরিমাপের এবং জমির আনুপাতিক শেয়ার এবং প্রেমিসেসের সাধারণ এলাকা সুবিধাসমূহ সহ, মৌজা- কইখালী, জেএল নং- ৫, আরএস দাগ নং- ৫২৬, খতিয়ান নং ২৮০ এর অধীনে, খন্ড খতিয়ান নং- ৫১৩ প্রেমিসেস নং ১৫৬/৩৩, মালিরবাগান, কৈখালী, থানা - এয়ারপোর্ট, জেলা-২৪ পরগণা (উঃ)-৭০০০৫২। (২০০৬ সালের উপহার দলিল নং-৫২০৮ এবং ২০০৭ সালের সংশোধিত দলিল নং- ২৫৩৬ সৌমিক ঘোষের নামে)	ক) ১৮,৯৭,০০০.০০ টাকা খ) ১,৮৯,৭০০.০০ টাকা	৬,৪০,০২,২৫৯.৬৬ টাকা সহ ৩১.০১.২০২০ তারিখে অর্জিত অনাদায়ী সুদ এবং চার্জ যা সিকিউরড ক্রেডিটর -এর কাছে বকেয়া	ক. জানা নেই খ. বাস্তবিক দখল যোগাযোগের ব্যক্তি : ৯৬৭৪৭ ৬৬২৩৮ ৯৬৭৪৭ ১১২৫৫

দর বৃদ্ধির পরিমাণ: ২৫,০০০.০০ টাকা
পরিদর্শনের তারিখ: ১৪.০৩.২০২৪

সম্পত্তি অনুসন্ধানের জন্য

এসবিআই ওয়েবসাইট Sbi.co.in	সম্পত্তি আইডি SBIN100001798356	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

বিক্রির বিশদ, নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিওরড ক্রেডিটরস ওয়েবসাইট: www.sbi.co.in এবং সংশ্লিষ্ট ই-অকশন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য তৈরী : https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।

ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ০৫.০৩.২০২৪
স্থান: কলকাতা
কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

অ্যাপকার গার্ডেন শাখা
৮, জি.টি. রোড, উদরেজ ভবন
প্রথম তল, পিন - ৭১৩ ৩০৪
ই-মেইল: apcargarden.asansol@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধি দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, অ্যাপকার গার্ডেন শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **২০.০৩.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, অ্যাপকার গার্ডেন শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে নিচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখ করা ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ জামিনদার(গণ)-এর থেকে
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) **১. শ্রী রাকেশ রোসান ভার্মা (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)** পিতা- শ্রী উমেশ চন্দ্র ভার্মা ,ময়দা কল মোড়, শহীদ সুকুমার পল্লী, আসানসোল, পিন - ৭১৩ ৩০৩, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান। **জামিনদার: ১. শ্রী মিথিলেশ কুমার ভার্মা,** পিতা- শ্রী উমেশ চন্দ্র ভার্মা **২. শ্রীমতী নীতু ভার্মা,** স্বামী- রাকেশ রোশন ভার্মা **দুজনেরই ঠিকানা-** ময়দা কল মোড়, শহীদ সুকুমার পল্লী, আসানসোল, পিন- ৭১৩ ৩০৩, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান। **খ) অ্যাপকার গার্ডেন শাখা**	এম. এফ. প্লাজায় জি+৪ তলা বিল্ডিং এম.এফ. প্লাজা অ্যাপার্টমেন্টের চতুর্থ ফ্লোরে ২ বিএইচকে ফ্ল্যাট যার ফ্ল্যাট নং ডি৪ এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যার সুপার বিল্ট আপ এলাকার পরিমাপ ৮৭৫ বর্গফুট সেইসঙ্গে প্রথম তলায় একটি ২ হুইলার পার্কিং স্পেস সহ। মৌজা- আসানসোল, জেএল নং ৩৫, আরএস প্লট নং ৯৫১, আসানসোল দক্ষিণ থানার অধীনে আরএস খতিয়ান নং ৪৫৪, ওয়ার্ড নং ১৯, এস.পি. মুখার্জি রোড, মুরগাসোল গুরুদ্বারের কাছে, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, আসানসোল পৌর কর্পোরেশনের অধীনে, পশ্চিমবঙ্গ-তে। **নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - রাস্তা এবং শ্রী আর পি শ' এর বাড়ি, দক্ষিণ - রোড, পূর্ব - শ্রী কালিদাস ভট্টাচার্য ও অন্যান্যদের সম্পত্তি এবং পশ্চিম - এস. পি. মুখার্জি রোড দ্বারা।	**২৯,৮০,৪৪১.০০ টাকা** (শুধুমাত্র উনিশ লক্ষ আটাশ হাজার চারশ একচল্লিশ টাকা) **২৯.০২.২০২৪** অনুযায়ী তদুপরি ০১.০৩.২০২৪ থেকে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয়।	**ক) ১৫,৮০,০০০.০০ টাকা (*)** (পনের লক্ষখ আশি হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,৫৮,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ আটান্ন হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB50455933469** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**
২.	ক) **ঋণগ্রহীতা- ১. মেসার্স ডেন্ডওয়া ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেকানিক্যাল ওয়ার্কস, স্বত্বাধিকারী- মহঃ মকবুল আলম** পাটিয়ানা মহল্লা, পোস্ট ও থানা- কুলটি, আসানসোল, পিন - ৭১৩৩৪৩ **২. মহঃ মকবুল আলম (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)** পাটিয়ানা মহল্লা, পোস্ট ও থানা- কুলটি, আসানসোল, পিন - ৭১৩৩৪৩। **জামিনদার: মহঃ ইফতেখার আলম** পাটিয়ানা মহল্লা, পোস্ট ও থানা- কুলটি, আসানসোল, পিন - ৭১৩৩৪৩ **খ) অ্যাপকার গার্ডেন শাখা**	**মহঃ মকবুল আলমের নামে সম্পত্তির** ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার বিক্রয় দলিল নং ৫০৩০/১৯৯৩ তারিখ- ০৩.০৮.১৯৯৩, বিক্রয় দলিল নং- ৫০২৯/২০১৯ তারিখ- ০৩.০৮.২০১৯, হেবানামা নং- ৪৪২৬/২০০ তারিখ-২৬.০৮.২০০৫, মৌজা- সালানপুর, জে.এল. নং ২৭, প্লট নং ০৬, সালানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে খতিয়ান নং ৭৯৫, এলাকা- ০৩ কাঠা, ডেন্ডওয়া চিত্তরঞ্জন রোড, থানা- সলানপুর, জেলা- বর্ধমান, পিন- ৭১৩ ৩৫৭। **নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- শ্রী ধনরাজ স্টেয়ার এর ক্রাশার, দক্ষিণ- সুখদেব মোদীর বিল্ডিং, পূর্ব- নিয়ামতপুর চিত্তরঞ্জন রোড, পশ্চিম - অন্যদের খোলা জমি দ্বারা।	**৫৭,৬৭,১৯৮.০০ টাকা** ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্টে, **৮,৭৬,৭৮৫.০০ টাকা** মেয়াদী ঋণ, মোট বকেয়া **৬৬,৪৩,৯৮৩.০০ টাকা** (ছেষট্টি লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার নয়শো তিরাশি টাকা মাত্র) **০২.০৩.২০২৪** অনুযায়ী তদুপরি ০৩.০৩.২০২৪ থেকে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয়।	**ক) ২৩,৫০,০০০.০০ টাকা (*)** (তেইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২,৩৫,০০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB50223786258** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হওয়া উচিত

পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : ০২.০৩.২০২৪ থেকে ০৪.০৩.২০২৪ (ক্র. নং ১ এর জন্য) এবং ০৪.০৩.২০২৪ থেকে ০৫.০৩.২০২৪ (ক্র. নং ২ এর জন্য) সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকাল ০৪.০০ টার মধ্যে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ - ২০.০৩.২০২৪; সময় - সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা

ই-অকশন পরিষেবা প্দানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩ ২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২** এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস **ibapiop@@mstcecommerce.com**, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ) / জামিনদার(গণ) / বন্ধকদাতা (গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ২৯.০২.২০২৪ (ক্র. নং ১ এর জন্য), ০২.০৩.২০২৪ (ক্র.নং ২ এর জন্য)
স্থান : আসানসোল
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

১০ দিনে একডজন রাজ্যে ২৯ কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ: লোকসভা ভোটের আগে আগামী ৬ ও ৯ মার্চ রাজ্য আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মিডিয়া সূত্রে এই খবর জানা রাজ্যবাসীর। ওই দুদিনের মধ্যে বারাসাত ও শিলিগুড়িতে সভার করার কথা রয়েছে তাঁর। সোমবার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে প্রকাশিত তথ্যে জানা গেল, আগামী ১০ দিনে দেশের ১২ রাজ্যে সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী। অর্থাৎ প্রার্থী ঘোষণা থেকে ভোটপ্রচার, সবেতেই এগিয়ে থাকছে গেরুয়া শিবির।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১০ দিনে একডজন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ২৯টি কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। সোমবার, ৪ মার্চ থেকে শুরু হবে একের পর এক কর্মসূচি। এর জন্য পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, অসম, অরুণাচল প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাত, রাজস্থান, দিল্লিতে, তেলঙ্গানা, তামিলনাড়ু ও জম্মু ও কাশ্মীরে যাচ্ছেন মোদি।

৪ মার্চ যাত্রা শুরু হয়েছে দেশের দক্ষিণ অংশ থেকে। শুরুতেই তেলঙ্গানা ও তামিলনাড়ু সফর করছেন মোদি। তেলঙ্গানায় বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনার পর আদিলাবাদে রয়েছে জনসভা। তামিলনাড়ুতে কলপক্কমে ভারতীয় নাভিকীয় বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের দপ্তরে যাবেন। তার পর চেন্নাইতে জনসভা করবেন। ৫ মার্চ ফের তেলঙ্গানায় ফিরবেন। সঙ্গারেড্ডীতে বেশ কিছু সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধনের পর জনসভা করবেন। সেদিনই ওড়িশায় উদ্দেশে যাত্রার কথা। একাধিক সরকারি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন চণ্ডীখোলে। সেখানেই জনসভা।

৬ মার্চ কলকাতায় আসবেন মোদি। উদ্বোধন করবেন ১৫,৪০০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্প। এদিনই গঙ্গার নিচ দিয়ে চলা হাওড়াগামী মেট্রোর উদ্বোধন করবেন। জনসভা করবেন বারাসাতে। একই দিনে পৌঁছে যাবেন বিহারে। সেখানে ১২,৮০০ কোটি টাকার প্রকল্প উদ্বোধনের কথা রয়েছে তাঁর। ৭ মার্চ রাজ্য সফরের চতুর্থ দিনে জম্মু ও কাশ্মীরে যাবেন মোদি। শ্রীনগরে সভা করবেন। ২০১৯ সালের অগস্টে সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিলের পর এই প্রথম ভূস্বর্গে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। এদিনই রাজধানী দিল্লিতে ফিরবেন।

৮ মার্চ দিল্লিতে প্রথম ন্যাশানল ক্রিয়েটরস্ অ্যাওয়ার্ডে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী। শুক্রবার দিল্লি থেকে তিনি চলে যাবেন অসমে। একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। ৯ মার্চ যাবেন অরুণাচল প্রদেশে। পশ্চিম কামেঙে টানেল উদ্বোধন করবেন। ইটানগরে গিয়ে সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। সেখান থেকে ফের পাড়ি দিবেন অসমে। জোরহাটে লাচিত বোড়ফুকনের মূর্তি উন্মোচন করবেন মোদি।

মহুয়ার আবেদন ফের খারিজ করল দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ: আবারও আদালতে ধাক্কা খেলেন তৃণমূল নেত্রী তথা প্রাক্তন সাংসদ মহুয়া মৈত্র। টাকা নিয়ে লোকসভায় প্রশ্ন করার অভিযোগ সামনে আসার পর লোকসভা থেকে বহিষ্কার করা হয় মহুয়া মৈত্রকে। বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে ও আইনজীবী জয় অনন্ত দেহদ্রাই-এর বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মহুয়া মৈত্র। সোমবার দিল্লি হাইকোর্টে ছিল সেই মামলার শুনানি। মহুয়ার আবেদন ছিল, সোশ্যাল মিডিয়ায় দুবে ও দেহদ্রাই এমন কিছু পোস্ট করছেন, যা তৃণমূল ও তাঁর নিজের জন্য মানহানিকর। এমন কোনও পোস্ট যাতে আর না করেন, সেই নির্দেশ দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন মহুয়া। এদিন বিচারপতি সেই আবেদন খারিজ করে দেন। বিচারপতি সচিন দত্তের এজলাসে মানহানির মামলার শুনানি ছিল এদিন। মহুয়া আবেদন করেছিলেন, এতদিন এই সংক্রান্ত যা কিছু পোস্ট করা হয়েছে, তা যেন সরিয়ে নেন নিশিকান্ত দুবে ও জয় অনন্ত দেহদ্রাই। সব ছবি, ভিডিয়ো ও চিঠি সরিয়ে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছিল।

মহুয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সংসদে প্রশ্ন করার জন্য টাকা নিয়েছিলেন তিনি। বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবেই প্রথম এই অভিযোগ সামনে এনেছিলেন। এরপর অভিযোগের তদন্ত করে এথিক্স কমিটি। কমিটির তদন্তে উঠে আসে, মহুয়া মৈত্র নিজের লোকসভার লগ ইন আইডি অন্য কাউকে দিয়েছিলেন। এরপর মহুয়াকে বহিষ্কার করার সুপারিশ করে কমিটি। তারপরই বহিষ্কারের নির্দেশ দেওয়া হয় মহুয়াকে। তিনি অবশ্য ওই অভিযোগ অস্বীকার করেন, দুবে ও দেহদ্রাইকে আইনি নোটিসও পাঠিয়েছিলেন তিনি। তৃণমূল নেত্রী দাবি করেন, শুধু প্রশ্ন কেন, কোনও কারণেই, কখনও টাকা নেননি তিনি।

আবার তলব ইডির

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ: আবার বহিষ্কৃত তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে সমন পাঠাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ১১ মার্চ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, বিদেশি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘনের একটি মামলায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছেন অফিসারেরা।

এর আগে ১৯ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে ইডির দপ্তরে হাজির হওয়ার জন্য তলব করা হয়েছিল মহুয়াকে। বিদেশি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘনের মামলাতেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছিল ইডি। তখন তিনি হাজিরা দেননি। তিন সপ্তাহ সময় চেয়ে নিয়েছিলেন। ইডি সূত্রে খবর, বিদেশি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনে মহুয়ার বিরুদ্ধে একটি মামলা হয়েছে। তদন্তকারী অফিসারদের নজরে বিদেশি মুদ্রা লেনদেনের কয়েকটি ঘটনা রয়েছে। একটি নন-রেসিডেন্ট এক্সটারনাল (এনআরই) অ্যাকাউন্টের লেনদেনও তাঁদের নজরে রয়েছে। 'ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন'কাণ্ডে ইতিমধ্যে মহুয়ার বিরুদ্ধে তদন্ত করছে সিবিআই। এই নিয়ে প্রাথমিক তদন্ত করেছে সংসদীয় কমিটি।

পশ্চিম আফ্রিকার গ্রামে গ্রামে দুর্বৃত্তদের হামলা, খুন ১৭০ জন

ইডো, ৪ ফেব্রুয়ারি: পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসোর গ্রামে হামলা চালিয়ে অন্তত ১৭০ জনকে 'মৃত্যুদণ্ড' দেওয়া হয়েছে। তিনটি গ্রামে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে বলে রবিবার জানিয়েছেন দেশটির পাবলিক প্রসিকিউটর। প্রসিকিউটর অ্যালি বেঞ্জামিন কুলিবালি এক বিবৃতিতে বলেছেন, এক সপ্তাহ আগে ২৫ ফেব্রুয়ারি ইয়াতেঙ্গা প্রদেশের কমসিলগা, নোদিন ও সোরো গ্রামে হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। তারপরই ১৭০ জনকে খুন করা হয়। নিহতদের মধ্যে প্রচুর মহিলা ও শিশুও রয়েছেন। আরও অনেকে আহত হন। সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেছে প্রশাসন। সপ্তাহ খানেক আগে বুরকিনা ফাসোর মসজিদে, গির্জায় হামলা চালানো হয়েছিল। তার সঙ্গে এই হামলার সম্পর্ক নেই বলে জানা গিয়েছে।

২০১৫-য় মালি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর বুরকিনা ফাসোয় আল কায়েদা ও ইসলামিক স্টেটের সঙ্গে লড়াই করছে পশ্চিম আফ্রিকার সাহেল জাতি। দেশের প্রায় অর্ধেক অঞ্চল সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সেসব এলাকায় বছরের পর বছর ধরে সংঘর্ষে শত শত মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। ২০ লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত। একটি অংশের এই অস্থিরতা পুরো দেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ২০২২ সালে দু'বার সেনা অভ্যুত্থান হয়। বর্তমান প্রশাসক ইব্রাহিম ট্রাওরে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াইকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

দিল্লির 'আপ' সদর দপ্তর খালি করার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ: লোকসভা নির্বাচনের আগে বড় ধাক্কা খেল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি। দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউতে আম আদমি পার্টির সদর দপ্তর খালি করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার শীর্ষ আদালতের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আগামী ১৫ জুনের মধ্যে খালি করতে ওই পার্টি অফিস। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে অফিস বদলের জন্য ৩ মাসের সময়সীমা দেওয়া হচ্ছে বলে এদিন জানিয়েছে আদালত।

দিল্লি হাইকোর্টের জমি দখল করে আম আদমি পার্টি তাদের দলীয় অফিস তৈরি করেছে বলে অভিযোগ উঠেছিল।

৮ বার তলব এড়ানোর পর ইডির মুখোমুখি হতে রাজি কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ: আবারও ইডির সমন এড়ালেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লি আবগারি নীতি দুর্নীতি মামলায় সোমবারই হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু প্রতিবারের মতোই এবারও সমন এড়ালেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। তবে তার বদলে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট-কে চিঠি লিখলেন কেজরিওয়াল। জানালেন ১২ মার্চের পর হাজিরা দিতে পারবেন তিনি। তবে মুখোমুখি নয়, ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে তিনি হাজিরা দিতে রাজি। আগামী ১২ মার্চের পর ইডি ডাকলে তিনি ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে হাজিরা দিতে রাজি। উল্লেখ্য, গত বছরের নভেম্বর থেকে শুরু করে মোট আটবার তলব করা হয়েছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে। দিল্লির আবগারি দুর্নীতি ও সেখান থেকে আর্থিক তছরুপের অভিযোগে একাধিক আপ নেতা-মন্ত্রীর নাম জড়িয়েছে। সেই মামলাতেই কেজরিকেও জেরা করতে চেয়েছে ইডি। কিন্তু শুরু থেকেই আম আদমি পার্টি শুরু থেকেই দাবি করে আসছে, শুধুমাত্র কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্যেই বারবার তলব করা হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই। ইডি তলবকে বেআইনি দাবি করেই পরপর আটবার সমন এড়িয়েছেন কেজরি।

টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত পাকিস্তান

৪৮ ঘণ্টায় প্রাণ হারিয়েছেন ৩৭ জন

ইসলামাবাদ, ৪ মার্চ: টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত পাকিস্তান। গত বৃহস্পতিবার থেকে লাগাতার বৃষ্টিতে ভেঙে পড়েছে বাড়িঘর, ধসের কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছে বেশ কিছু রাস্তা। এই বন্যা পরিস্থিতিতে গত ৪৮ ঘণ্টায় প্রাণ হারিয়েছেন ৩৭ জন। সে দেশের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে খবর।

বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, এই বৃষ্টিতে শুধুমাত্র খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশেই প্রাণ হারিয়েছেন ২৭ জন। এদের মধ্যে অধিকাংশই শিশু। এছাড়াও বাজাউর, সোয়াট, পেশোয়ার, খাইবার সহ ১০টি জেলা এই বন্যার কারণে বিপর্যস্ত। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার এবং তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন সেই প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী।

দক্ষিণ-পশ্চিম বালুচিস্তান প্রদেশেও বন্যার কারণে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। ঘরছাড়াও হয়েছেন বহু বাসিন্দা। পাক অধিকৃত কাশ্মীরেও হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির খবর সামনে এসেছে। সেখানেও বন্যার পরিস্থিতিতে ৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন বলে খবর। নৌকোয় করে দুর্গতদের জন্য ত্রাণ পাঠানো হচ্ছে। ইতিমধ্যেই উদ্ধারকাজ শুরু হয়ে গেলেও ক্রমাগত বৃষ্টির কারণে তা ব্যাহত হচ্ছে। প্রসঙ্গত, এবছর পাকিস্তানের শীতকালীন বৃষ্টি নভেম্বরের পরিবর্তে কিছুটা দেরিতে ফেব্রুয়ারিতে শুরু হয়েছে।

নতুন করে 'দিল্লি চলো'র ডাক কৃষকদের, ১০ মার্চ দেশব্যাপী রেলরোকো

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ: নিজেদের দাবিদাওয়া পূরণে নতুন করে আন্দোলনের ডাক দিলেন কৃষকরা। দেশে সমস্ত রাজ্যের কৃষকদের কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে সংযুক্ত কিষান মোর্চার তরফে। আন্দোলনের ঝাঁজ বাড়াতে আগামী ১০ মার্চ দেশব্যাপী 'রেল রোকো' কর্মসূচির কথাও ঘোষণা করেছেন কৃষক নেতারা। সংযুক্ত কিষান মোর্চার দুই নেতা সরবন সিং পান্ধের এবং জগজিৎ সিং দাল্লেওয়াল জানিয়েছেন, ১০ মার্চ দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টে অবধি দেশব্যাপী 'রেল রোকো' কর্মসূচি নিয়েছে সংগঠন। উল্লেখ্য, কৃষক আন্দোলনে যোগ দিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন বছর একুশের কৃষক শুভকরণ সিং।

গুলির আওয়াজের মধ্যে সদেরটের স্কুলে ফিরছে হাজারও ইজরায়েলি পড়ুয়া

গাজা, ৪ ফেব্রুয়ারি: গত পাঁচ মাস ধরে চলছে হামাস বনাম ইজরায়েল যুদ্ধ। গত বছরের ৭ অক্টোবর, ইজরায়েলের বুকে বেনজির হামলা চালায় হামাস। গোলাগুলির কান ফাটানো আওয়াজ, বারুদের পোড়া গন্ধে ভারী হয়ে ওঠে গাজা সীমান্তবর্তী ইজরায়েলি শহর সদেরটের বাতাস। তার পর থেকে গত পাঁচ মাস ধরে চলছে হামাস বনাম ইজরায়েল যুদ্ধ। কয়েকদিন আগেও সদেরটে শোনা গিয়েছে গুলির আওয়াজ। কিন্তু তাতেও ভয় নেই পড়ুয়াদের। যুদ্ধের কালো মেঘের গর্জনের মাঝেই সদেরটের স্কুলগুলোতে ফিরছে হাজার হাজার পড়ুয়া।

অতীতে বহুবার গাজা থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই সদেরট শহরে রকেট হামলা চালিয়েছে প্যালেস্টাইনের জঙ্গি সংগঠনটি। ৭ অক্টোবরের হামলার অন্যতম নিশানা ছিল ইজরায়েলের এই বড় শহরটি। যার বদলা নিতে গাজায় গত পাঁচ মাস ধরে রক্তক্ষয়ী লড়াই চালাচ্ছে ইজরায়েলি ফৌজ। প্রাণ বাঁচাতে বহু মানুষ সদেরট শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু এখন তাঁরা ধীরে ধীরে নিজেদের ঘরে ফিরছেন। ভয় কাটিয়ে চেষ্টা করছেন স্বাভাবিক জীবনে ফেরার। তাঁদের পাশে রয়েছে ইজরায়েলি সৈন্যরা। জওয়ানরা আশ্বাস দিয়েছেন, নিরাপত্তার জন্য সমস্তরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। পড়ুয়া চাইলে স্কুলেও ফিরতে পারে।

এনিয়ে ইজরায়েলের শিক্ষামন্ত্রী ইয়োভ কিশ জানিয়েছেন, এখনও সেখানে গুলি চলার ভয় রয়েছে। কিন্তু ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস প্রতিশ্রুতি দিয়েছে মানুষ সদেরট ফিরতে পারেন। আমরা সদেরটের স্কুলগুলোর শিক্ষাব্যবস্থা শুরু করে দিয়েছি। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে রবিবার সেখানকার একটি প্রাথমিক স্কুলে ফিরেছে ছাত্রছাত্রীরা। আনন্দের গানের মাধ্যমে তাদের স্বাগত জানানো হয়। আনন্দে মেতে ওঠে সকলে। স্কুলের বাইরে দাঁড়িয়ে টাকা এক অভিভাবক জানান, খুব ভয় লাগছে। কিন্তু আমাদের শিশুরা খুবই সাহসী ও অনুশীলনশীল। আমাদের নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। জওয়ানরা রয়েছেন।

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT EOI NOTICE
e-EOI are invited by the Chairman Nabadwip Municipality. **EOI No: REV/NM/EOI-14e/2023-24. ID:2023_MAD_679355_1.** Last Date of receiving EOI On **12.03.2024 up to 06:00 PM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**
Sd/-
Chairman,
Nabadwip Municipality

Guskara Municipality
Guskara: Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender No:- 17/2023-24 (1st Call, Memo No: 3661/GM Dated: 04.03.2024 & 15/2023-24 (2nd Call), Memo No: 3662/GM Dated: 04.03.2024
is invited by this Municipal Authority for 04 nos. & 5 nos. development works in different wards under Guskara Municipality. Last date of bid submission of e-tenders are from **11.03.2024 & 26.03.2024 up to 12.00 PM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in, guskaramunicipality.co.in**
Sd/-
Chairman
Guskara Municipality

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

e-Tender Notice
Pradhan, Panthihal Gram Panchayat under Jagatballavpur Dev. Block, Howrah invites **e-Tender vide NIT No. Pant/NIT/58/2024, Pant/NIT/59/2024, Dated 05/03/2024.** Last date of submission of Bid through online 12/03/2024 upto 11 AM. For more information visit **https://www.wbtenders.gov.in**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/551/23-24 Dated 02.03.2024	Construction of blacktop road at N.V. Lane Sarkar para from opposite of Apanjan club to Nilay Mitra shop at ward no-16 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 8,76,679.00

Bid Submission end date: **13.03.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

The West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
ICMARD Building, 6th floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067
NOTICE
Notice Inviting e-Tender for Construction of SHG Product Counter at Ground Floor of the ICMARD Building, Block – 14/2, CIT Scheme – VIII (M), Ultadanga, Kolkata – 700 067 is invited under memo no. 2315/ICMARD/1879 dated March 01, 2024 & uploaded in the e-Tender Portal under **Tender ID 2024_SCARD_678481_1** from Bonafide and resourceful Contractors/reputed Engineering Firms/ Companies/Engineers' Co-operative Societies having adequate credentials. The last date for submission/uploading of Bid through online is **March 19, 2024 up to 5 p.m.** For details, please visit **www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/www.icmard.org**
March 02, 2024
Sd/-
Managing Director

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 278 to 282/23-24 Dated- 01-03-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at North 24 Parganas, Purulia and Dakshin Dinajpur District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **02-03-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **08-03-2024 and 15-03-2024 upto 3.00 pm**
Date: 04.03.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

OFFICE OF THE
NATUNGRAM GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK
MURAGOAR, TALGACHI, MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail: natungramgp@gmail.com
NOTICE INVITING
e-Tender e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeT) **No: NGP-18/2023- 2024** Dated: **28-02-2024.** The last date for online submission of tender is **11-03-2024 upto 13:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sangita Roy
(Prodhan, Natungram G.P.

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি
নং. সিওএম/ই-অকশন/এইচডব্লুএইচ/২০২৪, তারিখঃ ০১.০৩.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক ০৩ বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। আরও বিশদ জানতে এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের ই-অকশন লিজিং মডিউল দেখুন। **ক্যাটালগ নং. পার্ক-এইচডব্লুএইচ-৩এন।** (১) **লট নং./ ক্যাটেগরিঃ** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসআইইউ-টিডব্লু-১৬০-২২-২ (পার্কিং - দুই চক্রযান)। **স্টেশনের নামঃ** সিঙ্গুর (II)। (২) **লট নং./ ক্যাটেগরিঃ** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এবিকেএ-টিডব্লু-১৪০-২৪-১ (পার্কিং - দুই চক্রযান)। **স্টেশনের নামঃ** অম্বিকা কালনা। (৩) **লট নং./ক্যাটেগরিঃ** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিএইচপি-এমএক্স- ২৪৯-২৪-১ (পার্কিং - মিশ্র)। **স্টেশনের নামঃ** বোলপুর। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময়ঃ ১৮.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টায়।** HWH-523/2023-24
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE
SURJANAGAR GRAM PANCHAYAT
Khirishtala, Kakdwip South 24 Pags Pin-743374
ABRIDGED NIT
On behalf Of Surjanagar Gram Panchayat of Kakdwip Block Under S/24 pags dist invite bids through eTender process E tender **ID –2024_ZPHD_676365_04.03.2024 CONSTRUCTION OF COVER DRAIN 2024_ZPHD_676258 _04.03.2024 CONSTRUCTION OF CULVERT 2024_ZPHD_676365_ 04.03.2024 C C ROAD.** For details please visit to our G P Office.
SD/Pradhan
Surjanagar G P

Mogra-I Gram Panchayat
Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied contractors for execution the different works. e-Tender details given below:
NIT No.: 149/MOG-I/24, Date: 04.03.2024,
NIT No.: 150/MOG-I/24, Date: 04.03.2024,
NIT No.: 151/MOG-I/24, Date: 04.03.2024,
NIT No.: 152/MOG-I/24, Date: 04.03.2024,
Last Date of Bid Submission: **12.03.2024 at 18:30 Hrs.**
NIT No.: 153/MOG-I/24, Date: 04.03.2024,
& Tender ID : 2024_ZPHD_678893_1 (2nd Call).
Last Date of Bid Submission: **22.03.2024 at 18:30 Hrs.**
For details log on **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan,
Mogra-I Gram Panchayat

OFFICE OF THE
PATHARPRATIMA GRAM PANCHAYAT
Vill: Madhabnagar, P.O.:M Durgagobindapur, P.S.Patharpratima, DIST.- S 24 Pgs, PIN:74331
ABRIDGED NIT
On behalf of Patharpratima Gram Panchayat of Patharpratima Block under S 24 Pgs dist. invites bids through e-tendering process for construction of 3 nos works within the GP area. The last offline bid submission date is **09/03/24 till 01:30 pm.** The Tender IDs are Tender **ID 2024_ZPHD_679055_1., Tender ID 2024_ZPHD_679088_1., Tender ID 2024_ZPHD_679110_1.** For details, please visit to our GP Office for details.
Sd/- Pradhan,
Patharpratima GP

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/547/23-24 Dated 02.03.2024	Construction of Close Bamboo Pilling (Double Layer) work at Ghasiara pond in Ward No.- 11 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,63,315.00
WBMAD/ULB/ RSM/548/23-24 Dated 02.03.2024	Construction of Concrete Road & RCC Slab from H/O Amal Das to Kali Mandir at Malirbagan in Ward No.-11 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 3,09,996.00
WBMAD/ULB/ RSM/549/23-24 Dated 02.03.2024	Construction of Surface Drain & Cross Drain from Nowapara Mondal Builders to Nazrul Sarani 1000' tube well in Ward No. 10 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 4,44,686.00
WBMAD/ULB/ RSM/550/23-24 Dated 02.03.2024	Repairing & Renovation of W.B.M road at back side of Rath tala Durga temple in Ward No-26, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,87,430.00

Bid Submission end date: **13.03.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 283 to 288/23-24 Dated- 02-03-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Purulia, Howrah and Burdwan District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **03-03-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **12-03-2024 and 18-03-2024 upto 3.00 pm**
Date: 04.03.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

এবার হায়দরাবাদের অধিনায়ক কামিন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি: আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অভিষেকের পর এক যুগ পেরিয়ে গেছে। এ সময়ে ম্যাচ খেলেছেন মাত্র ৫২টি। সর্বশেষ দেড় বছরে সংখ্যাটা মাত্র ২। টি-টোয়েন্টি জগৎ থেকে যতটা সম্ভব দূরে দূরে থাকা সেই প্যাট কামিন্সকেই অধিনায়কত্ব দিয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ।

গত বছর অস্ট্রেলিয়াকে ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ে নেতৃত্ব দেওয়া এই পেসার এবারই প্রথম হায়দরাবাদের হয়ে খেলবেন। এবারের আইপিএলে কামিন্সই হতে যাচ্ছেন একমাত্র বিদেশি অধিনায়ক। বাকি ৯ দলের নেতৃত্ব আছেন ভারতীয়রা।

হায়দরাবাদের ফ্র্যাঞ্চাইজিটির জন্য বিদেশি অধিনায়ক অবশ্য নতুন কিছু নয়। ২০১৩ সাল থেকে আইপিএলে অংশ নেওয়া দলটির দশম অধিনায়ক কামিন্স। প্রথম নয়জনের মধ্যে ভুবনেশ্বর কুমার ও মনীশ পান্ডেই শুধু ভারতীয়। সেই দুজনও আবার ছিলেন ভারপ্রাপ্ত দায়িত্বে। বাকি ৮ জনের মধ্যে ২০১৪ আসরে ৪ ম্যাচ ভারপ্রাপ্ত ছিলেন ড্যারেন সামি। অন্যরা পুরো মৌসুমের জন্যই দায়িত্ব পেয়েছিলেন।

১২ আসরে ১০ অধিনায়ক পাওয়া হায়দরাবাদ এ নিয়ে টানা তৃতীয় মৌসুম নতুন অধিনায়ক নিয়ে খেলতে যাচ্ছে। ২০২২ সালে নেতৃত্বে ছিলেন কেইন উইলিয়ামসন, ২০২৩ সালে এইডেন মার্করাম। প্রোটিয়া ব্যাটসম্যান মার্করাম হায়দরাবাদের ফ্র্যাঞ্চাইজিটির দক্ষিণ আফ্রিকার দল সানরাইজার্স ইস্টার্ন ক্যাপের নেতৃত্বে আছেন। যে দলটি এসএ টোয়েন্টিতে টানা দুই আসরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

মার্করাম গত মাসে শেষ হওয়া এসএ টোয়েন্টিতে চ্যাম্পিয়ন হলেও আইপিএলে তাঁকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তৃপক্ষ। অবশ্য কামিন্স দলে থাকলে তাঁকে নেতৃত্ব না দেওয়াও কঠিন। টি-টোয়েন্টি খেলোয়াড় হিসেবে খুব একটা পরিচিতি না থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে সফল অধিনায়ক কামিন্স। গত বছর তাঁর নেতৃত্বে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ও ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। যার ছাপ পড়ে আইপিএল নিলামে। আইপিএল ইতিহাসের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে নিলামে কামিন্সের দাম ২০ কোটি রুপি ছাড়ায়। যদিও এর কিছুক্ষণ পরই কামিন্সকে ছাড়িয়ে সবচেয়ে বেশি দামে (২৪.৭৫ কোটি) বিক্রি হন তাঁরই জাতীয় দল সতীর্থ মিচেল স্টার্ক। কামিন্সকে নিয়ে হায়দরাবাদের আগ্রহের অন্যতম কারণ যে তাঁর নেতৃত্বগুণ, সেটি তাঁকে দায়িত্ব দেওয়াতেই স্পষ্ট। এবারের আইপিএলের জন্য অধিনায়ক বদলেছে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস আর গুজরাট টাইটানসও। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন অধিনায়ক রোহিত শর্মার জায়গায় হার্দিক পান্ডিয়াকে নেতৃত্ব দিয়েছে মুম্বাই। আর পান্ডিয়ার ছেড়ে আসা গুজরাটের অধিনায়ক হয়েছেন শুবমান গিল। অন্যদের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হয়ে গতবার খেলতে না পারা ঋষভ পন্ত দিল্লির অধিনায়ক হয়েই মাঠে ফিরছেন। একইভাবে কলকাতা নাইট রাইডার্সের দায়িত্বে ফিরছেন শ্রেয়াস আইয়ার। অন্যান্যের মধ্যে রাজস্থান রয়্যালস, চেন্নাই সুপার কিংস, লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস, পাঞ্জাব কিংস ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু অধিনায়কত্ব নিয়ে কিছু জানায়নি। গত মৌসুমে এই দলগুলোর দায়িত্বে ছিলেন যথাক্রমে সঞ্জু স্যামসন, মহেন্দ্র সিং ধোনি, লোকেশ রাহুল, শিখর ধাওয়ান ও বিরাট কোহলি।

এদিকে গত আসরে ১০ দলের মধ্যে দশম হিসেবে টুর্নামেন্ট শেষ করা হায়দরাবাদ এবার কোচও বদলেছে। ক্যারিবীয় কিংবদন্তি ব্রায়ান লারার জায়গায় নতুন প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে নিউজিল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক ডেনিয়েল ভেট্টোরিকে।

তিন দিনেই রঞ্জি ফাইনালে মুম্বই, রাহানে-শার্দূলদের সামনে উড়ে গেল তামিলনাড়ু

নিজস্ব প্রতিনিধি: তামিলনাড়ুকে ইনিংস এবং ৭০ রানে হারিয়ে রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে উঠল মুম্বই। পাঁচ দিনের ম্যাচ তিন দিনেই ম্যাচ জিতে নিলেন অজিঙ্ক রাহানেরা। প্রথম ইনিংসে তামিলনাড়ু করে ১৪৬ রান। জবাবে রাহানের দল তোলে ৩৭৮ রান। এর পর সাই কিশোরদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হল ১৬২ রানে। মুম্বইয়ের জয়ের অন্যতম কারিগর শার্দূল ঠাকুর।

রবিবার খেলা শেষ হওয়ার সময় মুম্বইয়ের রান ছিল ৯ উইকেটে ৩৫৩। দশম উইকেট মুম্বইয়ের দুই ব্যাটার তানুশ কোটিয়ান এবং তুষার দেশপাণ্ডে যোগ করেন ৮৮ রান। ১০ নম্বরে ব্যাট করতে নামা তানুশ শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন ৮৯ রান। ১২টি চার মেরেছেন তিনি। তুষার করেন ২৬ রান।

২৩২ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে তামিলনাড়ু। ম্যাচ বাঁচানোর জন্য একাধিক বড় রানের জুটি প্রয়োজন ছিল তাদের। কিন্তু মুম্বইয়ের বোলিং আক্রমণের সামনে প্রথম ইনিংসের মতোই ভেঙে পড়ল তাদের ব্যাটিং লাইন আপ। বাবা ইন্দ্রজিৎ ছাড়া তামিলনাড়ুর কোনও ব্যাটারই ২২ গজে বেশি ক্ষণ থাকতে পারেননি। চার নম্বরে নেমে তিনি খেলেন ৭০ রানের ইনিংস। তার আগেই ১০ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় তামিলনাড়ু। সেই চাপ সামলাতে না পারাতেই রঞ্জি সেমিফাইনালে ভরাডুবি হল তাদের। চতুর্থ উইকেটে প্রদোষ রঞ্জন পাল এবং পঞ্চম উইকেটে বিজয় শঙ্কর কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন ইন্দ্রজিতের সঙ্গে জুটি বেঁধে। চতুর্থ উইকেটে ইন্দ্রজিৎ-প্রদোষ জুটি যোগ করে ৭৩ রান। প্রদোষ করেন ২৫। পঞ্চম উইকেটে ইন্দ্রজিৎ-বিজয় জুটি যোগ করে ৩৮ রান। বিজয়ের অবদান ২৪। ছ'নম্বরে ব্যাট করতে নেমে অধিনায়ক কিশোর করেন ২১। তামিলনাড়ুর আর কোনও ব্যাটার দু'অঙ্কের রান করতে পারেননি।

তামিলনাড়ুর দ্বিতীয় ইনিংসে মুম্বইয়ের সফলতম বোলার শ্যামস মুলানি ৫৩ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। ১৬ রানে ২ উইকেট শার্দূলের। ১৮ রানে ২ উইকেট নেন তানুশ। এ ছাড়া ২৬ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন মোহিত অবস্থি। মুম্বই-তামিলনাড়ু সেমিফাইনালের সেরা ক্রিকেটার শার্দূলই। ম্যাচে ৪ উইকেট নিয়েছেন তিনি। এ ছাড়াও ভারতীয় দলের অলরাউন্ডারের ব্যাট হাতে খেলেছেন ১০৫ বলে ১০৯ রান। ১৩টি চার এবং ৪টি ছয়ের সাহায্যে শতরানের ইনিংস খেলেন তিনি। উল্লেখ্য, রঞ্জি ট্রফির সফলতম দল মুম্বই। তারা ৪১ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

আইপিএল মানে বলিউড নয়, কেকেআর খেলোয়াড়দের গম্ভীর

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলে (ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ) বলিউডের সবচেয়ে বড় উপস্থিতি শাহরুখ খান। 'বলিউড বাদশাহ' হিসেবে খ্যাত শাহরুখ কলকাতা নাইট রাইডার্সের (কেকেআর) অন্যতম মালিক। দলটিরই মেন্টর গৌতম গম্ভীর খেলোয়াড়দের বলেছেন, তাঁরা যেন মাঠের বাইরের কার্যক্রমে মনোযোগ না দেন। কারণ, আইপিএল মানে বলিউড বা গ্ল্যামার নয়। আইপিএল মানে পার্টিও নয়।

ভারতের সাবেক বিশ্বকাপজয়ী ওপেনার মনে করেন, বিশ্বের অন্যান্য লিগের তুলনায় আইপিএলই সবচেয়ে কঠিন এবং মানের দিক থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের কাছাকাছি।

এ বছরই মেন্টর হিসেবে কেকেআরে যোগ দেওয়া গম্ভীর একসময় দলটিকে মাঠে নেতৃত্বও দিয়েছেন। তাঁর অধিনায়কত্বেই দুবার আইপিএল ট্রফি জিতেছে কেকেআর, যার সর্বশেষটি ২০১৪ সালে। খেলা ছাড়ার পর গত দুই মৌসুমে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের মেন্টর ছিলেন তিনি। ২০২৪ আসরের আগে কলকাতায় যোগ দেওয়ার পর দলের উদ্দেশে তাঁর বার্তা কী ছিল, এ বিষয়ে স্টার স্পোর্টসে কথা বলতে গিয়ে বলিউড প্রসঙ্গ টেনে আনেন গম্ভীর, 'আমি প্রথম দিনই এটা পরিষ্কার করে বলেছি যে আইপিএলকে আমি সিরিয়াস ক্রিকেট হিসেবে দেখি। এটা বলিউড নয়, গ্ল্যামার নয়। ম্যাচের পর পার্টি করা বা এ,জাতীয় কিছুও নয়। এখানে মাঠে নেমে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলতে হয়। এ কারণেই এটা বিশ্বের সবচেয়ে কঠিন লিগ। এখানে পুরোদস্তুর ক্রিকেটটাই হয়।'

গম্ভীরের মতে, বিশ্বজুড়ে যতগুলো লিগ হয়ে থাকে, তার মধ্যে আইপিএলের মানই সবচেয়ে ভালো, আর সেটা মাঠের ক্রিকেটের কারণেই, 'অন্যান্য লিগের তুলনায় আইপিএলকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের কাছাকাছি বলা যায়। এখানে ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে সফল হতে হলে মাঠের ক্রিকেটে করে দেখাতে হয়।'

কলকাতা নাইট রাইডার্সের মালিকানায় শাহরুখের পাশাপাশি আরেক বলিউড অভিনেত্রী জুহি চাওলাও আছেন, যাঁরা প্রায়ই মাঠে গিয়ে কেকেআরের ম্যাচ দেখে থাকেন। হাজির হন খেলোয়াড়দের টিম হোটেল বা ড্রেসিংরুমেও। এ ছাড়া সমর্থনের দিক থেকেও পশ্চিমবঙ্গভিত্তিক দলটি বেশ জনপ্রিয়। আইপিএলে খেলা দলগুলোর মধ্যে এ ক্ষেত্রে কলকাতাকে সবার ওপরে দেখেন গম্ভীর, 'কেকেআরের সমর্থকেরা খুবই প্যাশনেট। তাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক থাকা দরকার। আমি সব সময়ই বিশ্বাস করি, সবচেয়ে বিশ্বস্ত সমর্থক কলকাতারই। আমাদের তাদের মুখে হাসি ফোটাতে হবে।'

দুবার ট্রফি জিতলেও সাম্প্রতিক সময়টা কেকেআরের ভালো যাচ্ছে না। গত দুই আসরেই প্লে-অফে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে কেকেআর, লিগ পর্ব শেষ করেছে সপ্তম হয়ে। জনপ্রিয়তা আর বলিউডি গ্ল্যামারে এগিয়ে থাকলেও কেকেআরকে ক্রিকেটেই পূর্ণ মনোযোগ রাখতে হবে বলে মনে করেন সাবেক ভারতীয় ওপেনার, 'আমি সব সময়ই বিশ্বাস করি, দিন শেষে গ্ল্যামার বিষয় নয়। বিষয় হচ্ছে ক্রিকেট মাঠে কী করতে পারছেন। কেকেআরেরও মাঠের বাইরের কার্যক্রমের কারণে পরিচিত হওয়া উচিত নয়। সবাইকে জানতে হবে ক্রিকেট মাঠেই নিজেকে খেলে দেখাতে হবে।'

এবারের আইপিএল শুরু হবে ২২ মার্চ চেন্নাই-বেঙ্গালুরু ম্যাচ দিয়ে। কলকাতার প্রথম ম্যাচ ২৩ মার্চ হায়দরাবাদের বিপক্ষে, ইডেন গার্ডেনসে।

পোশাকশিল্পী চহালের আত্মপ্রকাশ! বানালেন আইপিএল জার্সি

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএল শুরুর ১৯ দিন আগে নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করল প্রথম বারের চ্যাম্পিয়ন রাজস্থান রয়্যালস। ২০০৮ সালে শেন ওয়ার্নের নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল রাজস্থান। প্রাক্তন ক্রিকেটারের প্রয়াণ দিবসের দিনেই নতুন চেহারায় প্রকাশ্যে এল আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজটি। নতুন জার্সি নিয়ে সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিয়ো ক্রিকেটপ্রেমীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন রাজস্থান কর্তৃপক্ষ।

সঞ্জু স্যামসনের দলকে এ বার আইপিএলে দেখা যাবে নতুন জার্সিতে। নতুন জার্সির উন্মোচনে রাজস্থান কর্তৃপক্ষ সামনে নিয়ে এলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়া এক ক্রিকেটারকে। তিনি যুজবেন্দ্র চহাল। লেগ স্পিনারকে বেছে নেওয়ার কারণ, এখনও পর্যন্ত আইপিএলে তিনিই সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহক। বিসিসিআইয়ের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে চহালের উইকেট সংখ্যা ১৮৭টি।

জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠানে দুই সতীর্থকে সমাজমাধ্যমে বার্তা দিয়েছেন চহাল। প্রথম জন ইংল্যান্ডের সাদা বলের অধিনায়ক জশ বাটলার। চহাল তাঁকে লিখেছেন, "২০২৪ সালের জন্য আমাদের নতুন জার্সি। এটার নকশা আমার করা।" বাটলার জবাবে লিখেছেন, "যুজি ভাই, যথেষ্ট আবেদন নেই।" চহালের বার্তা পেয়েছেন অধিনায়ক স্যামসনও। তাঁকে লেগ স্পিনার লিখেছেন, "চিন্টু (এই নামে সতীর্থেরা ডাকেন স্যামসনকে) আমাকে কেমন লাগছে (নতুন জার্সি পরে)।" রসিকতা করে রাজস্থান অধিনায়কের জবাব, "ভাল, তবে শুধু তোকেই ভাল লাগবে।"

ভিডিয়োতে দেখানো হয়েছে, যে জার্সি পরে রাজস্থান আইপিএলের ম্যাচগুলি খেলবে, তার নকশা করেছেন চহালই। অর্থাৎ ক্রিকেটার, দাবাড়ুর পর চহালের পরিচিতি তৈরি হল পোশাকশিল্পী হিসাবেও। গোলাপী এবং নীল রঙের নতুন জার্সি আগের থেকে অনেক বেশি আকর্ষণীয় বলে দাবি করেছেন ফ্র্যাঞ্চাইজ কির্তৃপক্ষ। নতুন জার্সিতে রয়েছে রাজস্থানের ঐতিহ্যের ছোঁয়াও।

গত বছর পঞ্চম স্থানে শেষ করেছিল রাজস্থান। লিগ পর্বের ১৪টি ম্যাচের মধ্যে সাতটিতে জয় পেয়েছিলেন স্যামসনেরা। ২০০৮ সালের পর তারা আর চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। নতুন জার্সি প্রকাশ্যে আনার জন্য ৪ মার্চ দিনটিকে বেছে নেওয়ার নেপথ্যে ওয়ার্নকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের বার্তাও রয়েছে।

রিয়ালের ড্র আর জিরোনার হার কাজে লাগাতে পারেনি বার্সা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগের দিন ভ্যালেন্সিয়ার মাঠ থেকে ড্র করে ফিরেছে রিয়াল মাদ্রিদ। গতকাল জিরোনা হেরে গেছে মায়োর্কার কাছে। সব মিলিয়ে বার্সেলোনার সুযোগ ছিল জিরোনাকে টপকে লা লিগার পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে ওঠার এবং শীর্ষে থাকা রিয়ালের সঙ্গে পয়েন্ট ব্যবধান কমানোর। দুটির একটিও করতে পারেনি জাভি হার্নান্দেজের দল। কাল রাতে অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের মাঠ থেকে যে গোলশূন্য ড্র নিয়ে ফিরেছে বার্সেলোনা!

পয়েন্ট হারানোর পাশাপাশি বার্সার যন্ত্রণা বাড়িয়েছে তারকা খেলোয়াড়দের চোটও। এ ম্যাচে চোট নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং এবং পেদ্রি। ম্যাচের ২৬ মিনিটে গোড়ালির চোট নিয়ে মাঠ ছেড়ে যান ডি ইয়ং এবং ৪৫ মিনিটে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন পেদ্রি।

ম্যাচ শেষে দলের দুই গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়কে হারিয়ে হতাশ জাভি বলেছেন, 'এটা দুর্ভাগ্যজনক। কারণ, দুজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় চোটে পড়েছে। পরে আমরা আরও বিস্তারিত (চোটের ব্যাপারে) জানতে পারব। তবে চোটের অবস্থা ভালো মনে হচ্ছে না। আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। আমার মনে হচ্ছে এ দুই খেলোয়াড় আরও অনেক ম্যাচ মিস করবে।'

ঘরের মাঠে এদিন বল দখলে পিছিয়ে থাকলেও আক্রমণ ও সুযোগ তৈরিতে বার্সার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খেলেছে বিলবাও। ম্যাচে দুই দলই ৮টি করে শট নিয়ে ২টি করে লক্ষ্যে রাখে। গোল অবশ্য শেষ পর্যন্ত কেউই পায়নি। তবে এই ম্যাচ জিতলে জিরোনাকে পেছনে ফেলে পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে উঠে আসার সুযোগ ছিল বার্সার। কারণ একই রাতে অন্য ম্যাচে দুইয়ে থাকা জিরোনা ১-০ গোলে হেরে গেছে মায়োর্কার সঙ্গে।

পয়েন্ট হারিয়ে হতাশ বার্সা কোচ জাভি বলেছেন, 'আমরা ভালো খেলতে পারিনি। আমরা আক্রমণও ভালো করতে পারিনি। এই ম্যাচে আমাদের আরও ভালো খেলা উচিত ছিল। আমরা সুযোগ হারিয়েছি। দল সব মিলিয়ে আরও ভালো খেলতে পারত।'

হতাশার সুর শোনা গেছে জিরোনা কোচ মিশেল সানচেজের কণ্ঠেও, 'এই ফলে আমি হতাশ। তবে দল যেভাবে খেলেছে, আমি খুশি।'

বার্সার ড্র ও জিরোনার হারে সুবিধা হয়েছে শীর্ষে থাকা রিয়ালের। ২৭ ম্যাচ শেষে রিয়ালের পয়েন্ট ৬৬। সমান ম্যাচে দ্বিতীয় স্থানে থাকা জিরোনার পয়েন্ট ৫৯। ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে বার্সেলোনা আছে তৃতীয় স্থানে। বার্সা নিজেদের পরের ম্যাচ খেলবে চ্যাম্পিয়নস লিগে নাপোলির বিপক্ষে। এর আগে নাপোলির মাঠে প্রথম লেগ ১-১ গোলে ড্র করেছে তারা।

এমবাপ্পেকে পিএসজির কট্টর সমর্থকদের 'হুমকি'

নিজস্ব প্রতিনিধি: কিলিয়ান এমবাপ্পের পিএসজি ছেড়ে রিয়াল মাদ্রিদে যাওয়া এখন শুধুই সময়ের ব্যাপার। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না এলেও এটা বলতে গেলে নিশ্চিত, আগামী ৩০ জুনের পর থেকে রিয়ালের খেলোয়াড় হিসেবেই পরিচিত হবেন এমবাপ্পে। এরই মধ্যে এমবাপ্পের সঙ্গে রিয়ালে চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার খবরও নিশ্চিত করেছে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কা। এমবাপ্পের ক্লাব ছাড়ার সিদ্ধান্তের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে প্যারিসে।

পিএসজিতে টানা তিন ম্যাচে পুরো ৯০ মিনিট খেলার সুযোগ দেওয়া হয়নি এমবাপ্পেকে। আর এ নিয়ে ফরাসি তারকার ক্ষুব্ধ হওয়ার কথাও জানিয়েছে ইউরোপীয় সংবাদমাধ্যমগুলো। এমবাপ্পেকে টানা বদলি করার কারণ হিসেবে পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে বলেছেন, তাঁকে বাদ দিয়ে খেলায় অভ্যস্ত হওয়ার কথা। তবে এমবাপ্পের ধারণা, ক্লাব ছাড়ার সিদ্ধান্তের কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হচ্ছে তাঁকে।

শুধু মাঠেই নয়, মাঠের বাইরেও এমবাপ্পের জন্য আগামী কয়েক মাস কঠিন হতে যাচ্ছে। কদিন আগে ফরাসি সংবাদমাধ্যম লেকিপ জানিয়েছিল, এমবাপ্পের প্রতিনিধিরা পিএসজির কট্টরপন্থী সমর্থক গোষ্ঠী 'কালেক্টিভ আল্ট্রাস প্যারিস'কে অনুরোধ জানিয়েছে, তারা যেন আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগে দুয়ো না দেন। তবে এখন এসে পরিস্থিতি সম্ভবত বদলে যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে একটি ব্যানার, যেটা রাখ হয়েছিল পিএসজির মাঠ পার্ক দে প্রিন্সেসের বাইরে। ব্যানারে লেখা ছিল, 'কেএম (কিলিয়ান এমবাপ্পে) ৩০ জুনের অপেক্ষায় আছি।' এখানে মূলত সে দিনটির কথা বলা হচ্ছে, যেদিন এমবাপ্পের সঙ্গে প্যারিসের ক্লাবটির চুক্তি শেষ হবে। বোঝাই

যাচ্ছে, পিএসজির কট্টর সমর্থকেরা এমবাপ্পেকে বিদায় দেওয়ার অপেক্ষায় আছে। তারা হয়তো এখন এমবাপ্পে,অধ্যায় পেছনে ফেলে সামনে তাকাতে চায়।

এমবাপ্পেকে পিএসজির কট্টর সমর্থকেরা খুব সহজে ছেড়ে দেবে কি না, সে প্রশ্নও কেউ চাইলে এখন তুলতে পারে। এর আগে পিএসজিতে খেলার সময় লিওনেল মেসি ও নেইমারের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল তারা। মাঠে তো ক্রমাগত দুয়ো দিয়েই গেছে, এমনকি নেইমারের বাড়ির সামনে গিয়েও বিক্ষোভ করেছিল কালেক্টিভ আল্ট্রাস প্যারিস। সামনের দিনগুলোয় এমবাপ্পেকেও এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হয় কি না, সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা।

এদিকে ফরাসি সংবাদমাধ্যম লেকিপ জানিয়েছে, পিএসজিতে এখন অস্বস্তিতে আছেন এমবাপ্পে। মৌসুমের এ পর্যায়ে ক্লাব ছাড়ার সিদ্ধান্তের খবর ফাঁস হওয়ার বিষয়টিও মানতে পারছেন না তিনি। তাঁর ধারণা এমন পরিস্থিতিতে দলেরও ক্ষতি হতে পারে।

পাশাপাশি ক্লাব ছাড়ার খবর ফাঁস করে পিএসজি তাঁর সিদ্ধান্তকে সম্মান করেনি বলেও মনে করেন বিশ্বকাপজয়ী এই ফুটবলার।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**